পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

কৃষ্ণাবতার রহস্য

অর্থাৎ

তদ্‌বিষয়িণী শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক আলোচনা

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কৃত।

প্রকাশক শ্রীভবানীপ্রসাদ মিত্র

২০ নং রাধানাথ বসুর লেন,

কলিকাতা।

সন ১৩২৪, ইং ১৯১৭।

[মূল্য ॥০ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস।
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

ভূমিকা।

প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইল মল্লিখিত কৃষ্ণাবতার-রহস্যের প্রথমাংশ অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়িণী শাস্ত্রীয় আলোচনা মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষৎ শাখা সভার এক সাময়িক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকের যতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, সভার কতকগুলি নব্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকের তত টা প্রীতিপ্রদ হয় নাই। ইহা বলা দোষাবহ নহে যে, যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বড় একটা ধার ধারেন না, কেবল অতত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ ও তৎপ্রদর্শিত উপধর্ম্ম ও তদনুকূল আচারাদিতে নিরত থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রীয় ও যৌক্তিক ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হয়। কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে, ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচকের প্রতি ঐ সকল লোকের ক্রোধ ও বিদ্বেষের ভাব সঞ্জাত হইয়াও থাকে। এই আশঙ্কায় কৃষ্ণাবতার প্রবন্ধের দ্বিতীয় অর্থাৎ ঐতিহাসিক অংশ কাহারও কাহারও অপ্রীতিকর হইতে পারে ভাবিয়া ঐ সভায় আর পঠিত হয় নাই। অধুনা ঐ দুই অংশই একত্রে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

ইহা অস্বীকার্য্য নহে, বর্ত্তমান মহাভারত ও কোন কোন পুরাণের অনেক স্থলে কৃষ্ণকে নারায়ণ, বিষ্ণু, মধুসূদন, জনার্দ্দন, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত দেখা যায়। অপিচ, বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের প্রধান অঙ্গ শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত প্রায় সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মের যজনান্তে পুরোহিতগণ কর্ম্মফল যজমান দ্বারা কৃষ্ণে অর্পণ করাইয়া থাকেন। উল্লিখিত শাস্ত্রোক্তিতে উপচার ক্রমেই হউক, অথবা সমাজ ব্যবহারে প্রচলিত বৈষ্ণ-ধর্ম্মের সম্প্রসারণ হইতেই হউক, শ্রীকৃষ্ণ অধুনা বিষ্ণু বা নারায়ণ রূপেই একরূপ পরিগৃহীত এবং ঐ ভাবে অপ্রাচীন সাহিত্য মধ্যেও সম্প্রবিষ্ট হইয়াছে। এ দিকে বর্ত্তমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে ত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ দেখা যায়, তাহার মধ্যে যাঁহারা শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদিরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে নমোনমঃ করিয়া সারেন। আর কর্ম্মফল কৃষ্ণে অর্পণ কালে সত্য ও ধর্ম্ম অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিতদিগের মধ্যে একবারেই মূকত্ব অবলম্বিত হয়। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের এই অসারল্য ও কুণ্ঠিত ব্যবহার কখন শোভনীয় নহে। এতদ্ভিন্ন, সমাজের অজ্ঞ ও গতানুগতিক প্রকৃতির

লোকদিগের মধ্যে পূর্ব্ব-প্রচলিত এবং বংশানুক্রমিক আচরিত বৈদিক ও স্মার্ত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধুনা কৃষ্ণের নামে যে সকল সহজসাধ্য উপধর্ম্ম ও সাধন প্রণালী প্রচারিত হইয়াছে, তাহার যাজনা করিতে গিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খল, অনিষ্ট ও পাপের স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়, তাহার প্রতিরোধ বা প্রশমন কি বাঞ্ছনীয় নহে? বাস্তবিক, সমাজের এতাদৃশী শোচনীয় অবস্থায় কৃষ্ণের অবতার রহস্য যথাযথ সমালোচিত হওয়া যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল এবং সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। লেখক উল্লিখিত প্রয়োজনবুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে যথাসাধ্য শ্রম করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন না। সকলে জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পুরাণোক্ত গোপিকা ও রাধা সংসৃষ্ট অভূতপূর্ব্ব-লীলা নিচয় অবশ্য তাঁহার অবতার-রহস্যেরই অন্তর্ভূত। ইহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই চৈতন্য দেব স্বীয় ধর্ম্মজীবন ও বঙ্গে নব্য এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছিলেন। তৎপরেই বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে অনেক শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়রূপ বঙ্গসমাজ-বৃক্ষের অঙ্গীভূত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা আর্য্যসেবিত প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তথা শিষ্টাচার ও সুনীতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিপথে বিচরণ পূর্ব্বক ইদানীন্তন নিরঙ্কুশ বঙ্গীয় সমাজে বহু অনর্থ উৎপাদনে নিরত আছে। ধরিতে গেলে, এ সমস্ত সেই কৃষ্ণ, তদনন্তর চৈতন্য-লীলারই পরিণতি, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ লীলা প্রসঙ্গের যথোচিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উৎকৃষ্ট গবেষণা সাক্ষেপ। লেখকের আশা এই, তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃষ্ণের আমূল অবতার-রহস্য, বিশেষতঃ তদন্তর্ভূত পরকীয়াদি সাধনী প্রণালী সম্যক্ রূপে আলোচিত হয়। কেননা তদ্দ্বারা লেখকের বিশ্বাস; বর্ত্তমানে স্বেচ্ছা ও অজ্ঞতা পরিচালিত সমাজের অশেষ হিত সাধিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধের আদ্যন্ত প্রুফ্ সকল অতি যত্ন সহকারে দেখিয়া দিয়া গ্রন্থকারকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার।

কৃষ্ণাবতার-রহস্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রীয় আলোচনা।

অনেকে মনে করিতে পারেন, হিন্দু জাতির মধ্যে অবতারবাদ সুপ্রাচীন ও সুবিদিত, তন্মধ্যে আবার বিশেষ করিয়া বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে কেহ যে সন্দিহান আছেন, তাহা সহসা মনে হয় না। তবে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের আলোচনার প্রয়োজন কি? পরন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, বহুকাল হইতে হিন্দু সমাজের মধ্যে কৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দুইটি প্রবাহ ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় সমাজের শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে যে অনাত্মীয়তা ও বিদ্বেষভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহাদিগের মধ্যে (হয় ত এক পরিবারের মধ্যেই) আচার, ব্যবহার, বেশভূষা, চিহ্নধারণ, খাদ্য, বারব্রত, উপাসনা প্রভৃতিতে এত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, উহা এক স্থানবাসী হিন্দু-সমাজের লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইহার মূলীভূত কারণ আর কিছুই নহে, কেবল উভয় সম্প্রদায়ের অবলম্বিত উপাস্য দেবতার বিভিন্নতা এবং তৎসহ ধর্ম্মমত ও আচারগত বৈষম্য। সে যাহা হউক, দেখা যায়, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কতক লোক শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অংশাবতার এবং কতকগুলি লোক পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্য তাহা মনে করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক কৃষ্ণকে বহু গুণসম্পন্ন প্রতাপশালী ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন বিষ্ণুর অবতার বলিয়া আদৌ মনে স্থান দেন না। অধিকন্তু উঁহারা তাঁহার উপরে নানাবিধ দোষারোপ করিতেও ক্ষান্ত নহেন। পক্ষান্তরে, শাক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের উপাস্য কালী, দুর্গা প্রভৃতিকে ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মময়ী বিশ্বাসে

উপাসনা করেন; কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা তজ্জন্য উঁহাদের প্রতি বিদ্রূপ ও নানাবিধ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াও থাকেন। একই সমাজস্থ লোকের মধ্যে এরূপ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অনাত্মীয়তার ভাব পরিপোষিত হইতে থাকা কখন প্রার্থনীয় হইতে পারে না। সে জন্য ইহার অনিষ্টকারিতা সামাজিকদিগের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে উপলব্ধ ও তন্নিবারণ কল্পে কোন কিছু চেষ্টা যে হয় নাই, এমতও নহে। বস্তুতঃ উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা, নামে বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্বগত কোন প্রভেদ নাই। কেন না, এক পক্ষের শক্তি, অন্য পক্ষের শক্তিমান্ উপাস্য, ইহা স্বীকৃত হইলে উঁহাদের মধ্যে পরস্পরের অভেদ সম্বন্ধই প্রতীত হয়; কাজেই সৃষ্ট্যাদি নিষ্পাদন ব্যাপার অন্যোন্য-সাহায্য-সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। আবার কোন কোন পুরাণ শাস্ত্রে শক্তি ও শক্তিমান্ বেদান্তের প্রকৃতিপুরুষস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। * সে মতে দুর্গা, কালী, রাধা সকলেই প্রকৃতিস্থানীয় এবং বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ ও বিরাট্ পুরুষস্থানীয়। অপর, মহাভাগবত পুরাণে উক্ত আছে, যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালিকা, এবং যিনি রাম তিনিই তারিণী। † এরূপ অভিমত প্রকাশের উদ্দেশ্য বোধ হয় আর কিছুই নহে, কেবল বিভিন্ন উপাস্য দেবতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন মাত্র। ইদানীন্তন কোন কোন সাধকও সংগীতাদি রচনা ও প্রচার দ্বারা শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে ঐ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এ স্থানে তাহার ২।১টী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। যথা—

ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

মা নটবর বেশে, বৃন্দাবনে এসে,
হলে রাসবিহারী।
ঘন ঘোর হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদুহাস ভুলাও নারী।
তখন বিবসনা কটী, এবে পীতধটী,
এলোচুলে চূড়া বংশীধারী।

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

† কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ শ্রীরামস্তারিণী স্বয়ম্।

করি নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী।
তখন শোণিত সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥
ইত্যাদি।

অপর কেহ গাহিয়াছেন—

দেখ না নিকুঞ্জ বনে
শ্যাম তোমার শ্যামা হলো। ইত্যাদি।

অন্য এক কবি গাহিয়াছেন—

হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
হয়ে বাঁকা দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥

অপর, যেমন কৃষ্ণকে ভগবান্ এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলা হয়, সেইরূপ ভগবতীকেও লক্ষ্য করিয়া শাক্ত ভক্তের উক্তি হইতেছে,—

সচ্চিদানন্দময়ী তারা,
জপ না জপ না ভবদারা, নিরাকারা * * *। ইত্যাদি।

এইরূপে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার মধ্যে নামে ভেদ থাকিলেও যে তত্ত্বগত কোন প্রভেদ নাই, ইহা পুরাণ ও উপর্যুক্ত গীতাবলীতে উত্তমরূপে ব্যক্ত ও প্রচারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদ্দ্বারা বিশেষ কোন সুফল ফলিয়াছে, এমত বোধ হয় না। হয়ত প্রোক্তরূপ উপাস্য দেবতার মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্যভাব (অর্থাৎ যে কালী সেই কৃষ্ণ) কেবল উচ্চ অঙ্গের সাধকদিগের হৃদয়েই স্থান পাইয়া থাকিবে, কেন না সেরূপ না হইলে উভয় দলের সাধারণ লোকের মধ্যে চিরপোষিত পরস্পর বিদ্বেষভাব একাল যাবৎ কেন অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে? দেখা যায়, গোঁড়া বৈষ্ণবেরা কোন শক্তি দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম বা তদীয় প্রসাদ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কোন দ্রব্য "কাটা" বলিলেও তাহা গ্রহণ করে না। ঐরূপ গোঁড়া শাক্তেরাও বৈষ্ণবের উপাস্য প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম বা তন্নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত নহে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা, পুনরায় বলি, সমাজের

পক্ষে কদাচ হিতজনক নহে। ইদানীন্তন সমাজে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাও চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে। এখন আর্য্যশাস্ত্র আর সেরূপ সামান্য সংখ্যক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে এবং হস্ত-লিখিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুথির আকারে আবদ্ধ নাই। অতএব ঈদৃশ অনুকূল সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতার তত্ত্ব লইয়া অনুশীলন করা সামাজিকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং শ্রেয়স্কর হইতে পারে। বিষয়টী অতীব গুরুতর, তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার যোগ্যতা লেখকের নাই; ভরসা কেবল ভগবৎ-প্রসঙ্গ। ইহা যেরূপেই হউক, এবং যতদূর পারা যায়, চর্চ্চা করিলে তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। সে জন্য আমি পাঠকবর্গের নিকট কৃষ্ণের এই অবতার-রহস্যের শাস্ত্রীয় আলোচনা অগ্রেই উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। প্রস্তাবটী কিছু দীর্ঘ হইবে; আশা করি, পাঠকগণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া স্বীয় স্বীয় ধৈর্য্য রক্ষা করত ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।

প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বেই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, ভগবান্ কাহাকে বলে এবং অবতার শব্দের অর্থই বা কি? কেন না এই দুইটী শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে আলোচ্য বিষয়ের অনুধাবন করা সহজ হইতে পারিবে।

(১) [ভগবান্। ভগঃ=ঐশ্বর্য্যং অস্ত্যস্য নিত্যযোগে মতুপ্, মস্য বঃ। অর্থাৎ ভগ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে বতু প্রত্যয়ে ভগবৎ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আর উহার প্রথমার একবচনে ভগবান্ পদ সিদ্ধ হয়।] যদিও এই ভগ শব্দ সাধারণতঃ একমাত্র ঐশ্বর্য্যার্থে প্রযুক্ত হয়, পরন্তু উহা ষড়্বিধ গুণবাচক রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

[ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য (ধর্ম্মস্য) যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥]

বিষ্ণুপুরাণ ৬অঃ ৫।

অতএব [সমষ্টিভাবে উল্লিখিত ষড়্গুণ সম্পন্নকে ভগবান্ পদের বাচ্য বলা হইতে পারে। আবার উপক্ষয়াদি ষড়্দোষ-রাহিত্যবোধককেও ব্যতিরেক মুখে ভগবান্ বলা হয়।] যাহা হউক, এস্থলে এই ভগবান্ শব্দ বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ অর্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে অবিকল প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

অনুবাদ :—

"অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, নিত্য, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অপরূপ, হস্তপদাদি-বিবর্জ্জিত, বিভু, সর্ব্বগত, ভূতসমূহের উৎপত্তিবীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বরূপেই মুনিগণ যাঁহাকে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই পরমব্রহ্ম, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনিই বেদেতে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (৬৬।৬৭।৬৮) পরমেশ্বরের সেই মূর্ত্তিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দই সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক (৬৯)। এইরূপ যথার্থ স্বরূপে সমধিগততত্ত্ব মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদময়। (৭০) হে দ্বিজ! সেই পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর হইলে, তাঁহার পূজার জন্য তাঁহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করা যায়। (৭১) হে মৈত্রেয়, বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকারণের কারণ মহা-বিভূতিশালী সেই পরমব্রহ্মাতেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (৭২) * * * * * এবংবিধ অর্থসম্পন্ন ভগবৎ এই মহান্ শব্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ সেই বাসুদেব ব্যতিরিক্ত অন্য কুত্রাপিও প্রযুক্ত হয় না। (৭৬) সেই পরব্রহ্মেই এই ভগবৎ শব্দ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে, অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয়। (৭৭) ভূতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন, এই জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলা যায়। (৭৮) জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ প্রভৃতি সদ্গুণসমূহই ভগবৎ শব্দের বাচ্য। (৭৯) সমস্ত ভূতগণ সেই পরমাত্মাতে বাস করিতেছে এবং সকলের আত্মস্বরূপ সেই বাসুদেব সমস্ত ভূতেই বাস করিতেছেন।" (৮০)

বঙ্গবাসী-মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ, ৫ম অধ্যায়।

মূল :—

যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥ ৬৬
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ৬৭

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৬৮
তদেব ভগবদ্‌বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥ ৬৯
এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্‌জ্ঞানং পরমং যত্ত্রয়ীময়ম্॥ ৭০
অশব্দগোচরস্যাপি তস্য বৈ ব্রহ্মণো দ্বিজ।
পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ॥ ৭১
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে॥ ৭২

*　　*　　*　　*

এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ॥ ৭৬
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥ ৭৭
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥ ৭৮
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ ৭৯
সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ॥ ৮০

বিষ্ণুপুরাণের উক্তিমত জানা যায় যে, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, বিশুদ্ধ, সর্ব্বকারণের কারণ পরব্রহ্মের মহাবিভূতিসম্পন্ন অবস্থাই সাধারণতঃ ভগবৎ শব্দের প্রতিপাদ্য। শ্রীমদ্ভাগবতকারও এক ব্রহ্মকেই পরমাত্মা এবং ভগবান্ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। *

---

* বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১১
১ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়।

ইহা ব্যতীত পূজনীয় ব্যক্তিকেও ভগবৎ শব্দে বিশেষিত করিবার নিয়ম আছে। যেমন ভগবান্ বেদব্যাস, ভগবান্ বশিষ্ঠ, ভগবান্ সনৎকুমার ইত্যাদি।

(২) অবতার। ব্যাকরণানুসারে অবতার শব্দ এই কয়েক প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে। যথা—

অব পূর্ব্ব তৃ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা অবতার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহার অর্থ অবতরণ, নামা, প্রাদুর্ভাব। আর করণ ও অধিকরণ বাচ্যেও পুংলিঙ্গে সংজ্ঞা বিষয়ে ঘঞ্ প্রত্যয়ে যে অবতার শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ পুষ্করিণী, কূপাদির সিঁড়ি। দেবতাদের অংশোদ্ভবকেও অবতার বলা যায়, তাহার বিগ্রহবাক্য এইরূপ, যথা—অব সর্ব্বতোভাবেন তীর্য্যন্তে অভিভূয়ন্তে শত্রবোঽনেন ইতি বিগ্রহেণ করণে ঘঞ্। * এ বিষয়ে পাণিনি-ব্যাকণের সূত্র এই—

অবে তৃস্ত্রোর্ঘঞ্। ৩।৩।১২০॥ ইহার বৃত্তি যথা - অব উপপদে তরতেস্তৃণাতেশ্চ ধাতোঃ করণাধিকরণয়োঃ সংজ্ঞায়াঞ্চ ঘঞ্ প্রত্যয়ো ভবতি (কাশিকা)।

ঘঞ্ প্রত্যয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্র হইতেছে,—

পুংসি ঘণ্ কারকে চ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, পুংলিঙ্গে ভাববাচ্যে যদিও ঘণ্ (ঘঞ্) প্রত্যয় হয়, কিন্তু কারক বাচ্যেও কখন কখন উহা হইতে পারে। এই সূত্রের উদাহরণমালার মধ্যে কেবল করণ বাচ্যের উদাহরণেই অবতার শব্দ প্রদর্শিত দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, করণ বাচ্যেই অবতার শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে বলিয়া সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণকার পাণিনির অনুসরণে ঐরূপ করিয়াছেন। যাহা হউক, সংক্ষিপ্তসারের মতে অধিকরণ ও করণ ব্যতীত অন্যান্য কারক বাচ্যেও পুংলিঙ্গে ঘঞ্ প্রত্যয় হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে আমাদের কেবল ঘঞ্ প্রত্যয় লইয়া বিচারের কোন ফল নাই। যখন প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক পাণিনি ব্যাকরণে অধিকরণ ও করণ বাচ্যে অব পূর্ব্ব তৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা অবতার শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ার সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ আছে, এদিকে সংক্ষিপ্তসার-

* বিশ্বকোষ, অবতার শব্দ দেখ।

কারেরও ঘণ্ প্রত্যয়ের উদাহরণমালার মধ্যে করণবাচ্যে অবতার শব্দ প্রদর্শিত দেখা যায়, তখন অন্য কোন কারক বাচ্যে নিষ্পন্ন এমত কোথাও অবতার শব্দ প্রযুক্ত থাকিলেও তাহা করণ বা অধিকরণ বাচ্যে সিদ্ধ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে; অতএব আমরা অবতার এই সংজ্ঞাশব্দ পুংলিঙ্গে করণ বাচ্যে নিষ্পন্ন বলিয়া এস্থলে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রস্তাবের অন্য স্থলে অবতার শব্দের অর্থ আরও বিশদীকৃত হইবে।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা ভাল মনে করি। যথা—(১) কৃষ্ণের অবতার-রহস্যের শাস্ত্রীয় ভাগ, (২) ঐতিহাসিক ভাগ, (৩) এবং লীলাভাগ। এস্থলে আমরা কেবল শাস্ত্রীয় ভাগের আলোচনায় অভিনিবেশ করিব।

শাস্ত্রীয় ভাগ।—দেখা যায়, আজ কাল প্রাচীন ও আধুনিক শাস্ত্রোক্ত মৎস্যাদি অমানুষিক আকারের অবতার-প্রসঙ্গ লইয়া বড় একটা কেহ বিতর্ক করেন না। অনেকে উহাতে তাদৃশ আস্থাবান্ না থাকিয়া উহা পৌরাণিক উপকথা বলিয়া উপেক্ষা করেন। নব্যসম্প্রদায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে সুপরিচিত ক্রমবিকাশ কল্পনার (Evolution Theory) রূপক উপন্যাস বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কতকগুলি লোক কোন প্রকার অবতারত্বে, বিশেষতঃ লীলানিরত মনুষ্যাকৃতি অবতারত্বে আদৌ কোনরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। অপর কতকলোক অবতারত্বে সন্দিহান আছেন, অবশিষ্ট লোকেরা উহাতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া চলিয়া থাকেন। যাঁহাদের অবতারে আদৌ বিশ্বাস নাই অথবা যাঁহারা তাহাতে সন্দিহান, তাঁহারা বলেন, যখন ব্রহ্ম পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন (বৈদান্তিকের মতে অখিল ব্রহ্মাণ্ডই তিনি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম), তখন তাঁহার কোন উচ্চ দেশ হইতে নিম্নদেশে অবতরণ অর্থাৎ নামা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহারা আরও বলেন, যখন তাবৎ বিশ্বচরাচর যাঁহার ইচ্ছা মাত্রে সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহার ইঙ্গিতে উহার স্থিতি ও লয় ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে, এমন কি, যাঁহার অজ্ঞাতে জগতের কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্যও নিষ্পন্ন হয়

না, * সেই সর্ব্বশক্তির আধার বিশ্বনিয়ন্তা কি জন্য নানাবিধ অবতার রূপ ধারণ করিবেন? কিংবা যিনি সর্ব্বশক্তিশালী বিশ্বনিয়ন্তা, তাঁহার আবার বিশ্বের কোন স্থানে সামান্য কিছু অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তন্নিবারণ কল্পে গর্ভবাস স্বীকার করত মনুষ্য দেহ ধারণ, এবং মনুষ্যোচিত শিক্ষা ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করা; অপিচ, যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকা যে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। † অতএব বুঝা যায়, ইঁহাদের মতে অন্যান্যের ন্যায় কৃষ্ণের অবতার-রহস্যও কবিকল্পনা-বিজৃম্ভিত। পক্ষান্তরে অন্য এক ভাবুক শ্রেণীর লোকেরা, কৃষ্ণের অবতার-রহস্য যতই অসম্ভব ও অলৌকিক ঘটনাবলীতে বিজড়িত থাকুক না কেন, তৎসমস্তই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইঁহাদের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, ভগবানে যখন সর্ব্ববিধ শক্তির অধিষ্ঠান, যিনি সত্যসঙ্কল্প ও ইচ্ছাময়; অপিচ দয়ার প্রস্রবণ, তাঁহার পক্ষে ত্রিতাপ-প্রপীড়িত জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ জন্য মনুষ্যাকার ধারণ করা কি অসম্ভব হইতে পারে? প্রত্যুত তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণের ও দুষ্কৃত-দিগের দমনের জন্য, তথা ধর্ম্ম-সংস্থাপনের অনুরোধে (যেমন গীতায় উক্ত

---

* কবিপ্রধান পোপ বলিয়াছেন—

"Who sees with equal eye,
as God of all,
A hare perish,
or a Sparrow fall,
Atoms or Systems in to ruin hurled.
And now a bubble burst,
and now a world.

Pope. Epistle 1, line 87.

† কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে একজন বলিয়াছেন—

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
যাহার কটাক্ষে সংঘটিত হয়,
সেই সর্ব্বশক্তিময়।

জীব মধ্যে কর্ম্ম সাধনের তরে, জঠর যাতনা উপভোগ করে, কিরূপে সঙ্গত হয়?

(সোহং গীতা ৭৫পৃঃ দেখ)

হইয়াছে) মৎস্য হইতে ক্রমান্বয়ে মানবরূপ ধারণ পূর্ব্বক কালে কালে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহাতে আবার আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ এই শ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, সৃষ্টির পর হইতে জগতের হিতের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু বহু বার বহু অবতার-দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, এখনও কত বার যে সেরূপ করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা কিঞ্চিদধিক ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে উদিত চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর লোকেরা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঐরূপ অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। যাহা হউক, ইহা সকলেই অবগত যে, হিন্দু সমাজের অনেক লোক শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে যে, এতাদৃশ বিশ্বাসের মূলে কোনরূপ শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না? সম্প্রতি এ স্থলে আমরা কেবল কৃষ্ণের অবতার-রহস্যের শাস্ত্রীয় ভিত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহা সকলেরই বিদিত যে, হিন্দু জাতির অনুষ্ঠেয় যাবতীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের মূল আমাদের প্রাচীন বেদ। * এই বেদ হইতেই তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সঙ্কলিত। মনু বলিয়াছেন, "সংসারে যত প্রকার শাস্ত্র আছে, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তন্ন তন্ন রূপে সে সমুদয় বিচার করিয়া বিদ্বান্ জন শেষে শ্রুতিপ্রমাণক ধর্ম্মকে একমাত্র অবলম্বনীয় বোধে স্বধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ হইয়া থাকে। বেদকে শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলে, সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্র বিচারবুদ্ধির অতীত, শ্রুতি স্মৃতি হইতেই ধর্ম্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে।" †

---

* বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং।—মনু, ২ অধ্যায় ৬।

† সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥৮
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥৯
শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ ॥১০

[মনু, ২য় অধ্যায়।

মনু অন্যত্র ব্যাসের সহিত একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম জ্ঞানের জন্য বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। * মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভের জন্য বেদই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তদনন্তর স্মৃতি প্রমাণ, তাহার পরে লৌকিকাচার প্রমাণ বলিয়া গণ্য। † অতএব জানা যায় যে, মনু ও মহাভারতকারের মতে—বেদ ও স্মৃতির উদিত ধর্ম্মই মনুষ্যের অনুষ্ঠেয় ও শ্রেয়স্কর। পরন্তু, পুরাণ সকলও শাস্ত্র বটে, তবে ধর্ম্ম নির্ণয় বিষয়ে বেদ ও স্মৃতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া অবধারিত, কেন না পুরাণোক্ত কোন ধর্ম্ম যদি স্মৃতি ও বেদের বিরুদ্ধ বা বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। ‡ এক্ষণে আমাদের বিবেচ্যমান কৃষ্ণের অবতারত্ব যখন সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম ও কর্ম্মসংসৃষ্ট, এমন কি, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আচরিত যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম্মের ফল যখন নারায়ণ জ্ঞানে "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্ত" বলা হইয়া থাকে, তখন ঐ অবতারত্ব যে কতদূর বেদাদিশাস্ত্র-সঙ্গত, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রথমতঃ—বেদ। বেদকে ত্রয়ী বলা হয়, কেন না প্রাচীনকালে ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিনই বেদ বলিয়া পরিগণিত ছিল § এবং ইহারাই সাধারণ্যে পাঠ্য ও ধর্ম্ম নির্ণয়ে প্রামাণিকরূপে আদৃত হইয়া আসিয়াছে। অথর্ব্ব নামক ৪র্থ বেদ পূর্ব্বে বেদ বলিয়াই গণ্য ও আদৃত হইত না, ¶ এখনও উহা প্রামাণিক বলিয়া

---

* ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
মনু, ২ অঃ ১৩, ও ব্যাস সংহিতা।

† ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥—অনুশাসন পর্ব্ব।

‡ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র বিদ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥—ব্যাস সংহিতা।

§ স্ত্রিয়ামৃক্ সামযজুষী ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।—অমরকোষ।
ত্রয়ো বেদা ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যাঃ।— কুল্লূক (মনু, ৩য় অঃ ১ শ্লো টীকা)
ঋগ্বেদবিদ্ যজুর্ব্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয়নির্ণয়ে॥—মনু, ১২ অ ১১২।
ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।—মনু, ৩য় অধ্যায়।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারম্ ঋক্ সাম যজুরেব চ।—গীতা।

¶ যেহেতু অথর্ব্ব বেদে ঋগাদি তিন বেদের বিরুদ্ধ মত—যেমন, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার উপদেশ এবং ব্রাত্যের প্রশংসা ইত্যাদি নির্দ্দেশিত আছে।

সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে। কথিত আছে—দ্বাপর যুগে মহর্ষি বেদব্যাস এক বেদকে বিভাগ করিয়াছিলেন।* এদিকে দ্বাপরের অন্তে বৃষ্ণিবংশে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মলাভ করেন।† সুতরাং বেদে কৃষ্ণের অবতার-প্রসঙ্গ না থাকাই সুসম্ভব হইতেছে। দেখা যায়, সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ আঙ্গিরস গোত্রের ঘোর নামা ঋষির শিষ্য ছিলেন।‡ কিন্তু আমাদের কৃষ্ণের গুরু ঘোর-নামা কোন আঙ্গিরস গোত্রের মুনি ছিলেন না।§ বরং, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, গর্গমুনি কর্ত্তৃক উপনীত হইবার পরে কৃষ্ণ ও বলরাম উভয় ভ্রাতা পাঠার্থ অবন্তীপুরনিবাসী সান্দীপনি নামা জনৈক মুনির গৃহে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।¶ তাঁহার নিকট হইতে উঁহারা বিবিধ শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব জানা যায়, ছান্দোগ্যোক্ত দেবকীপুত্র বৃষ্ণিবংশোদ্ভব বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ছান্দোগ্যোক্ত দেবকীসুত কৃষ্ণাখ্য হইলেও বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব

---

* চতুর্দ্ধা যৈঃ কৃতো বেদো দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ। ১০

বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৩ অধ্যায়।

† দ্বাপরান্তে হরের্জ্জন্ম যদোর্বংশে ভবিষ্যতি।২৫

বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ২৩ অধ্যায়।

‡ তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈব দ্বে ঋচৌ ভবতঃ।৬

শাঙ্করভাষ্য—

তদ্ধৈতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরঃ নামতঃ আঙ্গিরসঃ গোত্রতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত্বা উবাচ তদেতত্রয়ং ইত্যাদি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। স চ এতদ্দর্শনং শ্রুত্বা অপিপাস এবান্যাভ্যো বিদ্যাভ্যো বভূব। ইত্যাদি।

§ আঙ্গিরস গোত্রীয় এই ঘোর নামা ঋষি ও তৎপুত্রগণ (কণ্ব, মেধাতিথি প্রভৃতি) ঋগ্বেদের সূক্তপ্রণেতা ছিলেন। বোধ হয় এইজন্য কথিত আছে,—অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।

¶ অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তীপুরবাসিনম্।৩১
যথোপসাদ্য তৌ * দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্।

ভাগবত ১০ স্কন্ধ, ৪৫ অঃ।

---

* (তৌ রামকৃষ্ণৌ—শ্রীধরস্বামী)।

কৃষ্ণ নহেন। যখন স্বয়ং কৃষ্ণই গীতায় "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি" বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তখন ছান্দোগ্যের কৃষ্ণ যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ঐরূপ ঋগ্বেদের শাখাবিশেষ ঐতরেয় আরণ্যকে কৃষ্ণ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, পরন্তু তাঁহার অবতারত্বের কোন পরিচয় উহাতে নাই। অপরঞ্চ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠ প্রপাঠকে ব্রহ্মোপাসনায় বিনিযোজ্য মন্ত্রের মধ্যে উক্ত আছে—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি" * * * * "উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা" ইত্যাদি। মন্ত্রে যে বাসুদেব ও কৃষ্ণ শব্দ প্রযুক্ত আছে, তাহা ব্রহ্মবাচী ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রতীতি হয়, বৈদিক ঋষিবিশেষের নাম যেরূপ নারায়ণ ও নরনারায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি কৃষ্ণ ও বাসুদেব নামের একাধিক ঋষি ছিলেন এবং তাঁহাদিগেরই উল্লেখ বেদে আছে, নতুবা বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব কৃষ্ণের কোন নির্দ্দেশ বেদে থাকা সম্ভব হয় না। ঐরূপ দেবকী নামে একাধিক নারী থাকাও অসম্ভব নহে। দেখা যায়, ক্রোষ্টুর দুই ভার্য্যার নাম গান্ধারী ও মাদ্রী ছিল।* ইহারা অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডুর পত্নী হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। অপর দেখা যায়, বাদরায়ণ বেদব্যাস তদীয় ব্রহ্মসূত্রের কোথাও কৃষ্ণাবতারের কোন উল্লেখ করেন নাই, তদীয় ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর ক্ষণিকবাদী, শূন্যবাদী ও ভাগবতগণের † মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন এবং মহাভারতকে স্মৃতি বলিয়াও স্থানে স্থানে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে কৃষ্ণের অবতারত্বের কোন কথাই নির্দ্দেশ করেন নাই। পক্ষান্তরে দেখা যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের আধুনিক টীকাকার পণ্ডিত-প্রবর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তদীয় টীকায় ‡ পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য ও অথর্ব্ব বেদের গোপালতাপনী নাম্নী § একখানি আধুনিক উপনিষদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণের অবতারত্বের বৈদিকতার পরিচয় কষ্ট কল্পনায় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা

* হরিবংশ ৩৪ অঃ।

† এই ভাগবতগণের বিবরণ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশে কিছু বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইবে।

‡ শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ২৮শ শ্লোকের টীকা দেখ।

§ মুক্তিকা উপনিষদে ১০৮ সংখ্যক উপনিষদের এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ তালিকার ৯৫ সংখ্যায় গোপালতাপনীর নাম উল্লিখিত আছে। ইহাতেই উহার অত্যন্ত আধুনিকতা সূচিত হইতেছে।

করিয়াছেন।) পরন্তু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী ও জীব গোস্বামী সেরূপ প্রয়াস পান নাই, কেন না উক্ত উপনিষদ্ কৃষ্ণলীলার রূপকে সংরচিত, সুতরাং তাহা কদাচ বেদমূলক নহে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। ইহাতে এই প্রতীত হয় যে, উপর্য্যুক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ছান্দোগ্য প্রমাণ বা অথর্ব্ব বেদের তথা কথিত গোপালতাপনী উপনিষদ্‌কে প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, নতুবা কৃষ্ণের অবতারত্ব বিষয়ে তাদৃশ কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রকৃত বৈদিক প্রমাণ থাকিলে তাহা উদ্ধৃত করিতে ক্রুটী করিতেন না। একাবস্থা আমরা (কৃষ্ণের অবতারত্বে কোন বিশ্বাসযোগ্য বৈদিক প্রমাণের অভাবে উহা অবৈদিক অর্থাৎ বেদসম্মত নহে,) ইহা অগত্যা অবধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

(দ্বিতীয়তঃ—স্মৃতি। মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি নামে কথিত। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেদের পরে স্মৃতিই ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।) মনু বলেন, মনুষ্য শ্রুতি (বেদ) ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ করে। * স্মৃতিনিচয়ের মধ্যে মনুর স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য এবং উহাতে বেদোক্ত ধর্ম্ম অধিকতম সঙ্কলিত হইয়াছে। † (এই মনুসংহিতায় বৈদিক ধর্ম্ম অনুপালন ও বৈদিক দেবতাদিগের অর্চ্চনা বিষয়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণের ভজনাদির কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা ইদানীং পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও কৃষ্ণ প্রসঙ্গের উল্লেখ জানা যায় না।) অপর, যে যে ধর্ম্মশাস্ত্র যে যে যুগের জন্য বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ‡ তাহাদের মধ্যে দ্বাপর যুগের নির্দ্দিষ্ট গৌতমপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে কিংবা পরাশরপ্রণীত কলির নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রেও কৃষ্ণাবতারের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। (কাহার কাহার মতে কৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তে এবং কলি প্রবর্ত্তিত হইলে আবির্ভূত

---

* মনু ২য় অধ্যায় ৯ শ্লোক।

† মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজানাম্। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ।
বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্। বৃহস্পতি।

‡ কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥
পরাশরস্মৃতি ১ অ, ২৩

হইয়াছিলেন, ইহা হইলে উক্ত উভয় যুগের অথবা অন্যতর যুগের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃষ্ণের কথা উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু, তাহা ত কই দেখা যায় না।) আশ্চর্য্যের বিষয়, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি বেদ বিভাগ করণানন্তর মহাভারত ও পুরাণ (কাহার কাহার মতে একখানি, অপরাপরের মতে তিনখানি মহাপুরাণ) রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃষ্ণের অবতারত্বের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণ নামেরই কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অন্যতম প্রাচীন ধর্ম্মপ্রয়োজক ঋষি অত্রি স্বীয় সংহিতায় পুরাণ এবং ভাগবতমতের লোক সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ। যথা—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥

অর্থাৎ যাহারা বেদবিহীন তাহারা শাস্ত্র (ধর্ম্মশাস্ত্র) পাঠ করে, যাহারা ঐ শাস্ত্র না পড়ে তাহারা পুরাণ পাঠ করে, আর যাহারা পুরাণ পাঠেও বঞ্চিত হয় তাহারা কৃষিকর্ম্ম করে, তৎপরে ইহারা আচারভ্রষ্ট হইয়া ভাগবত দলভুক্ত হয়। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ দ্বারা আমাদের আলোচ্যমান যে বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণের অবতারত্ব, তাহা সিদ্ধ হয় না।

(তৃতীয়তঃ—মহাভারত। অতঃপর আমরা মহাভারতকে স্মৃতির পরে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণরূপে গ্রহণ করত শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব আলোচনা করিতেছি।)

মহাভারতের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য উহা পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রমাণবিষয়ে যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেদের পরে স্মৃতি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্মৃতির পরে মহাভারত প্রমাণরূপে অবলম্বনীয়। যদিও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, ইতিহাস ও পুরাণ সকল পঞ্চম বেদ, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলেও পুরাণের সহিত ইহার সমতুল হইতে পারে না। লেখকের বিবেচনায় মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হইলে পুরাণ সকলকে বরং ষষ্ঠ বেদ বলা সঙ্গত হইলেও হইতে পারে। যখন শঙ্কর প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যেরা মহাভারতকে বিশেষতঃ উহার গীতাংশকে স্মৃতিরূপে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন ভারতের বহু স্থলে যখন মন্বাদির স্মৃতিবচন অবিকল উদ্ধৃত

দেখা যায়, ঐরূপ উহাতে যখন বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কীর্ত্তিত, তখন প্রমাণ বিষয়ে স্মৃতির পরেই যে মহাভারতের স্থল হওয়া উচিত, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনার সুবিধার জন্য সুবৃহৎ মহাভারতকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা—প্রথম মূলাংশ, দ্বিতীয় গীতাংশ, তৃতীয় খিল-হরিবংশ (যাহাকে মহাভারতের পরিশিষ্টও বলে)। এই তিন অংশেই কৃষ্ণের কথা পরস্পর কিছু বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কোন্ অংশ যে বিশেষ প্রামাণিক তাহা বিবেচ্য বিষয়। ইহা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে মুলের অভাব পূরণার্থ নূতন নূতন বিষয় সঙ্কলিত হইয়া সংযোজিত হইয়া থাকে। মহাভারতের পরিশিষ্টেও যে সেইরূপ হইয়াছে, তাহা অনুমেয়। সে জন্য হরিবংশ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন এবং সম্ভবতঃ মূল গ্রন্থকার ছাড়া অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। অতএব উহা প্রমাণ বিষয়ে মহাভারতীয় অপর অংশ হইতে লঘুতর বলিয়া অবশ্য গণ্য করিতে হইবে। অপর, গীতাংশকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন, তৎপ্রতি তাঁহারা এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, মহাভারত হইতে গীতাংশ উঠাইয়া লইলে উহার ঐতিহাসিক অংশের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনানী অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বিষয়ক সর্ব্ব-উপনিষদ্ সম্মত প্রগাঢ় উপদেশাবলী প্রদান করাও সঙ্গত হয় না। পরন্তু যখন মহাভারতের অন্যান্য অংশে গীতার ভাষা ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, অধিকন্তু যখন মহাভারতের মধ্যেই গীতার বারংবার নির্দ্দেশ আছে (References) * তখন উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে না করাই সুসঙ্গত। যাহা হউক, মহাভারতের মূলাংশে উপরি-উক্ত উভয় প্রকারের সংশয় বা দোষ নাই; সুতরাং উহা প্রমাণ বিষয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা এস্থলে মহাভারতের

---

* ১। পর্ব্ব সংগ্রহে ভীষ্মপর্ব্বের চুম্বক বিবরণ মধ্যে।
২। আদিপর্ব্বান্তর্গত অনুক্রমণিকা পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে।
৩। শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষপর্ব্ব, ৩৪৬ অঃ।
৪। আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীতা পর্ব্ব।

উক্ত তিন অংশেরই প্রমাণ পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শন করত নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিব। পাঠকবর্গের মধ্যে যিনি যেরূপ মূল্যে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন করিবেন।

প্রথমতঃ মূল মহাভারত।

মহাভারতের আদি পর্ব্বান্তর্গত, (৬৭ অ) সম্ভব পর্ব্বে দেবতাদিগের মনুষ্য-লোকে অংশাবতরণ বর্ণনায় বৈশম্পায়নের উক্তিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। যথা—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥ ১৫১
শেষস্যাংশশ্চ নাগস্য বলদেবো মহাবলঃ।
সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্॥ ১৫২
এবমন্যে মনুষ্যেন্দ্রা বহবোঽংশা দিবৌকসাম্।
জজ্ঞিরে বসুদেবস্য কুলে কুলবিবর্দ্ধনাঃ॥ ১৫৩

অর্থাৎ "যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তাঁহার অংশে মর্ত্তলোকে প্রতাপ-বান্ বাসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাবল বলদেব শেষ নাগের অংশে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! মহৌজা প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশে জন্মিয়া-ছিলেন। এইরূপে বসুদেব-বংশে অন্যান্য দেবগণের অংশে বংশবর্দ্ধন বহু নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২৮০ অধ্যায়ের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য ও দানবরাজ বৃত্রের উৎকৃষ্ট গতি লাভ প্রসঙ্গে পিতামহ ভীষ্মকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে যথাতথ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

অয়ং স ভগবান্ দেবঃ পিতামহ জনার্দ্দনঃ।
সনৎকুমারো বৃত্রায় যত্তদাখ্যাতবান্ পুরা॥

ভীষ্ম উবাচ—

মূলস্থায়ী মহাদেবো ভগবান্ স্বেন তেজসা।
তৎস্থঃ সৃজতি তান্ ভাবান্নানারূপান্ মহামনাঃ॥ ৬১

তুরীয়ার্দ্ধেন তস্যেমং বিদ্ধি কেশবমচ্যুতম্।
তুরীয়ার্দ্ধেন লোকাংস্ত্রীন্ ভাবয়ত্যেব বুদ্ধিমান্॥ ৬২ ইত্যাদি।

ইহার বঙ্গানুবাদ (প্রতাপচন্দ্র রায়ের কৃত),—"যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্ নারায়ণ? ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! সেই সর্ব্বাশ্রয় চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজোবলে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।* কল্পান্তকালে বিরাট্ পুরুষেরও নাশ হয়। কিন্তু কেবল ভগবান্ ঐ সময়ে সলিল-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়-সময়ে লোক সমুদয় বিনষ্ট হইলে এই অনাদিনিধন বিষ্ণু পুনর্ব্বার জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদয় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

মূলের যেরূপ অনুবাদ দেওয়া হইল, তাহা দ্বারা মহাভারতকর্ত্তার অভিপ্রায় যে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, এমত মনে হয় না। সেজন্য এস্থলে নীলকণ্ঠের টীকা উদ্ধৃত ও তদবলম্বনে যথাসাধ্য অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

টীকা—

অয়ং স ইতি পুরোবর্ত্তিনম্ কৃষ্ণমঙ্গুল্যা নির্দ্দিশতি। শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ইত্যর্থঃ। ৬০

রাজবন্মূর্ত্তিমাংস্তটস্থ ঈশ্বর ইতি যুধিষ্ঠিরস্য ভ্রমো মা ভূদিতি ভীষ্ম উবাচ মূলেতি। মূলমধিষ্ঠানং তদ্বন্নির্বিকারেণ রূপেণ তিষ্ঠতীতি মূলস্থায়ী যোঽধিষ্ঠান-চিদ্রূপঃ স মহাদেবো মহান্ চিদাত্মা মায়ানিষ্কৃষ্টো ভূস্থানীয়ঃ প্রথমঃ। স এব মায়াশবলো ভগবান্ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যবান্ কারণাত্মা ভবতি বীজস্থানীয়শ্চিদচিদ্‌ভয়াত্মা দ্বিতীয়ঃ। সোঽপি স্বেন স্বকীয়েন তেজসোপলক্ষিতস্তৈজসাখ্যকার্য্য-

---

* এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশ স্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।"—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

"সেই মূলাধিষ্ঠানে অবস্থিত চিন্ময় পুরুষের অষ্টমাংশে এই মূর্ত্তিমান্ মাধব উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা জ্ঞান কর।" ইত্যাদি—

বর্দ্ধমানরাজের অনুদিত মহাভারত শান্তিপর্ব্বের ২৭৯ অধ্যায়ের ১৭২ পৃঃ।

ব্রহ্মতাং প্রাপ্তস্তৃতীয়ো বৃক্ষস্থানীয়ো ভবতি। তৎস্থস্তস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডরূপে কার্য্যে তিষ্ঠন্নয়ং শ্রীকৃষ্ণোঽনেকবীজগর্ভফলস্থানীয়শ্চতুর্থঃ। তান্ ভাবান্ কার্য্যকারণরূপান্ বৃক্ষবীজাভান্ সৃজতি। মহামনাঃ মহৎ পরিচ্ছেদাভিমানশূন্যং সত্য-সংকল্পাদিগুণকং মনো যস্য স তথা। ৬১

অস্য রূপমাহ তুরীয়েতি। তস্য মূলস্থায়িনশ্চিন্মাত্রস্য তুরীয়ার্দ্ধেনাষ্টমাংশেন নিষ্পন্নমিমং মূর্ত্তিমন্তং কেশবং বিদ্ধি। অচ্যুতমিতি মূর্ত্তিমত এব যাবদবিদ্যং নিত্যত্বমুক্তম্। তথাহি মূলস্থায়ি পূর্ণচৈতন্যং ভগবতি মায়াংশস্য সম[illegible]প্রাধান্যা-দর্দ্ধম্। তৈজসে ত্বাবিদ্যকে সমষ্টিকার্য্যে বীজাংশস্যৈব সত্ত্বাত্তুরীয়াংশশ্চৈতন্য-স্যাস্তি। ব্যষ্টিকার্য্যে তু পরিচ্ছিন্নদেহাদ্যভেদাভিমানাদষ্টমাংশশ্চৈতন্যস্যাস্তি। তদিদমুক্তং তুরীয়ার্দ্ধেন তস্যেমং বিদ্ধীতি। নন্বেবমস্মদাদিতুল্য এবায়মিতি তমুদ্দিশ্যায়ং স ভগবানিতি যুধিষ্ঠিরোক্তিরযুক্তা, উপাধ্যংশাবিবক্ষায়াং ত্বস্মাক-মপি তথাত্বমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ তুরীয়ার্দ্ধেনেতি। পূর্ব্বোক্তরীত্যা কৃষ্ণে পক্কফলাভে ঈশনাদিস্রষ্টৃত্বমুক্তম্, অপক্কফলাভেষস্মাসু ত্বনীশত্বং স্ফুটমিতি ন তেন সহাস্মাকং সাম্যপ্রসঙ্গঃ। ৬২

(নীলকণ্ঠের টীকানুযায়ী অনুবাদ করিতে গেলে সংক্ষেপে এইরূপ হয়, যথা—নির্ব্বিকার মায়াবিহীন মহান্ অধিষ্ঠান পূর্ণ চৈতন্য প্রথম বা ভূস্থানীয়, তিনি মায়াশবল অর্থাৎ মায়ারঞ্জিত হইয়া ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) কারণাত্মা ২য় বা বীজস্থানীয় চিদচিৎ উভয়াত্মক হন। ইনিই আবার স্বীয় তেজে কার্য্যব্রহ্মের অবস্থা লাভ করিলে তখন তৈজসাখ্য হয়েন। ইঁহাকে তৃতীয় বা বৃক্ষস্থানীয় বলা যায়। আর যখন তিনি কার্য্যব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়া অনেক বীজগর্ভ-পক্কফল স্বরূপ অবস্থাপন্ন হন, তখন তাঁহাকে চতুর্থ স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ বলা যায়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বীজরূপী কারণাত্মা ভগবানের এক অষ্টম (⅛) চৈতন্যাংশে নিষ্পন্ন স্থিরীকৃত হয়। কেন না সদসদাত্মক ভগবানের মায়া সংশ্লিষ্ট সমষ্টি-কার্য্যে অর্দ্ধেক অংশ বাদ দিলে অর্দ্ধেক চৈতন্যাংশ থাকে, তাহার অর্দ্ধেক চৈতন্যাংশ তৈজসাত্মক হিরণ্যগর্ভে বাদ গেলে এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে, তদর্দ্ধেক শ্রীকৃষ্ণের দেহাদির অভেদ অভিমান বশতঃ অবশিষ্ট মূল চৈতন্যের অষ্টমাংশ সিদ্ধ হয়।)

নীলকণ্ঠ মূলের অচ্যুত এই বিশেষণের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কৃষ্ণের

উপাধি বা মূর্ত্তি সত্ত্বেও যতদিন তিনি আবিদ্যক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, ততদিন তাঁহার নিত্যতা, সুতরাং তিনি অচ্যুত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যদি বল, উপাধি অংশে কৃষ্ণের সহিত অস্মদাদির তুল্যতার আশঙ্কা হইতে পারে, তদুত্তরে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, ফলাংশের পক্কতা নিবন্ধন কৃষ্ণে ঈশনাদি স্রষ্টৃত্ব কথিত, আর অস্মদাদির অপক্ক-ফল-স্থানীয়তা হেতু সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বহীনতা বর্ত্তিয়া থাকে, অতএব তাঁহার সহিত আমাদের তুলনা হইতেই পারে না। *

দেখা গেল, কৃষ্ণ মহাভারতের মূলাংশে অর্থাৎ সম্ভবপর্ব্বের উক্তি অনুসারে দেবদেব নারায়ণের অংশে মনুষ্যলোকে বাসুদেবরূপে অবতরণ করিয়াছিলেন, আর শান্তিপর্ব্বে ঐ অংশ যে কত তাহাও সুব্যক্ত আছে, অর্থাৎ কৃষ্ণ মূল

* নীলকণ্ঠের টীকার বিষয়টী সুখবোধের জন্য এখানে একটী প্রতিকৃতিও প্রদর্শিত হইতেছে।
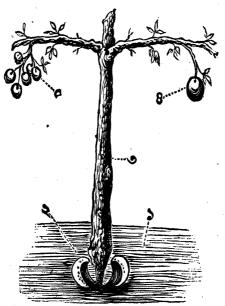
১ মায়া নিষ্কৃষ্ট মহান্ চিদাত্মা ভুস্থানীয় অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য।

২ চিদচিদুভয়াত্মা মায়া-শবল ভগবান্ কারণাত্মা বীজস্থানীয়।

৩ তৈজসাত্মা কার্য্যব্রহ্ম—বৃক্ষস্থানীয়।

৪ শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মাণ্ডরূপকার্য্যে অবস্থিত অনেকবীজগর্ভ-পক্কফল স্থানীয়।

৫ অস্মদাদি জীব—অপক্ক-বীজ-ফল স্থানীয়।

চৈতন্যের ৳ অংশ। ইহা হইলে কৃষ্ণে অস্মদাদি জীব অপেক্ষা চৈতন্যাংশ অনেক অধিক, ইহাই ব্যক্ত হয়। সুতরাং জীব ও কৃষ্ণে ইহাই বিশেষত্ব, নতুবা উভয়ের উপাধিতে যে অত্যন্ত পার্থক্য ছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় না।

অপরঞ্চ, মহাভারতের মৌষল-পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ব্যাপার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও কোন অলৌকিকত্ব জানা যায় না। বরং ইহাই স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মৃত্যুকালে প্রথমে কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও বাক্যমন সংনিরুদ্ধ করিয়া মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করেন। *

অতঃপর আমরা মহাভারতের গীতাংশ (যাহা ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্ভূত ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় নামে বিদিত) আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, (গীতায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,) আমিও এস্থলে সেইরূপ করিলাম। পরন্তু ঐ ভগবান্ শব্দ প্রকৃতিতঃ কিরূপ অর্থব্যঞ্জক হওয়া উচিত, তাহা পাঠকদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর রহিল।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার কৃষ্ণমুখে এইরূপ বলাইয়াছেন, যথা—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬

অত্র শাঙ্করভাষ্য—

অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সংস্তথাব্যয়াত্মা অক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্ তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ঈশ্বর ঈশনশীলোঽপি সন্ প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ।৬

শ্রীধরস্বামীর টীকা—

অজোঽপি * * * * ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য তব

---

* স সংনিরুদ্ধেন্দ্রিয়গ্রামবাঙ্মনাস্তু শিষ্যে মহাযোগমুপেত্য কৃষ্ণঃ। ২১
(আশ্বাসয়ংস্তং মহাত্মা) তদানীং গচ্ছন্নূর্দ্ধং রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা। ২৩, ৪র্থ অ।

কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধো- র্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।৬

নীলকণ্ঠের টীকা—

* * * অহন্তু স্বাং প্রত্যগনন্যাং প্রকৃতিং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবেত্যর্থঃ, তদেবাধিষ্ঠায় ন তূপাদানান্তরম্, আত্মমায়য়া ভবামি, যথা কশ্চিন্মায়াবী স্বয়ং স্বস্থানাদপ্রচ্যুত-স্বভাবোঽপ্যদৃশ্যো ভূত্বা স্থূলসূক্ষ্মভূতান্যনুপাদায়ৈব কেবলয়া মায়য়া দ্বিতীয়ং মায়া-বিনং স্বসদৃশমেব সূত্রমার্গেণ গগনমারোহন্তং সৃজতি, এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রো গ্রাহ্যঃ স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং সৃজামি, তস্য বাল্যাদ্যবস্থাশ্চ সূত্রারোহণবদ্ দর্শয়ামি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ, লৌকিকমায়াবী মায়ামুপসংহরন্ দ্বিতীয়ং মায়া-বিনমপ্যুপসংহরতি, অহন্তু তামনুপসংহরন্ স্ববিগ্রহমপি নোপসংহরামীতি।

ভীষ্মপর্ব্বীয় ভগবদ্গীতা পর্ব্ব, ২৮ অঃ, ৬ শ্লোকের টীকা।

শঙ্করের ভাষ্যানুসারে উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদ, যথা—

আমি জন্মরহিত অবিনশ্বর এবং সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অর্থাৎ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া দেহবানের ন্যায় মায়া দ্বারা দেহ ধারণ বা জন্ম গ্রহণ করি। বস্তুতঃ ইহা সাধারণ লোকের মত নহে।

স্বামীর টীকাংশের অনুবাদ—

যদি বল ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহশূন্যের আবার জন্ম কিরূপে হয়? সে জন্য বলা হইয়াছে যে, স্বকীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া অতি উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তি সৃজন দ্বারা আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হই।

অপর, বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ ভগবদ্দেহের উপাদান নিরূপণার্থ বহু পূর্ব্বপক্ষ তুলিয়া তাহাদের খণ্ডন পূর্ব্বক—যেমন—উহা অবিদ্যা নহে, কেননা পরমেশ্বরে তাহার অভাব, চিন্মাত্রও নহে, কেননা চিতের সাকারত্বের অসম্ভাবনা (চিতঃ সাকারত্বাযোগাৎ) ইত্যাদি,—পরিশেষে ভগবানের মুখে এইরূপ বলাইয়া-ছেন যে, আমি স্বকীয় অনন্যা প্রকৃতি, অন্য কথায় প্রত্যক্ চৈতন্যমাত্রকে অব-লম্বন করিয়া স্বকীয় মায়া দ্বারা নিজদেহ সৃষ্টি করি। মূলের মায়া শব্দের অর্থ বিশদ করিবার জন্য এস্থলে যে উপমাটী দিয়াছেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে টিপ্পনীতে দেওয়া গেল। *

---

* যেমন কোন মায়াবীকে স্বস্থান ত্যাগ না করিয়াও অদৃশ্য হইয়া কোন স্থূল সূক্ষ্ম

জানা যায়, (শ্রীকৃষ্ণের দেহের উপাদান লইয়া শঙ্করের সহিত শ্রীধরের ও নীলকণ্ঠের পরস্পর মতদ্বৈধ হইতেছে। শঙ্কর ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অবলম্বনে কৃষ্ণদেহের রচনার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, স্বামী প্রকৃতির সত্ত্বগুণ এবং নীলকণ্ঠ প্রত্যক্ চৈতন্য কৃষ্ণদেহের উপাদান বলিয়া যথাক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন। পরন্তু মূলে কেবল স্বকীয়া প্রকৃতির কথাই উল্লিখিত আছে।)

দেখা যায়, গীতায় অন্যত্র ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিকে ভগবানের একতরা বা অপরা প্রকৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে * এবং ৯ অঃ ৮ শ্লোকে "প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানেও প্রকৃতি হইতে ভূতগ্রাম সৃষ্টির প্রসঙ্গ আছে। নীলকণ্ঠ উহার অর্থে "এবমবিদ্যালক্ষণাং স্বাং প্রকৃতিং" এবং অন্যে কেবল প্রকৃতিই বলিয়াছেন; সুতরাং উভয়ত্র মূলে ভগবান্ যে স্বীয়া প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ অপরা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে। তাহা হইলে কৃষ্ণের দেহোপাদান লইয়া মহাভারতের অন্যান্য স্থলের উক্তির সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। আচার্য্য শঙ্কর কৃষ্ণদেহের উপাদান বিষ্ণুর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াও কৃষ্ণকে যেন দেহবানের ন্যায়, যেন ঐন্দ্রজালিক দেহবান্ অর্থাৎ সত্য সত্য তাঁহার যেন মনুষ্যদেহ নহে, ইহাই বুঝিতে বলিয়াছেন। এ দিকে শ্রীধর স্বামী প্রকৃতির কেবল শুদ্ধ সত্ত্ব অংশ শ্রীকৃষ্ণদেহের উপকরণ রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

উপাদান ব্যতীত কেবল মায়া দ্বারা আপনার স্বরূপ দ্বিতীয় একটী মায়াবী সৃজন করত সূত্র ধারণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে উঠিতে দেখা যায়, সেইরূপ কূটস্থ চিন্ময় আমি (কৃষ্ণ) স্বীয় মায়া দ্বারা নিজ চিন্ময় দেহ সৃজন করি এবং উহার বাল্যাদি অবস্থা দ্বিতীয় মায়াবীর সূত্রারোহণ তুল্য দেখাই। তবে এই মাত্র বিশেষ যে, লৌকিক মায়াবী স্বকীয় মায়া (ইন্দ্রজাল) উপসংহার-কালে দ্বিতীয় মায়াবীকে উপসংহার করে, পরন্তু আমি নিজ বিগ্রহকে সেরূপ উপসংহার করি না।

নীলকণ্ঠের এই মায়ার দৃষ্টান্তটী আপাতদৃষ্টিতে বেশ দার্ষ্টান্তের সুসদৃশ হইয়াছে মনে হইতে পারে, বস্তুতঃ তাহা নহে, কেননা তাঁহার দৃষ্টান্তের দেহ এস্থলে উপাদানবিহীন মায়াবি-রচিত, আর দার্ষ্টান্তের অর্থাৎ কৃষ্ণের দেহ প্রাকৃতিক এবং তাহা শবরূপে পরিণত হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্যে সিদ্ধ হয়।

* ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪

বোধ হয়, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যখন ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির শুদ্ধসত্ত্ব (কোন মতে মায়া) নিত্য সঙ্গী ("মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"). এবং যখন কৃষ্ণ সেই বিষ্ণুরই অংশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন তাঁহার দেহও অবশ্য ঐ শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বারাই রচিত হইয়া থাকিবে। অপর, শ্রীধর এ স্থলে মূলের আত্মমায়ার অর্থ ভগবানের স্বেচ্ছা বলিয়াছেন। ইহা শঙ্করের অর্থ হইতে কিছু বিশদ ও সঙ্গত বোধ হয়, কেননা শঙ্কর ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতি উপাদান লইয়া এবং আবার সেই মায়া দ্বারাই ভগবানের দেহ গঠনের কথা বুঝিতে বলিয়াছেন। আর শ্রীধর সেরূপ না বলিয়া প্রকৃতির শুদ্ধ সত্ত্ব বা মায়া উপকরণে স্বীয় মায়া অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাশক্তি দ্বারা কৃষ্ণের "বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি" রচিত হওয়ার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এ দিকে নীলকণ্ঠ আবার কৃষ্ণদেহ এককালে চৈতন্য দ্বারা গঠিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া উহা বিষ্ণুর প্রত্যক্ চৈতন্যাংশে সংরচিত, ইহা স্থির করিয়াছেন, উহাকেই তিনি অনন্যা প্রকৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করেন। এক্ষণে দেখা গেল, উপরি-উক্ত ভাষ্য ও টীকাকারগণ কৃষ্ণের দেহোপাদান বর্ণনায় ঠিক একমত হইতে পারেন নাই, যেহেতু উহাঁরা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতের ধারণা লইয়া তদনুকূলে মূলের অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। যদি মায়াকে এক পক্ষে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং অন্যপক্ষে বিষ্ণুর কল্পনা বা জ্ঞানশক্তি (মায়া জ্ঞানং সংকল্পো বা "মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চেতি" নিঘণ্টু কোষঃ—গীতার বলদেব ও নিম্বার্ক টীকাধৃত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণের দেহ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুর কল্পনায় অপরা-প্রকৃতি হইতেই নির্ম্মিত হওয়ায় যে কোন প্রকার অসম্ভাবনা হয়, তাহা কিরূপে মনে করিব? বস্তুগত্যা শুদ্ধ বা বিশুদ্ধসত্ত্বের তাৎপর্য্য রজস্তমের অনভিভূত সত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান বলিয়া ধরিলে বিভিন্নবাদীর মত সমঞ্জস এবং মূলের অর্থও বিশদ হয়। *

তর্কানুরোধে স্বামীর অর্থ স্বীকার করিয়া প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্ব অংশ দ্বারা যদি কৃষ্ণদেহ সৃষ্ট বল, তবে তাহা আবার কিরূপে অপ্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে? যখন শাস্ত্রান্তরে এবং গীতার অন্য স্থলে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে,—

---

* সচিত্র শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ ২৩ শ্লোকের অন্বয় ও ব্যাখ্যায় শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার ভাগবদ্ভূষণ—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং" পদের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—বিশুদ্ধং (রজোস্তমোভ্যামনভিভূতং) সত্ত্বং (সত্ত্বপ্রধানং)।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্। ১৪ অ, ৫।

অর্থাৎ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই তিন গুণ, ইহারা অব্যয় দেহীকে বন্ধন করে; তখন প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধ সত্ত্ব উপাদানেও যদি কৃষ্ণদেহ রচিত হয়, তাহা হইলেও উহা যে প্রাকৃত হইবে না, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

যাহা হউক, (এস্থলে কৃষ্ণের দেহ কেহ কেহ প্রত্যক্ চিন্ময় ও শুদ্ধসত্ত্বময় অবধারণ করিয়া থাকিলেও যখন গীতার অন্যস্থলে কৃষ্ণ নিজ মুখেই স্বকীয় মনুষ্যদেহ ধারণের কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন উহা যে প্রাকৃত, তাহা উপলব্ধি হয়।) ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯ অ, ১১।

অর্থাৎ "ভূতসমূহের মহেশ্বর (আমি) মানব দেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে মানুষ বোধে অবজ্ঞা করে।"

এদিকে অর্জ্জুনও (গীতার ১১শ অঃ) কৃষ্ণের মানুষরূপের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন (দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন)। অর্জ্জুন তখন অস্মদাদির ন্যায় ভ্রান্তদৃষ্টি ছিলেন না, প্রত্যুত দিব্যচক্ষুষ্মান্ই ছিলেন। কৃষ্ণ-দেহে পরম মহেশ্বরভাবের অস্তিত্বও তাঁহার অবিদিত ছিল না। অতএব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ের উক্তি দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে, কৃষ্ণ মানব-দেহই ধারণ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত মহাভারত-রচয়িতার অপরাপর উক্তি দ্বারাও সমর্থিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। মহাভারতের মৌষল পর্ব্বে বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণন ব্যপদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ "নিয়মিত মৃত্যুর অধীন হইতে অভিলাষী হইয়া বাঙ্মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রামের সন্নিরোধরূপ মহাযোগ অবলম্বন করত শয়ান ছিলেন।" ইত্যবসরে জরা নামক ব্যাধ মাধবকে মৃগবোধে শরাঘাত করিয়াছিল। পরে তিনি দেহত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে স্বর্গসমীপ হইয়া "স্বীয় ধামে প্রস্থিত হন।" ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলরামও ঐরূপ যোগনিমগ্নাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন মৃত যদুবংশীয়গণের উদকক্রিয়াদি সমাপন করিয়া অনুসন্ধান দ্বারা অন্যান্যের সহিত বলদেব ও কৃষ্ণের শরীরদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিয়া-

ছিলেন। * কৃষ্ণের (বলরামেরও) দেহ পাঞ্চভৌতিক বলিয়াই উহা দগ্ধ ও ভস্মে পরিণত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার পরেও যদি বল, গীতায় ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার আংশিক অনুবর্ত্তক টীকাকার নীলকণ্ঠ কৃষ্ণের মায়া-নির্ম্মিত কপট দেহ অর্থাৎ মানুষের মত বলিয়াছেন। অন্য পক্ষে প্রখ্যাত টীকাকার শ্রীধরস্বামী কৃষ্ণদেহ প্রকৃতির শুদ্ধসত্ত্ব উপাদানে গঠিত † নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ যখন গ্রন্থকার ঋষির অভিপ্রায় মূল ভারত ও গীতা হইতেই স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতে পারে, তখন নিজের অভিপ্রায়ানুরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া কেহ যদি মূলের প্রকৃত অর্থ ঠিক প্রকাশ না করেন, তাহা অবশ্য সুধীগণের নিকট অশ্রদ্ধেয় বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

কৃষ্ণের অবতার-রহস্য অন্যরূপে গীতা আলোচনা দ্বারা আরও কিছু জানা যাইতে পারে কি না, তাহা একবার দেখা যাউক।

সকলেই অবগত আছেন, ভগবদ্গীতার অনেক স্থলে কৃষ্ণের যোগশক্তি ও যোগৈশ্বর্য্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ পূর্ব্বাবধি যোগবিদ্যায় সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই সূচিত হয়। তদন্যথা গীতাকার সঞ্জয়, অর্জ্জুন

---

* ততঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
অন্বিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ॥ ৩১
স তেষাং বিধিবৎ কৃত্বা প্রেতকার্য্যাণি পাণ্ডবঃ।
সপ্তমে দিবসে প্রায়াদ্রথমারুহ্য সত্বরঃ॥ ৩১

(৭ অধ্যায়)

† এই শুদ্ধসত্ত্বকে কোন কোন অর্ব্বাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সৎ বা সন্ধিনীর সারাংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে, যথা—

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম।—আদিলীলা, ৩য় পঃ।

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের যে সৎস্বরূপ তাহার সারাংশকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে। যাহাতে বিশ্রাম করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ প্রকাশিত হন। ইহাতে বুঝিতে হয়, কৃষ্ণের দেহোপাদানে প্রকৃতি বা মায়ার কোন অংশ বা গন্ধ নাই, তবে আছে কি? না, সৎস্বরূপ অর্থাৎ সন্ধিনীর সারাংশ! ইহা অবশ্য প্রামাণিক-শাস্ত্র ও পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অভিমত-বিরুদ্ধ কথা।

এবং স্বয়ং কৃষ্ণের মুখে কৃষ্ণকে যোগী ও যোগেশ্বর বলিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিতেন না। * কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কৃষ্ণ যখন কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব লইয়া কৌরব রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে একাকী পাইয়া বল পূর্ব্বক নিগ্রহ-ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ করিয়াছিল। পরন্তু কৃষ্ণ তাহা অবগত হইয়া অট্টহাস্য করত দুর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে তাৎকালিক দিব্য চক্ষুঃ দিয়া বিশ্বরূপ দেখাইয়া তিনি যে একাকী নহেন, তাহা উপস্থিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন। † পরে সেই বিশ্বরূপ সংহার করিয়া তিনি তথা হইতে

---

* সঞ্জয়।— যোগং যোগেশ্বরাৎ (১) কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌॥ ১৮ অঃ ৭৫॥
যত্র যোগেশ্বরঃ (২) কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। ঐ, ৭৮।
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌॥ ঐ ১১।৯

অর্জ্জুন।— কথং বিদ্যামহং যোগিং (৩) ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌। ১০।১৭
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্‌। ১১।৪
বিস্তরেণাত্মনো যোগং (৪) বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন। ১৩।১৮

কৃষ্ণ।— দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ (৫)॥ ৮
ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ (৬)। ১১।৪৭

† একোঽহমিতি যন্মোহান্মন্যসে মাং সুযোধন।
পরিভূয় সুদুর্ব্বুদ্ধে গ্রহীতুং মাং চিকীর্ষসি॥ ২
ইহৈব পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে তথৈবান্ধকবৃষ্ণয়ঃ।
ইহাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সহর্ষিভিঃ॥ ৩ ইত্যাদি ইত্যাদি।

(উদ্যোগপর্ব্ব, ১৩০-৩১ অঃ।

---

১ যোগানামীশ্বরো যোগেশ্বরঃ। (আনন্দগিরি কৃত টীকা)
২ যোগেশ্বরঃ সর্ব্বযোগানামীশ্বরঃ। (শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য)
৩ যোগো নামৈশ্বর্য্যং তদস্যাস্তীতি যোগী তস্য সম্বুদ্ধৌ হে যোগিন্‌।—গিরিকৃত টীকা।
৪ যোগং যোগৈশ্বর্য্যং শক্তিবিশেষং।—শাঙ্করভাষ্য।
৫ যোগমৈশ্বরম্‌ ঈশ্বরস্য মমৈশ্বরং যোগং যোগশক্ত্যাতিশয়মিত্যর্থঃ।—শাঙ্করভাষ্য।
৬ আত্মযোগাৎ—আত্মনো মম যোগাৎ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ।—শ্রীধর স্বামী।

ঋষিগণের অনুজ্ঞাক্রমে চলিয়া আসেন। শাস্ত্রে যে অষ্টবিধ যোগসিদ্ধির প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে, প্রতীতি হয়, কৃষ্ণ তাহার অন্যতম (মহিমা) যোগবলেই ঐরূপ বিশ্বরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালেও তিনি প্রিয়তম শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ (বিরাট্ ও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি) দেখাইতে এবং অপূর্ব্ব তাত্ত্বিক উপদেশ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও ঐরূপ যোগবলেই। গীতার ভাষ্য ও টীকাকারগণ (শঙ্কর, আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামী) কেহই প্রোক্তরূপ "মহিমা" শক্তির উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা যে "যোগী" "যোগেশ্বর" "যোগৈশ্বর্য্য" শব্দকে বিশেষ শক্তিশালিত্ব-বোধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কিরূপে তাঁহাকে যোগশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি-বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করিবেন? কাজেই তাঁহারা মূলের স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুকূল অর্থ ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, প্রবন্ধলেখকের ধারণা, কৃষ্ণ অসাধারণ যোগশক্তিশালী মনুষ্য ছিলেন। পাঠকবর্গ এরূপ মনে করিবেন না যে, ইহা তাহার স্বকপোল-কল্পিত অপসিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ এরূপ সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্ট প্রমাণই স্বয়ং কৃষ্ণের উক্তি। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীতা পর্ব্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনে যাহা উক্ত হইয়াছিল, তাহা এই—

অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মধুসূদন! যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও অবলোকন করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্ব নিবন্ধন আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনরায় আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর। অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি তোমার নিকট ধর্ম্ম ও নিত্য লোক সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি যে বুদ্ধি পূর্ব্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদয় এক্ষণে আর স্মৃতিপথে উদয় হইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতি নির্ব্বোধ ও

শ্রদ্ধাশূন্য, অতএব আমি কোন ক্রমেই তোমায় তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। সেই ধর্ম্মোপদেশ প্রভাবে ব্রহ্মপদ অবগত হইতে পারা যায়, এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারিব না। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। যাহা হউক এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি।"

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদ।

মূল—

বিদিতং মে মহাবাহো সংগ্রামে সমুপস্থিতে।
মাহাত্ম্যং দেবকীমাতস্তচ্চ তে রূপমৈশ্বরম্ ॥৫
যত্তদ্ ভগবতা প্রোক্তং পুরা কেশব সৌহৃদাৎ।
তৎ সর্ব্বং পুরুষব্যাঘ্র! নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসঃ ॥ ৬
মম কৌতূহলং ত্বস্তি তেষ্বর্থেষু পুনঃ পুনঃ।
ভবাংস্তু দ্বারকাং গন্তা নচিরাদিব মাধব ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ—

এবমুক্তস্তু তং কৃষ্ণঃ ফাল্গুনং প্রত্যভাষত।
পরিষ্বজ্য মহাতেজা বচনং বদতাং বরঃ ॥ ৮

বাসুদেব উবাচ—

শ্রাবিতস্ত্বং ময়া গুহ্যং জ্ঞাপিতশ্চ সনাতনম্।
ধর্ম্মং স্বরূপিণং পার্থ! সর্ব্বলোকাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥৯
অবুদ্ধ্যা নাগ্রহীর্যত্ত্বং তন্মে সুমহদপ্রিয়ম্।
ন চ সাদ্য পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতির্মে সংভবিষ্যতি ॥ ১
নূনমশ্রদ্দধানোঽসি দুর্ম্মেধা হ্যসি পাণ্ডব।
ন চ শক্যং পুনর্বক্তুমশেষেণ ধনঞ্জয় ॥ ১১
স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।
ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ ॥১২
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।
ইতিহাসং তু বক্ষ্যামি তস্মিন্নর্থে পুরাতনম্ ॥১৩

অশ্বমেধ পর্ব্বের অন্তর্গত অনুগীতা পর্ব্ব, ১৬ অধ্যায়।

অতএব পূর্ব্বে (গীতোক্তিতে) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার কালে ব্রহ্মে তন্ময়ত্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পরমেশ্বর বা পরমাত্মা রূপে জানিবার কথা যে বলিয়াছিলেন, তাহা যোগাবস্থায়, সহজাবস্থায় নহে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতেছে না। যোগের অবস্থায় সাধকের যে ঐরূপ আবেশভাব উদিত হইয়া থাকে, তাহারও স্পষ্ট নির্দ্দেশ শাস্ত্রের অনেক স্থলেই ব্যক্ত রহিয়াছে, নিদর্শন স্বরূপ তাহার ২।১টা এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ।

ব্রহ্মসূত্র, ১ অধ্যায়, ১ পা, ৩০ সূত্র।

ইহার শাঙ্কর ভাষ্যের মূলাংশ এই—

ইন্দ্রো নাম দেবতাত্মানং স্বমাত্মানং পরমাত্মত্বেনাহমেব পরং ব্রহ্মেত্যার্ষেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্নুপদিশতি স্ম, মামেব বিজানীহীতি। যথা তদ্বৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহম্ মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদ্বৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধ্যত স এব তদভবদিতি শ্রুতেঃ।

অর্থাৎ "ইন্দ্র দেবতা আপন আত্মার পরমতত্ত্ব (আপনার পরমাত্মতা) সাক্ষাৎকার করতঃ "আমিই পরমাত্মা ব্রহ্ম" এইরূপ নির্ম্মল আর্ষবিজ্ঞানে ঐরূপ বলিয়াছিলেন। যেমন বামদেব ঋষি পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার পর আমিই মনু, আমিই সূর্য্য, এইরূপ বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ। দেবতায় ও আত্মায় অভেদ জ্ঞান জন্মিলে দেবভাব জন্মে, ভেদবুদ্ধি থাকে না। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন, যথা—যে যখন যে দেবতায় প্রবুদ্ধ হয়, অর্থাৎ আত্ম-অভেদ সাক্ষাৎকার করে, সে তখন তদ্রূপ বা তৎস্বরূপ হয়।"

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের অনুবাদ।

"পাঠকবৃন্দ! যোগাবস্থায় আত্মায় ঈশ্বরানুভূতি হওয়া যে সম্ভব, তদ্বিষয়ে আরও একটী শাস্ত্রীয় উদাহরণ এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। তাহার কারণ এই, বিষয়টী অত্যন্ত দুরূহ ও গুরুতর, অনেকের মনে কৃষ্ণ পূর্ণমাত্রায় সগুণব্রহ্ম ভাবে সুদৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া আছে, সুতরাং সেই সংস্কারের প্রতিকূলে কোন নূতন কথার স্থান পাওয়া তত সহজ না হইতে পারে। সে উদাহরণটী এই—"

বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ, ২০শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।—

"হে দ্বিজ! বিষ্ণুকে এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে

নিতান্ত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া (প্রহ্লাদ) আপনাকে অচ্যুত মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতে পারেন নাই এবং আমিই অব্যয়, অনন্ত, পরমাত্মা, এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।"

(বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

মূল :—

এবং সংচিন্তয়ন্ বিষ্ণুমভেদেনাত্মনো দ্বিজ।
তন্ময়ত্বমবাপ্নোৎ তন্মেনে চাত্মানমচ্যুতম্॥ ১
বিসস্মার তথাত্মানং নান্যৎ কিঞ্চিদজানত।
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ পরমাত্মেত্যচিন্তয়ৎ॥ ২

ভগবান্ কৃষ্ণও অর্জ্জুনের নিকট ঐরূপ আপনাতে ব্রহ্মভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন ; যেমন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ১০ অ ২০।

অপিচ, অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ। ঐ, ৩৩।

অপর, উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫ অঃ, ১৭।
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ॥
ততোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ঐ, ১৮।

অতএব উপরি-উক্ত প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ইন্দ্র দেবতা, বামদেব ঋষি তথা বিষ্ণুর পরম ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও যোগাবস্থায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকেই পরমেশ্বর বা পুরুষোত্তম বলিয়া মনে মনে ভাবনা করিয়াছিলেন এবং তদবস্থাতেই অর্জ্জুনকে গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। নতুবা তিনি যে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ং তাহাই ছিলেন, ইহা উপপন্ন হয় না। কেননা যিনি চিন্ময়, অনন্ত, অরূপ ও অব্যয়, তাঁহার রূপ কল্পনা বিড়ম্বনা বা কবিকল্পনা মাত্র। *

* সোঽহং স্বামী গীতার কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে যেরূপ স্বীয় মত সরল পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। পরন্তু তাঁহারা যেন এরূপ মনে না করেন যে, এই স্বামীর সহিত লেখকের সর্ব্ববিষয়ে ঐকমত্য আছে।—

এ বিষয় এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক আলোচনায় আরও স্পষ্টীকৃত হইবে। ইহার পর আমরা মহাভারতের খিল হরিবংশীয় প্রমাণের কথা উল্লেখ করিব।

মহাভারতের মূল ও গীতাংশের প্রমাণ আলোচনার পরে হরিবংশীয় প্রমাণ আহরণ নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে। তাহার কারণ এই, উক্ত ভারতের অংশদ্বয় রচিত ও প্রকাশিত হইবার অনেক কাল অতীত হইলে পুরাণের অনুকরণে হরিবংশ রচিত ও প্রকাশিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে কোথাও রাধার নামগন্ধও উল্লিখিত হয় নাই, অথচ কৃষ্ণের অলৌকিক বহু লীলাপ্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। উহার একটী স্থলমাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলে আমার মন্তব্য সমর্থিত হইতে পারে। তদ্‌যথা— "ইন্দ্র দেবলোকে গমন করিলে পর গোবর্দ্ধনধারী শ্রীমান্ কৃষ্ণ ব্রজে উপস্থিত হইলেন। * * * তিনি সেই রজনী যোগে করীষপূর্ণ ব্রজপথে দর্পিত বৃষ ও

শ্রীকৃষ্ণের ঈশরূপ গীতায় বর্ণিত, রয়েছিল দিব্যচক্ষে পার্থ দরশন।
বিশ্বরূপ অনাত্মজ্ঞ কবির কল্পিত, করে সত্যজ্ঞান যত অনভিজ্ঞ জন॥
বহুনেত্র বাহু উরু পদ সমন্বিত, বহু বক্তু বহু তীক্ষ্ণ করাল দশন।
মাল্য আভরণ যত গাত্রানুলেপিত, সহস্র সূর্য্যের আভা জিনিয়া বরণ॥
যিনি গদা চক্র আদি আয়ুধে সজ্জিত, উজ্জ্বল কিরীট যার শিরের ভূষণ।
স্থাবর জঙ্গম সহ বিশ্ব যাতে স্থিত, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেব ঋষি নাগগণ॥
বিকট বদন যার রয়েছে ব্যাদিত, অভ্যন্তরে জীবগণ করিছে প্রবেশ।
করাল দশনে শির হতেছে চূর্ণিত, দেখে তাঁরে ভীত লোক ভীত গুড়াকেশ॥
কৃষ্ণ হ'তে দিব্য নেত্র লভি ধনঞ্জয়, ক'রেছিল হেন ঈশরূপ দরশন।
অপরের জড়নেত্র গ্রাহ্য ইহা নয়, লোকত্রয় প্রব্যথিত কিসের কারণ॥
হস্ত পদ শিরোদর করিলে দর্শন, কেমনে আদ্যন্ত মধ্য নেত্র গ্রাহ্য নয়?
রূপ সীমাবদ্ধ, নহে অনন্ত কখন, ব্যাপ্তিতে স্বরূপচ্যুত সত্তাহীন হয়॥
জগত হইতে ভিন্ন এইরূপ হয়, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত নহে কদাচন।
দেখেছিল আত্মেতর রূপে ধনঞ্জয়, যক্ষ রক্ষ রুদ্র বসু ঋষি দেবগণ॥
যদি উহা জড়রূপ অতীন্দ্রিয় নয়, দিব্যচক্ষু প্রদানের কিবা প্রয়োজন?
চিন্ময়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজ্জা নাহি হয়, নাহি দেখে দ্বৈতবোধে ইন্দ্রিয় বা মন॥
মনোময় মূর্ত্তি ইহা করিলে স্বীকার, দেখেছিল রথে বসি কৌন্তেয় স্বপন।
কিম্বা কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল করিয়া বিস্তার, করেছিল অভিভূত অর্জ্জুনের মন। ইত্যাদি।

(সোহহংগীতা, সোহহংস্বামী প্রণীত, ভক্তি পরিচ্ছেদ ২৯০।৯১ পৃঃ)।

বলবান্ গোপগণের পরস্পর যুদ্ধ যোজনা করিয়া দিলেন, স্বয়ং নক্রাদি গ্রাহের ন্যায় ধেনুগণকে ধারণ করিতে লাগিলেন। আপনার কিশোরাবস্থা সমুত্তীর্ণ হইয়াছে বিবেচনায় সেই রজনীযোগে যুবতী গোপকন্যাদিগকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি-রক্ষণীয় গোপাঙ্গনাগণ ভূতলগত চন্দ্রের ন্যায় নিমেষশূন্য নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।" * * * * "গোপকামিনীগণ তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্য দর্শনে তাঁহাকে দামোদর বলিয়া আহ্বান এবং পীনস্তন সমাযুক্ত বক্ষঃস্থলে তাঁহাকে কাতর করত তাঁহার প্রতি ঘূর্ণিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণ নিবারণ করিতে লাগিল, তথাপি তাহারা রজনী যোগে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া বাসনায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল, তাহারা মণ্ডলাকারে তাঁহাকে কখন মধ্যে কখন পার্শ্বে লইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।" ৬৭ অধ্যায়—

ইহাতে মনে হয়, হরিবংশ শ্রীমদ্ভাগবতের কিছু অগ্র পশ্চাৎ রচিত হইয়া থাকিবে, তখন কৃষ্ণ একাই সামাজিকদিগের নিকট অবতার ও উপাস্য-রূপে বিদিত হইয়া থাকিবেন। হরিবংশের অন্য স্থলে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণু পৃথিবীতে গমন করিলে অর্থাৎ কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে এবং অন্যান্য দেবতারা নিজ নিজ অংশে ঐরূপ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলে" *—ইত্যাদি। ইহা দ্বারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এইরূপ বোধ হয়, যেন বিষ্ণু স্বয়ংই ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরন্তু ঐ স্থলে বিষ্ণুর অংশই বোধ্য। অনুবাদকেরা তাহা ঠিক প্রকাশ না করিয়া মূলের অবিকল বাচ্যার্থই প্রকাশ করিয়াছেন। † সেরূপ হইলে ইহা পূর্ব্বোক্ত মূল মহাভারত ও গীতাংশের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহার রচয়িতাও মহর্ষি বেদব্যাস হইতে কোন এক ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। এতাবতা হরিবংশীয় প্রমাণ মহাভারতীয় প্রমাণরূপে এস্থলে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে নিরস্ত হইলাম।

---

* জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং ক্ষিতিগতং ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্।

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ১৫৬ অঃ

† বাবু চন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি।

অনন্তর আমরা কৃষ্ণের অবতার-রহস্য আলোচনায় পৌরাণিক প্রমাণ আহরণের চেষ্টা করিব।

আমাদের পুরাণ বহুসংখ্যক, তন্মধ্যে কতকগুলি পুরাণে কৃষ্ণের অবতারত্ব বর্ণিত আছে, যেমন বিষ্ণু, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত, গরুড়, স্কন্দ, কূর্ম্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ইত্যাদি। এই পুরাণ সকলের আদিমত্ব ও প্রচারের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। পরন্তু আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত পুরাণ সমস্ত যেরূপ বর্ত্তমান আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই এস্থলে অবলম্বন করিতে বাধ্য। পুরাণের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন, ও অপর কতকগুলি অপ্রাচীন বলিয়া গৃহীত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাহুল্যভয়ে কেবল সুপ্রাচীন, প্রামাণিক এবং বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত বিষ্ণু-পুরাণ এবং অপ্রাচীন শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এই পুরাণদ্বয় প্রমাণরূপে অবলম্বন করা যাইবে।

(১) বিষ্ণুপুরাণ।

এই পুরাণের মতে বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম, বিভু এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদি-কারণ। তিনি স্বীয় যোগমায়ার সাহায্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদি ত্রিবিধ ব্যাপার নিষ্পাদন করেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি একাই নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া পশ্চাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া স্বীয় প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে পৃথক্‌রূপে অবলম্বন করত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন বিভিন্ন কার্য্য যেন লিপ্তের ন্যায় সম্পাদন করেন। এ জন্য এই পুরাণ অদ্বয় ব্রহ্মকে বিষ্ণু, বিরিঞ্চি ও হর এই তিন বিভিন্ন সংজ্ঞায় নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিষ্ণুকে হরি, নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে। ইনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পালয়িতা এবং ইহা হইতেই যুগে যুগে আবশ্যক অনুসারে অবতার সকল উৎপন্ন বা আবির্ভূত হইয়া বিশিষ্ট কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করণানন্তর পুনরায় উঁহাতেই লীন বা তিরোহিত হইয়া থাকেন।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ভগবান্ বিষ্ণু হইতে কিরূপে এবং কি নিমিত্ত উদ্ভূত বা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এই পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।—

দুর্দ্দান্ত দৈত্য কালনেমি পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে পরজন্মে মর্ত্তে

উগ্রসেনের পুত্র কংসরূপে জন্মগ্রহণ করত প্রজাদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকে। এজন্য পৃথিবী ভারগ্রস্তা হইয়া দেবগণের নিকট অনুযোগ করিলে দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার দুঃখের কথা জ্ঞাপন করেন, তদনন্তর ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ ক্ষীর সমুদ্রের তটে উপস্থিত হইয়া বিশ্বরূপধর ভগবানের স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করেন, যথা—

"ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন, এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে; এবং দেবগণ আপনাপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন ও উন্মত্ত মহা অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুন। তাহাতে পৃথিবীতে সেই অশেষ দৈত্যসমূহ আমার দৃষ্টিপাত মাত্র বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার সন্দেহ নাই। সুরগণ! বসুদেবের দেবতা সদৃশী দেবকী নামে যে পত্নী আছেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভে আমার এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে, এবং এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমি অসুরকে বিনাশ করিবে, ইহা বলিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর শ্বেত চুলগাছি যোগনিদ্রাকে গোকুলস্থিত বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করার আদেশ করেন।" ইত্যাদি।

মূল।—পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥ ৫৯
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥ ৬০
সুরাশ্চ সকলাঃ স্বাংশৈরবতীর্য্য মহীতলে।
কুর্ব্বন্তু যুদ্ধমুন্মত্তৈঃ পূর্ব্বোৎপন্নৈর্ম্মহাসুরৈঃ॥ ৬১
ততঃ ক্ষয়মশেষাস্তে দৈতেয়া ধরণীতলে।
প্রযাস্যন্তি ন সন্দেহো মদ্দৃক্পাত-বিচূর্ণিতাঃ॥ ৬২
বসুদেবস্য' যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যায়মষ্টমো গর্ভো মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ॥ ৬৩

অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিং সমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে হরিঃ॥ ৩৪

বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ১ম অ।

উপরি উক্ত বর্ণনা দ্বারা সহসা প্রতীত হইতে পারে যে, বিষ্ণুর ২ গাছি কেশ মাত্রই বলরাম ও কৃষ্ণরূপে পরিণত বা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পরন্তু অব্যক্ত-মূর্ত্তি হস্ত-পদাদি-পরিশূন্য বিষ্ণুর কি মাথা ও মাথার চুল থাকা সম্ভব হইতে পারে? বস্তুতঃ ইহা পুরাণকারের রূপক বর্ণনা ভিন্ন আর কিছু মনে হইতে পারে না। তাদৃশী উক্তির তাৎপর্য্য এই, যিনি সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু, তাঁহার ২ গাছি চুল বলিলে তাঁহার অতীব ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র বুঝিতে হইবে। বিষ্ণু-পুরাণের অন্যত্র এইরূপ অর্থই প্রকটিত দেখা যায়। যথা—পরাশর বলিতে-ছেন,—"হে দ্বিজ! বিষ্ণুর অংশ পৃথিবীতে আগমন করিলে আকাশে গ্রহগণ সম্যক্ রূপে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ঋতু সকল মঙ্গলরূপ ধারণ করিল। *

অন্যত্র উক্ত আছে—

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! যদুকুলে উৎপন্ন এই যে বিষ্ণুর অংশাবতার, ইহার বিষয় আমি বিস্তার রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে মুনে ভগবান্ পুরুষোত্তম অংশ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। †

অন্যত্র কংস বলিয়াছিল, * * * সেই নন্দ-গোকুলে আমাকে বিনা

---

* যোগনিদ্রা যশোদায়াস্তস্মিন্নেব ততো দিনে।
সম্ভূতা জঠরে তদ্বদ্ যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা॥ ৩
ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজ।
বিষ্ণোরংশে ভুবং যাতে ঋতবশ্চাভবন্ শুভাঃ॥ ৪
বিষ্ণু, ৫ অং, ২ অধ্যায়।

† অংশাবতারো ব্রহ্মর্ষে যোঽয়ং যদুকুলোদ্ভবঃ।
বিষ্ণোস্তং বিস্তরেণাহং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ॥ ২
চকার যানি কর্ম্মাণি ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অংশাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং তত্র তানি মুনে বদ॥ ৩ ঐ ১ অধ্যায়।

করিবার জন্য বিষ্ণুর অংশে সমুৎপন্ন দুষ্ট বসুদেবসুতদ্বয় (কৃষ্ণ ও বলরাম) বৃদ্ধি পাইতেছে। *

ইহা অনল্প বিস্ময়ের বিষয় যে, বিষ্ণু-পুরাণকার বেদব্যাস স্বীয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অংশাবতার, কোথাও আবার পূর্ণাবতার বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন—বিষ্ণু যোগনিদ্রাকে নিজ কেশ দেবকীর ও রোহিণীর গর্ভে স্থাপনের নিদেশ কালে বলিতেছেন—"তৎপরে আমি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিব, তুমিও কালবিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে গমন করিও। বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে নিশীথ সময়ে আমি জন্ম গ্রহণ করিব। † ইত্যাদি।

পাঠকগণ! দেখা গেল, এই পুরাণকার ব্যাস অন্যের মুখে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকে অংশাবতার বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার ভগবান্ বিষ্ণুর মুখে স্বয়ং বা পূর্ণাবতার বলিয়াও বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী বিষ্ণুর চুল হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি বা অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভূভার হরণাদি মহৎ কার্য্য সাধন পক্ষে "আমার" কেশ মাত্রই যথেষ্ট হইতে পারে। পরন্তু এতদ্দ্বারা কেশমাত্রকে অবতার মনে করা হইবে না; কেননা "আমার দৃষ্টিপাতে সকল বিচূর্ণিত হইবে" এবং "আমি কৃষ্ণাষ্টমীরাত্রে জন্মিব" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিজেই অবতীর্ণ হওয়ার প্রসক্তি জানা যাইতেছে। যিনি অজর অমর, তাঁহার অর্দ্ধ-বৃদ্ধত্বের পরিচায়ক শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশ সম্ভব না হওয়ায় উহা শোভার্থে ধারণ বুঝিতে হইবে। ‡ অতএব শ্রীধরের এই ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ অংশ কি পূর্ণরূপে

---

* বসুদেবসুতৌ তত্র বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবৌ।
নাশায় কিল সম্ভূতৌ মম দুষ্টৌ প্রবর্দ্ধতঃ॥—ঐ ৫ অংশ, ১৫ অধ্যায়।

† ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে।
গর্ভে ত্বয়া যশোদায়া গন্তব্যমবিলম্বিতম্॥ ৭৫
প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥ ৭৬ ৫ অংশ, ১ অঃ

‡ "ভূভারহরণাদৌ মহত্যপি কার্য্যে মৎকেশমাত্রস্তৈব সমর্থত্বাদিতি। ন তু কেশমাত্রাবতার ইতি মন্তব্যম্, মদ্দৃক্পাতবিচূর্ণিতা ইতি কৃষ্ণাষ্টম্যামহমুৎপৎস্যামীত্যাদিষু সাক্ষাৎ স্বাবতারত্বোক্তেঃ। সিতকৃষ্ণকেশধারণঞ্চ শোভার্থমেব শ্রীবৎসরোমবৎ, ন ত্বজরামরস্যার্দ্ধপলিতত্বং সম্ভবতি।

অবতীর্ণ তাহা ঠিক বুঝা যায় না, তবে যেন তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণের দিকে প্রকাশ পায়। যাহা হউক, পুরাণ-কারের অংশ ও পূর্ণ অবতারত্বের উক্তির সামঞ্জস্য দুরূহ, কেননা উহাতে—স্ববচোবিরুদ্ধ-দোষ ঘটিয়া পড়ে। তবে শাস্ত্র মীমাংসায় উপচার ও আরোপ, এই দুইটী উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই স্থলেও সেই উপায় অবলম্বন করিলে অংশে পূর্ণের আরোপ করা অথবা অংশকে উপচার ক্রমে পূর্ণ বলা হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইবে না; বরং ইহা হইলে গ্রন্থকারের স্ববচোবিরুদ্ধতারূপ গুরুতর দোষের পরিহার হইবে; পক্ষান্তরে, অসম্ভব যে বিষ্ণুর পূর্ণভাবে মনুষ্যাকারে অবতীর্ণ হওয়া, তাহাও সম্ভব বলিয়া কাহাকে মনে করিতে হইবে না।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বা তিরোভাব সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

ঐ পুরাণ এক স্থলে বলিতেছেন;—কেশব দারুককে বলিলেন, যদুকুলের ক্ষয় এবং বলভদ্রের নির্ব্বাণ হইল, এক্ষণে আমিও যোগে থাকিয়া এই কলেবর ত্যাগ করিব। *

তদনন্তর, "এদিকে ভগবান্ গোবিন্দও সর্ব্বভূতে অবস্থিত বাসুদেবাত্মক পরমব্রহ্মকে স্বীয় আত্মাতে সম্যক্ আরোপণ পূর্ব্বক দ্বিজগণের ও দুর্ব্বাসার বাক্য সম্মান করিয়া জানুর উপরে পদ বিন্যাস করতঃ যোগযুক্ত হইলেন। † এই সময়ে জরা নামক এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইয়া মৃগ ভ্রমে শর দ্বারা কৃষ্ণের পদ বিদ্ধ করিল; পরক্ষণে নিকটস্থ হইয়া যখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল, তখন সে তজ্জন্য কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্বর্গে গমন করে।"

---

* নির্ব্বাণং বলভদ্রস্য যাদবানাং তথা ক্ষয়ম্।
যোগে স্থিত্বাহহমপ্যেতৎ পরিত্যক্ষ্যে কলেবরম্॥ ৫৩
৫ অংশ, ৩৭ অধ্যায়।

† ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকং পরম্।
ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্ব্বভূতেষ্বধারয়ৎ॥ ৬০
সংমানয়ন্ দ্বিজবচো দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ।
যোগযুক্তোহভবৎ পাদং কৃত্বা জানুনি সত্তমঃ। ৬১

* * * * *

ইহার পর-কৃষ্ণ স্বীয় আত্মা ব্রহ্মভূত, অব্যয়, অচিন্ত্য, বাসুদেবময়, অমল, অজন্ম, অজর, অমর, অপ্রমেয়, অখিল-আত্মাতে সংযোজিত করিয়া ত্রিবিধা গতি অতিক্রম করিয়া মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। *

---

* গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে। ৬৮
অজন্মন্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্। ৬৯
বিষ্ণু, ৫ অংশ, ৩৭ অধ্যায়।

মূলে "ত্রিবিধাং গতিম্" নির্দ্দেশ আছে, ইহার টীকায় শ্রীধর স্বামী "ত্রিগুণাত্মিকাম্" এই প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুবাদে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি উহার "ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতি" এই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা মূলের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য্য বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শেষ শ্লোকের শেষ চরণের অন্বয় করিলে এইরূপ হয়, যথা—

"ত্রিবিধাং গতিম্ অতীত্য মানুষং দেহং তত্যাজ।" ইহার অর্থ—তিন প্রকার গতি বা পথ অতিক্রম করিয়া মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব টীকা অথবা অনুবাদে গতির কোন অর্থই স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই। জানা যাইতেছে, শাস্ত্রে জীবের ত্রিবিধ গতির কথা উল্লেখ আছে। এজন্য জীবকে ত্রিবর্ত্মা (ত্রীণি বর্ত্মানি যস্য) বলা হইয়াছে। যথা—

স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ।—শ্বেতাশ্বতর। তত্র ভাষ্য—"ত্রয়ো দেবযানাদয়ো মার্গভেদা অস্যেতি ত্রিবর্ত্মা।"

তাৎপর্য্য এই, জ্ঞানী দেবযান, কর্ম্মী পিতৃযান এবং ভ্রষ্টাচারী উভয়াপেক্ষা নিকৃষ্ট তৃতীয় গতি লাভ করে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রেও ত্রিবিধ গতির কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥ ১২অ, ৪০

ভগবদ্গীতায় (৮ অ) (দেব ও পিতৃ) ২টী যানের কথা উল্লিখিত থাকিলেও নিষিদ্ধ কর্ম্মী-দিগের জন্য তৃতীয় বা অধম গতির কথা উহার অন্যত্র ইঙ্গিতে বলা আছে। *

ব্রহ্মসূত্রের ৪ অ, ৩ পা, ১ম সূত্রের টীকায়ও তিন প্রকার গতির উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে দেব-যান বা অর্চ্চিরাদিমার্গ অবলম্বনে জীবের ক্রম-মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট জ্ঞানী ও যোগিগণ পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার গতিই অতিক্রম করিয়া সদ্যোমুক্তি অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করেন। যখন উদ্ধৃত প্রমাণ সকল স্পষ্ট বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্তাবস্থায় গতিত্রয় অতিক্রম করিয়া মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি জ্ঞানী, তথা যোগসিদ্ধের গম্য যে স্থান সেই কৈবল্যই লাভ

---

* ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮ । ১৪ অঃ

অতঃপর আমরা অনতি প্রাচীন অথচ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতীব আদরণীয় সুপরিচিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীমদ্ভাগবত।—

প্রথমেই বলা উচিত যে, ভাগবত পুরাণ বলিলে শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবী-ভাগবত উভয়কেই বুঝাইতে পারে। এদিকে বিষ্ণুপুরাণাদি প্রোক্ত ১৮শ পুরাণের তালিকায় একখানি ভাগবতের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। আর কূর্ম্মপুরাণোক্ত উপপুরাণের তালিকায় (১ অঃ ১৭-২০ শ্লোক) মধ্যে ভাগবতের নাম আদৌ উল্লিখিত নাই। ইহাতে বুঝিতে হয় যাহা ভাগবত, তাহা একখানি এবং তাহা প্রাচীন ও মহাপুরাণ শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এ দিকে দেখা যায়, হেমাদ্রি স্বীয় গ্রন্থে কূর্ম্ম-পুরাণের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে "ভার্গব" স্থলে ভাগবত এই পাঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে বিচার্য্য এই, কূর্ম্মের তালিকা ঠিক হইলে ভাগবত নামে কোন উপপুরাণের অস্তিত্ব থাকে না। আর হেমাদ্রির পাঠ প্রকৃত হইলে ভাগবত নামে একখানি উপপুরাণের বিদ্যমানতা স্থির করিতে হয় এবং এতৎসঙ্গে "ভার্গব" পুরাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। যাহা হউক, হেমাদ্রি প্রভৃতি শাস্ত্রবিদ্‌গণ যখন বলেন—

ইদং যৎ কালিকাখ্যন্তু মূলং ভাগবতন্তু তৎ।

করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতীত হয়। * অথচ এ দিকে কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁহার স্বর্গে যাওয়ার প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরাণেই অন্যত্র ব্যক্ত দেখা যায়। পুরাণান্তরের শ্লোকে অর্থাৎ মূলে "ত্রৈদশীং গতিং" এই পাঠ দৃষ্ট হয়, পরন্তু দেবতাদের আবাস সে অনিত্য স্বর্গ, তথায় কৃষ্ণ গমন করেন নাই। যে স্বর্গে গমন করিলে আর ফিরিতে হয় না, তিনি সেই নিত্য ধামেই গিয়াছিলেন। বোধ হয়, বেদ সেই স্বর্গের কথাই এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

অর্থাৎ ব্রহ্মের একপদ সকল ভূতের আবাস স্থান, অপর ত্রিপাদ নিত্যদ্যোতনাত্মক লোকে অবস্থিত। অতএব পুরাণকার ও অনুবাদকেরা যাহাকে স্বর্গ বলিয়া এস্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিব্য স্থান অর্থাৎ কৈবল্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে।

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য ধৃত শ্রুতি।

সিদ্ধে যোগে ত্যজন্ দেহমমৃতত্বায় কল্পতে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২০৩।

অর্থাৎ যাহাতে কালিকামাহাত্ম্য কীর্ত্তিত তাহাই মূল ভাগবত, সুতরাং মহাপুরাণ; তখন দেবীভাগবতই মূল ভাগবত বলিয়া সুব্যক্ত হইতেছে। আর হেমাদ্রি কথিত ভাগবতকে কাজেই (যদি ভার্গব নামে কোন পুরাণ না থাকে) বৈষ্ণব ভাগবত এবং অন্যতম উপপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, উভয় পুরাণই পুরাণের পঞ্চ লক্ষণে, আঠার স্কন্ধ বিভাগে এবং শ্লোকসংখ্যায় তুল্য, অপিচ মৎস্যপুরাণের ভাগবত লক্ষণও * তুল্যরূপে অন্বিত। এস্থলে হেমাদ্রি উদ্ধৃত পাঠের সাধুত্বের উপরে বৈষ্ণব ভাগবত (শ্রীমদ্ভাগবত) উপপুরাণের স্থান লাভ করিতেছে, নতুবা উহা উভয়বিধ পুরাণের বহির্ভূত গ্রন্থ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অন্যদিকে এই পুরাণ অন্যান্য পুরাণ রচনার শেষে যে রচিত, ইহা শ্রীধর-কৃত টীকার প্রারম্ভিক আভাসেই † জানা যায়, তদ্ভিন্ন ইহার অনেকত্র শব্দাড়ম্বরপূর্ণ (দাঁত ভাঙ্গা) ভাষার অপ্রাঞ্জলতাই ইহাকে পুরাণের সরল ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেয়। সে জন্য অনেকের মতে ইহা আধুনিক কোন দ্বৈপায়ন নামধারী লৌকিক ব্যক্তি দ্বারা সংরচিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই মত পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের পোষকই হইতেছে, তথাপি অনেককে বলিতে শুনা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের টীকা স্বরূপ; বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মের যে নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণিত আছে, ভাগবতে তাহাই উদ্ধৃত হইয়া বিন্যস্ত হইয়াছে। পরন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ মত সাধু নহে, ইহা উপলব্ধ হইবে। বোধ হয়, তাদৃশ মতবাদীরা ভাগবতোক্ত "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্" অন্যত্র "বেদ-প্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" ইত্যাকার উক্তি সকল দৃষ্টে সম্ভবতঃ ঐরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন। কেননা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র দৃষ্টি করিলে জানা যাইবে যে, উহাতে অনেকানেক অবৈদিক ধর্ম্মমত উল্লিখিত হইয়াছে। অপর, বেদে মীন কূর্ম্মাদি কয়েকটীমাত্র অবতারের নির্দ্দেশ আছে, প্রসিদ্ধ মহাপুরাণে দশটী অবতারের বিবরণই পাওয়া যায়; কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগতে

---

* যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ॥—পুরাণ দান প্রস্তাব।

† অথ নানাপুরাণশাস্ত্রপ্রবন্ধৈশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভমানস্তত্র তত্রাপরিতুষ্যন্ নারদোপদেশতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গুণবর্ণনপ্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্সুঃ ইত্যাদি।

একাদিক্রমে বাইশটী অবতারের নির্দ্দেশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অতিরিক্ত দ্বাদশ সংখ্যক অবতারের বর্ণনাই ভাগবতের অবৈদিকত্ব ও অন্য পুরাণাপেক্ষা আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করে। ভাগবতোক্ত অবতারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব এবং তাঁহার বাল্য ও রাসলীলা প্রভৃতি একবারেই বেদবহির্ভূত হইলেও ভাগবতে তাহা বর্ণিত আছে। তবে ইহা অস্বীকার্য্য নহে যে, ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-বিষয়ক অনেক বেদমূলক প্রসঙ্গ অন্যান্য পুরাণের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে। তাহা বলিয়াই বেদবহির্ভূত কৃষ্ণ ও তদীয় অলৌকিক লীলা নিচয় সুধীগণের নিকট প্রামাণিক শাস্ত্রানুমত বলিয়া কি গ্রহণীয় হইতে পারিবে? কিন্তু এ দিকে দেখা যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও লীলা রহস্য এবং তদুদিত ধর্ম্মমত বিশেষ আদৃত ও সম্মানিত, সে জন্য এ স্থলে কৃষ্ণাবতার-রহস্য বিষয়ে ভাগবতীয় প্রমাণ অনুশীলন আবশ্যক হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, "যদিও এক পরম পুরুষ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি এবং হর এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষ হয়।" *

এ স্থলে ভাগবতকার পরমব্রহ্মের যে অবস্থা বা যে অংশবিশেষকে হরি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অন্য কর্ত্তৃক সত্ত্বগুণাবলম্বী বিষ্ণু শব্দে অভিহিত। টীকাকার শ্রীধর স্বামী ও অনুবাদক হরির প্রতিশব্দে বাসুদেব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পাঠকগণ! আমাদের এখানে বসুদেবের অপত্য বলিতে বাসুদেব না বুঝিয়া, যে দেব সর্ব্বভূতে বাস করেন, এবং যাঁহাতে সর্ব্বভূত স্থিত, তিনিই এস্থলে লক্ষিত, ইহা বুঝিতে হইবে। † যাহা হউক, শ্লোক বলিতেছেন,

---

* সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু্ণাস্তৈ-
যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ ১।২।২৩

† সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততোসৌ বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥—বিষ্ণুপুরাণ, ১ অং ২ অ।

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ ক্রমান্বয়ে হরি, ব্রহ্মা ও হর উপাধিরূপে অবলম্বন করেন। সে জন্য হরি, ব্রহ্মা ও হর অপেক্ষা বিশিষ্ট বা উৎকৃষ্ট। কেননা প্রকৃতির সত্ত্ব গুণ সাক্ষাৎ জ্ঞানসাধক এবং তাহাতে বিষ্ণু নির্লিপ্তভাবে অধিষ্ঠান করেন। এই কারণে বিষ্ণুই মনুষ্যের শুভ ফল,—মুক্তি ফল পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। দেখা যায়, সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ভাগবত বলিয়াছেন—

"ভগবান্ লোক সকল সৃষ্টির মানসে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চ তন্মাত্র দ্বারা ষোড়শ কলান্বিত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট্মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। *

ভাগবত এই বিরাট্ পুরুষের বহু কর-চরণ-মস্তক-বদনাদি বিশিষ্ট কল্পিত রূপের উপন্যাস করিয়া পশ্চাৎ বলিতেছেন, "বিশুদ্ধ, রজস্তমোগুণদ্বয়ের অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ। এই রূপ যোগিগণ অনল্প জ্ঞানরূপ চক্ষুর্দ্বারা সর্ব্বদাই দেখিতে পান।" †

ভাগবত আরও বলিয়াছেন—

"এই বিরাট্মূর্ত্তি নানা অবতারের বীজ অর্থাৎ যখন যে অবতারের প্রয়োজন হয়, তখন ইহা হইতেই হইয়া থাকে; অথচ অব্যয়, কদাপি তাহার বিনাশ নাই এবং তাহা সকলের নিধান অর্থাৎ কার্য্যাবসানে প্রবেশস্থান। অপর, ইহা যে কেবল অবতারেরই বীজ এরূপ নহে,কিন্তু সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই বীজ, কেননা যাহার অংশে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অংশ হইতেই মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ জন্মিয়াছেন, আবার ঐ মরীচ্যাদির অংশ হইতে দেব, তির্য্যক্, নরাদির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং বিরাট্মূর্ত্তিই সকলের বীজ।" ‡

ভাগবতকার ইহার পরে একাদিক্রমে ২২টী অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ১।৩।১

† পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥ ১।৩।৪

‡ এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ॥ ১।৩।৫

তন্মধ্যে ১৯শ ও ২০শ অবতার রাম ও কৃষ্ণ সংজ্ঞায় উল্লিখিত। সকল অবতারের কথা বলিয়া শেষে ভাগবত বলিতেছেন,—

"হে দ্বিজগণ! সত্ত্বগুণের নিধি ভগবানের অবতার অসংখ্য, কত বলিব। যেমন উপক্ষয়শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছে।" *

ইহার পরে ভাগবতকার বলিলেন, পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলিলাম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ কেহ বা তাঁহার বিভূতি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বশক্তিত্ব হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ। এই জগৎ দৈত্যগণে উপদ্রুত হইলে, যুগে যুগে ঐ সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ দৈত্যগণের বিনাশ পূর্ব্বক লোক সকলকে নিরুপদ্রব ও সুখী করেন। †

আবার ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ভগবান্ বিশ্বাত্মা যোগমায়াকে নিয়োগকালে তৎপ্রতি এইরূপ আদেশ করেন। যথা—

"আমার শেষাখ্য যে ধাম (অংশ) তাহা দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করিবে। তাহার পরে আমি অংশভাগ দ্বারা দেবকীর পুত্রতা লাভ করিব। আর তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে উৎপন্ন হইবে।" ‡

পাঠকগণ! উপরি উদ্ধৃত ভাগবতপুরাণীয় প্রমাণ সকল পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের অবতার-রহস্য সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বলিতেছি।—

---

* অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ১।৩।২৬

অন্যান্য পুরাণে দশ অবতারের বর্ণনাই দেখা যায়, যথা—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

† এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১।৩।২৮

‡ দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥ ৮
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাং পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥ ৯
১০ম স্কন্ধ, ২০ অধ্যায়।

প্রথমতঃ জানা যায়, পরমাত্মার প্রথম দেহ বিরাট্ পুরুষ, ইনি সকল অবতারের বীজ স্বরূপ এবং সকল অবতারের "নিধান" অর্থাৎ কার্য্যাবসানে উহাদিগের প্রবেশস্থান। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কৃষ্ণাবতার অন্যান্য অবতারের ন্যায় এই বিরাট্ পুরুষ হইতেই অবশ্য উদ্ভূত হইয়া ইহাতেই বিলীন হইয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয়তঃ জানা যায়, সত্ত্বগুণের নিধি বিরাট্ পুরুষ হইতে অসংখ্য অবতার হইলেও তাঁহার "উপক্ষয়" হয় না। যেমন সমুদ্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জলপ্রবাহ নির্গত হইলেও উহার কোন ক্ষতি হয় না। ভাল! এই দৃষ্টান্তের কি ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, বিষ্ণু (পরম ব্রহ্ম) সমুদ্রস্থানীয় আর কৃষ্ণ উক্ত সমুদ্রের ক্ষুদ্র একটী জলপ্রবাহ তুল্য? যদি বল (যেমন শ্রীধর স্বামী নিজ টীকায় বলিয়াছেন) যে, ঐ অল্প প্রবাহই মূল জলাশয়ের তুল্য সর্ব্বশক্তিশালী; পরন্তু সেরূপ হইলে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার ঐ ক্ষুদ্র প্রবাহ-বক্ষে ক্রীড়া করা কিংবা উহাতে অর্ণবপোত-রাজির সমাবেশ ও গতিবিধি ক্রিয়া সাধন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সেইরূপ বিরাট্ পুরুষকে সুবৃহৎ সমুদ্র তুল্য মনে করিলে তাহা হইতে নিঃসৃত রাম কৃষ্ণাদি অবতারগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী জলপ্রবাহের সহিত তুলিত হওয়াই সুসঙ্গত। কিন্তু যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহে সমুদ্রের আরোপ কর, তবে ক্ষুদ্র কৃষ্ণেও বিরাট্ পুরুষের আরোপ স্বীকার করিতে হইবে। আর বিরাট্ পুরুষের অংশ বা বিভুতি মাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, উহা তাঁহার সকল শক্তির আধার, ইহা বলা কখন সঙ্গত হইতে পারে না। বোধ হয়, গ্রন্থকার এ স্থলে কৃষ্ণের প্রতি অতি সম্মান বা গৌরব প্রদর্শনার্থ তাঁহাতে নারায়ণের সর্ব্বশক্তির আরোপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপমার বিন্যাস করিয়া থাকিবেন। নতুবা কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, কেননা সেরূপ করিতে গেলে ১০ম স্কন্ধের উক্তি দ্বারা তাঁহাকে স্ববচোবিরুদ্ধতা দোষে লিপ্ত হইতে হয়।

তৃতীয়তঃ ভাগবতকার বলিয়াছেন, অন্যান্য অবতার ভগবানের বিভুতি বা অংশ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ অর্থাৎ পূর্ণ। প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই মূলাংশের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণকে ভগবানের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বুঝিতে বলিয়া অন্যত্র "অথাহমংশভাগেন" এই স্থলের ব্যাখ্যায় নানাবিধ অর্থসম্ভাবনা প্রকাশ করিয়া শেষে পূর্ব্বোক্ত স্বয়ং শব্দের সহিত এক-

বাক্যতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়া অংশকে পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে বলিয়াছেন। ইহা কতদূর সঙ্গত, তাহা নিরপেক্ষ সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। লেখকের মতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রহস্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাপুরাণের উক্তির সহিত এবং ভাগবতের উদ্ধৃত বিভিন্ন উক্তির পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত বিবেচনা করিলে "স্বয়ং" শব্দের লক্ষ্যার্থ যে অংশ, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। কৌতূহলের বিষয়; স্বামী ও তাঁহার অনুসরণকারিগণ প্রোক্তরূপে শাস্ত্রীয় প্রমাণের পরস্পর একবাক্যতা রক্ষার প্রতি তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সে জন্য তিনি মূলের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত অংশ শব্দের স্থলে * পূর্ণ এই বিপরীতার্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভাগবতে কৃষ্ণের দেহত্যাগের বিবরণ অন্যান্য পুরাণ ও হরিবংশের বিবরণের প্রায়ই অনুরূপ, অর্থাৎ যোগাবলম্বনে স্বীয় আত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করা। বেশীর মধ্যে কেবল বৈকুণ্ঠ হইতে রথের আগমন ও তথায় গমন। কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণকে উঠিতে কেহ দেখে নাই। তবে শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি ঐ রথের অনুগমন করিয়াছিল, ইহা উক্ত হইয়াছে।

পরিশেষে আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইতঃপূর্ব্বে মহাভারত ও প্রাচীন অপ্রাচীন পুরাণ হইতে কৃষ্ণের অবতাররহস্য বিষয়ে যেরূপ প্রমাণ প্রদর্শন ও অনুশীলন করা হইয়াছে, তাহার পর আর কোন অপ্রাচীন কালীয় পুরাণের প্রমাণ আহরণ করার প্রয়োজন হয় না। পরন্তু যে পুরাণোক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঙ্গীয় সুবৃহৎ বৈষ্ণবসমাজ সংগঠিত হইয়া উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করিতে দেখা যায়, সেই পুবাণ নিতান্ত অপ্রাচীন কালে রচিত ও প্রচলিত হইলেও এস্থলে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কেননা, উক্ত পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নানাবিধ বাল্য, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রসঙ্গ কতকাংশে অপেক্ষাকৃত অভিনব ও অলৌকিক হইলেও বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজ-বিশেষে তত্তাবৎ অত্যন্ত আদৃত। বিশেষ করিয়া, যে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের

---

* অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে। ৯

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং। ১৮

অংশেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবায় নঃ। ৪১

ভাগবত ১০ স্ক ২ অঃ।

তদ্ভিন্ন ভাগবতের অন্যান্য স্থলেও কৃষ্ণকে ভগবানের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশিত দেখা যায়।

শক্তিরূপা রাধার নাম ও প্রসঙ্গ সম্ভবতঃ প্রথমেই নির্দ্দেশিত, সেই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কোন উল্লেখ না করিয়া আমাদের আলোচ্যমান প্রবন্ধের উপসংহার করা কখন উচিত বোধ হইবে না। সে জন্য লেখক এস্থলে বাহুল্যভয়ে প্রায়শঃ মূলের অনুবাদ মাত্র সংক্ষেপে নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইতেছে।

(১) প্রথমতঃ পাঠকগণকে বিদিত করিতেছি যে, আদিম বা আসল ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান আকারের যাহা পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের অবশ্য অবলম্বনীয় হইবে। এই প্রচলিত ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত সম্বন্ধে সুধীগণের অভিমত কি, তাহা এস্থলে অগ্রে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

(ক) বিষ্ণুপুরাণের ইংরাজী অনুবাদক মহামতি উইলসন্ সাহেবের মতে এই পুরাণ, সকল পুরাণ অপেক্ষা কনিষ্ঠ, অপিচ মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের যে লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কিছু মাত্র মিল নাই। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তের আলোচনা করিলে ইহাকে কিছুতেই পুরাণ বলিয়া মনে করা যায় না। *

(খ) সদ্‌বিদ্বান্ বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন † "প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রচনা প্রণালী আজকালকার ভট্টাচার্য্যদের মত।"

(গ) বিশ্বকোষ প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, "প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এত বেশী ভেজাল মিলিয়াছে যে, আদি অকৃত্রিম জিনিষ বাছিয়া লওয়া অসম্ভব। প্রচলিত পদ্মপুরাণ অপেক্ষাও ইহা আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়, এদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে ও হিন্দুমুসলমান-সংস্রবে নানা জাতি উদ্ভূত হইতে থাকিলে এই পুরাণের সৃষ্টি।" ‡

এ দিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার গ্রন্থের প্রারম্ভে (ব্রহ্মখণ্ডে) বলিতেছেন, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ সকল পুরাণের মধ্যে সারভূত। ইহা অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ, ও বেদের ভ্রমনিবারক এবং হরিভক্তিকারী। §

---

* বিশ্বকোষ, পুরাণ শব্দ ৫৬১ পৃঃ।

† বঙ্কিমবাবু কৃত কৃষ্ণচরিত্র ৫৮ পৃঃ।

‡ বিশ্বকোষ, পুরাণ শব্দ ৬৪৭ পৃঃ।

§ এই পুরাণকারের উক্তির তাৎপর্য্য অবশ্য এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কোন

এদিকে আর্য্যসমাজে বেদ অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত ও অপ্রমেয় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ ইদানীং এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার সেই বেদের ভ্রমসংশোধক হইতেছেন! যিনি বেদের ভ্রম নিবারক, তিনি তো পুরাণ উপপুরাণের ভ্রম সংশোধনে যে সম্যক্ সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বস্তুতঃ এরূপ অসঙ্গত অদ্ভুত কল্পনা-বিজৃম্ভিত দাম্ভিক উক্তি বিদ্বৎ-সমাজে নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থ আর্য্য সমাজের কিরূপ অধঃপতনের সময়ে প্রচারিত ও অন্যতম পুরাণশাস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া স্থির করা দুরূহ। যাহা হউক, কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে ইহাতে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রশ্নোত্তর আকারে সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচরার্থে এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। আশা করি, পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবেন।

প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণ কে?

উত্তর। "তিনি স্বেচ্ছাময়, সকলের কারণ, আধার ও পরাৎপর। তিনি স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ, নির্গুণ, অব্যক্ত, জ্ঞানময় বস্তু, আদি পুরুষ এবং পরমেশ্বর।"

(ব্রহ্মখণ্ড)

প্র। তবে আবার তাঁহার রূপ ও দেহ থাকিবার কথা কিরূপ?

উত্তর। কেন? "সেই আনন্দকর নিরাকার পরাৎপর, জ্যোতির অন্তরালে অতি রমণীয়রূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি নূতন জলধর সদৃশ শ্যামকলেবর। তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তপঙ্কজ তুল্য। তাঁহার মুখকমল শারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট। অধিক কি, সেই মনোহর রূপ কোটী কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধার। তিনি দ্বিভুজ মুরলীহস্ত, পীতবসনধারী ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত। সেই ভক্তবৎসল উৎকৃষ্ট বহু রত্ন-ভূষণে ভূষিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

উক্তি যদি বেদ ও পুরাণের উক্তির বিপরীতও হয়, কিংবা ঐ সকল শাস্ত্রে যাহা উক্ত হয় নাই অথচ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ হয়, তাহা অভ্রান্ত ও অতি সত্য বলিয়া স্বীকার্য্য ও আদৃত হওয়া উচিত। ইহাতে বিবৃত অন্যান্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, এক শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গই যেন উপরিউক্ত পুরাণোক্তির ঔদ্ধত্য অভিব্যক্ত করিতেছে। সুধীগণ দেখিবেন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়িণী কথা যাহা বেদ, পুরাণ ও মহাভারতে এমন কি, ভাগবতেও নাই, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বর্ণিত হইয়াছে; আর যাহা বেদ পুরাণে আছে তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উল্লিখিত হয় নাই। কেননা তাহা গ্রন্থকারের মতে ভ্রমাত্মক!

চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত। তাঁহার বক্ষস্থল শ্রীবৎস চিহ্নিত ও কৌস্তুভমণিতে বিরাজিত। তিনি উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কিরীট ধারণ করিতেছেন। সেই বনমালা-বিভূষিত সনাতন ভগবান্ পরম ব্রহ্ম রত্নসিংহাসনে আসীন। তিনি স্বেচ্ছাময়, তিনি সকলের কারণ। তিনি সকলের আধার এবং পরাৎপর। সেই গোপবেশধারীকে দেখিলে কিশোর বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। সেই ভক্তানুগ্রহ-তৎপর পরিপূর্ণতম" ইত্যাদি ইত্যাদি—"সেই রাসেশ্বর মূর্ত্তি শান্ত ও রাস-মণ্ডলের মধ্যস্থিত। * * * সেই নির্গুণ, নিত্য বিগ্রহ, আদিপুরুষ পরমেশ্বর, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে অতীত এবং পুরুহূত (ইন্দ্র) ও পুরুষ্টুত। শান্তিগুণাবলম্বী বৈষ্ণবগণ সেই সত্য, স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়, পরমাত্ম স্বরূপ, পরায়ণ শান্তিমূর্ত্তি হরিকেই আরাধনা করেন।" ব্রহ্মখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

প্র। প্রকৃতির পারে কোথায় রাসমণ্ডল?

উ। "পূর্ব্বে প্রলয়কালে কোটী সূর্য্য তুল্য প্রভাশালী অসংখ্য বিশ্বের কারণ ও অবিনশ্বর জ্যোতিঃপুঞ্জই কেবল বিদ্যমান ছিল। স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বরের সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মধ্যে মনোহর লোকত্রয় বিলীন ছিল। সেই লোকত্রয়ের উপরিভাগে ঈশ্বরের ন্যায় অবিনশ্বর ত্রিকোটী যোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডলাকৃতি গোলোকধাম পরমেশ্বরের যোগবলে অবস্থিত। * * * প্রলয়কালে উহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং সৃষ্টি সময়ে গোপ গোপিকাগণ অবস্থান করেন। * * * এই গোলোকের মধ্যে রাস মণ্ডল (রাস মণ্ডলের মধ্যে রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ)।

প্র। উচ্চে বৈকুণ্ঠ কোথায় এবং সেখানে কে থাকেন?

উ। ঐ গোলোকধামের দক্ষিণে পঞ্চাশৎ কোটী যোজন অধোদেশে তাহার সমান মনোহর বৈকুণ্ঠ। ইহা কোটী যোজন বিস্তৃত ও মণ্ডলাকৃতি। উহা প্রলয়ে শূন্য ও সৃষ্টি সময়ে লক্ষ্মী নারায়ণ যুক্ত। বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি কালে জরা মৃত্যু আদি শূন্য চতুর্ভুজ নারায়ণের পার্ষদগণ বিরাজ করেন।

প্র। কৃষ্ণ যে স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বর ও সকলের কারণ বলিয়াছ তাঁহার বিশ্ব সৃষ্টির ক্রম কিরূপ?

উ। যখন তিনি মানসিক আলোচনা পূর্ব্বক বিশ্বাদি স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন (১) তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সৃষ্টির কারণ

স্বরূপ মূর্ত্তিমান্ গুণত্রয় সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল, পরে (২) তাঁহা হইতে মহদাদির উৎপত্তি হয়। তাহার পর (৩) পুনরায় দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে শ্যাম-কলেবর, যুবা, পীতবসন ও বনমালাধারী চতুর্ভুজ প্রভু স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হন। * তাঁহার মুখকমলে ঈষৎ হাস্য ও হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজ করিতেছে। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন সুশোভিত। সেই শ্রীনিবাসের সুন্দর রূপলাবণ্য কামদেবের তুল্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিয়াছিলেন। পরে (৪) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব হইতে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ পঞ্চবদন দিগম্বর মহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন। তিনি যোগিগণের গুরুর গুরু, মৃত্যুর মৃত্যু স্বরূপ এবং মহাজ্ঞানী। তিনি সুখদৃশ্য, বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত। তিনি কৃষ্ণপ্রেম হেতু পুলকাঙ্কিতগাত্র ও সাশ্রুনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিলেন।

তাহার পরে (৫) শ্রীকৃষ্ণের নাভিকমল হইতে এক মহাতপস্বী কমণ্ডলু-হস্ত বৃদ্ধ আবির্ভূত হইলেন। সেই যোগী ও শিল্পিগণের ঈশ্বর চতুর্ম্মুখ, সকলের জনক এবং গুরু। ইনি বেদমাতা সাবিত্রী ও সরস্বতীর কান্ত।

অনন্তর (৬) পরমাত্মার বক্ষঃস্থল হইতে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-বিষয়ের সাক্ষী শুক্লবর্ণ জটাধারী এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার নাম ধর্ম্ম।

ইহার পর (৭) পরমাত্মার মুখ হইতে বাগধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী আবির্ভূত হইলেন।

তাহার পর (৮) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে রত্নালঙ্কারভূষিতা গৌরবর্ণা অপরা এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তিনি সস্মিতা ও নবযৌবনা। ইনি সাধ্বী মহালক্ষ্মী।

ইহার পর (৯) পরমেশ্বরের বুদ্ধি হইতে সকলের আধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তিনিই পরমেশ্বরী মূলপ্রকৃতি। ঐ ভয়ঙ্করী শত-

---

* আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
শ্যামো যুবা পীতবাসা বনমালী চতুর্ভুজঃ ॥

* * * *

শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ ॥

ব্রহ্মখণ্ড, ৩ অঃ।

ভুজা দেবী দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা ও দুর্গতিনাশিনী। তিনি পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা এবং সমস্ত জগতের জননী। (ব্র, ব্র, ৩ অধ্যায়)

তৎপরে (১০) শ্রীকৃষ্ণের রসনাগ্র হইতে সাবিত্রী দেবী আবির্ভূতা হন।

ইহার পরে (১১) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে পঞ্চবাণ কামদেব এবং তাঁহার বাম পার্শ্ব হইতে রতি উৎপন্না হইয়াছিল। ইহাকে অবলোকন মাত্রে ব্রহ্মার রেতঃপাত এবং তাহা হইতে বরুণ, বায়ু প্রভৃতি দেবতা উৎপন্ন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, অব্যর্থ কামবাণের প্রভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরও রেতঃপাত হওয়ায় সেই রেতঃ হইতে ডিম্ব এবং ঐ ডিম্ব হইতে (১২) মহৎ বিরাট্‌মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এই বিরাট্ মূর্ত্তির এক একটী লোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড। সর্ব্বাধার সনাতন মহাবিষ্ণু নামে বিখ্যাত এই বিরাট্‌মূর্ত্তি পুরুষই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের একাংশ মাত্র। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(ঐ, ৪ অধ্যায়)

প্রঃ। রাধার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল?

উত্তর। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার সৌতিমুখে বলিতেছেন, ভগবান্ গোলোক-নাথ পূর্ব্বসৃষ্ট দেবগণের সহিত রাসমণ্ডলে গিয়া অবস্থিতি করেন। তৎপরে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার নাম রাধা হইল। সেই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও প্রিয়তমা। রাধা আবির্ভাব মাত্রেই ষোড়শবর্ষীয়া এবং জগতের যাবতীয় সুন্দরী হইতেও সৌন্দর্য্যবতী। পরে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহাস্য বদনে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে রাধার লোমকূপ হইতে রূপ ও বেশ রচনায় তৎসদৃশ লক্ষকোটী গোপাঙ্গনাগণ আবির্ভূত হইল। ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে তৎসদৃশ ত্রিশকোটী গোপগণ আবির্ভূত হইল। ঐরূপ গোসমূহ, বলীবর্দ্দ, সবৎসা সুরভি ও কামধেনু আবির্ভূত হইল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। (ঐ, ৫ অধ্যায়)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণমুখে রাধাতত্ত্ব যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ; —শ্রীকৃষ্ণ হরি বলিলেন, তুমি আমার প্রাণাধিকা মঙ্গলদায়িনী প্রেয়সী রাধিকা। যে তুমি, সেই আমি। আমাদের কোন ভেদ নাই। যেরূপ ক্ষীরে ধাবল্য,

অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ প্রভৃতি নিয়ত অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও তোমাতে নিয়ত অবস্থান করি। যেরূপ কুলাল মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে না, স্বর্ণকার কদাচ স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই না। তুমি সৃষ্টির আধার স্বরূপা; আমি বীজ স্বরূপ। অতএব হে সাধ্বি! এক্ষণে তুমি আসিয়া আমার উজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে তোমার শয়নস্থান কর। * * *

অন্যত্র, "তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধার স্বরূপা এবং তুমি আমার ও সকলের শক্তি স্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমিই পুরুষ, এইটী বেদে নির্ণীত হইয়াছে এবং তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ। যখন আমি তেজঃ স্বরূপ, তখন তুমি তেজঃ স্বরূপিণী। হে সুন্দরি! যে সময়ে আমি যোগে সর্ব্ববীজ স্বরূপ হই, তখন তুমিও সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ও সকল স্ত্রীরূপ ধারিণী হইয়া থাক। তুমি আমার অর্দ্ধাংশ সম্ভূতা মূলপ্রকৃতি, তুমি শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও তেজে আমার তুল্যা। * * * ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়, কপিল, গণেশ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি সকলেই আমার প্রিয় এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ইহারা প্রকৃতি দেবী, আমার প্রিয়া। কিন্তু তোমার সমান কেহই প্রিয় নাই। ইত্যাদি।

আবার, রাধাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মপরিচয় এইরূপ দিতেছেন; যথা—"হে মায়েশ! আমি তোমার ভক্ত হইয়াও ত্বদীয় ঈদৃশ মায়াজালে আচ্ছন্ন হইয়াছি। অথবা তোমার মায়ায় আমা-সদৃশ কত ব্যক্তি নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে; আমি একজন-ভক্তের শাপে ধরাতলে গোপিকারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আবার তোমার সহিত শত বৎসর বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে হইবে।" * ইত্যাদি।

ঐ পুরাণের একস্থলে,—

বৈশ্য বৃকভানুর কন্যা রাধা রায়াণের সহিত যথাবিধি বিবাহিত হওয়ার কথা, অন্যত্র কৃষ্ণের সহিত এক অরণ্য মধ্যে বেদ মন্ত্র পাঠসহকারে হোমাদির অনুষ্ঠানানন্তর ও ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে উহার পুনরায় বিবাহ, তদনন্তর উভয়ের যথেপ্সিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন বর্ণনা † এবং পুনঃ অন্যত্র গোপিকা সহ নির্লজ্জ-

---

* ভক্তস্যৈকস্য শাপেন গোপিকাহং মহীতলে।
শতবর্ষঞ্চ বিচ্ছেদো ভবিতা মে ত্বয়া সহ॥ ৮১

† জন্মখণ্ড ১৫ অঃ।

ভাবে জলক্রীড়া প্রসঙ্গে বক্ষঃস্থল-স্থায়িনী প্রিয়া রাধা সহ মাধব মাধ্বীক মদ্য পান করিয়াছিলেন, বিবৃত হইয়াছে। * ইত্যাদি—ঐ, ঐ,

কিং বহুনা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার ঋষি-নারায়ণের মুখে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণের সহিত রাধার ও অপরাপর গোপিকাদের, তথা বিরজার লীলাদির যেরূপ চূড়ান্ত আদিরস-ঘটিত বৃত্তান্ত নির্লজ্জভাবে বর্ণিত হইয়াছে, (প্রকৃতিখণ্ডের ২৮ ও জন্মখণ্ড ৩ অধ্যায় দেখ), তাহা নিজে পাঠ না করিলে বিষয়টা কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে না। কাহারও কৌতূহল হইলে তিনি উহা পাঠ করিয়া তাহা চরিতার্থ করিতে পারেন। ফলতঃ নীতির অনুরোধে আমি তাহার আভাসও এস্থলে প্রকাশ করিতে নিরস্ত হইলাম।

প্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত কিরূপ বর্ণিত আছে?

উ। দৈবকী প্রসবকালে ভূমিতে পতিত হইলে "জঠর হইতে বায়ু সকল নিঃসৃত হইল, সেই সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ দিব্যরূপ ধারণ করতঃ দৈবকীর হৃৎপদ্ম-কোষ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তখন তাঁহার কমনীয় মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। তিনি দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী" † ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ কৃষ্ণকে দেখিয়া সস্ত্রীক বসুদেব স্তব করিলে কৃষ্ণ বর দিয়া নিজ জন্মের হেতু এইরূপ বলিয়াছিলেন, যথা—

"আপনি আমাকে তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত আরাধনা করিয়াছেন এবং আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইলে আপনি আমাকে দেখিয়া আমার ন্যায় পুত্র প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমিও "আমার ন্যায় পুত্র হইবে" এই বর প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐরূপ বর প্রদান করিয়া

---

* প্রতস্থৌ গোপিকাসার্দ্ধং রাধাবক্ষস্থলস্থিতঃ।
ক্ষণং পপৌ চ মাধ্বীকং প্রিয়য়া সহ মাধবঃ॥ ঐ ৩৫ অঃ

† নিঃসসার চ বায়ুশ্চ দৈবকীজঠরাৎ ততঃ॥ ৭৩
তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণো দিব্যরূপং বিধায় চ।
হৃৎপদ্মকোষাদ্ দৈবক্যা বহিরাবির্বভূব হ॥ ৭৪
অতীব-কমনীয়ঞ্চ শরীরং সুমনোহরম্।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ৭৫
জন্মখণ্ড, ৭ অঃ

মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, আমার সমান এ জগতে কেহই নাই; অতএব সেই জন্য আমিই স্বয়ং আপনাদের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছি। হে তাত! আমি পূর্ব্বে অদিতির গর্ভে আপনার অংশে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে আপনাদের তপস্যাফলে পুনর্ব্বার পরিপূর্ণতম পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। * * * "তৎপরে হরি বালকরূপ ধারণ করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭ম অঃ।

শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা সংবরণের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যেরূপ বর্ণিত দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার মানুষদেহ ত্যাগ বা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাঁহার মৃতদেহের সংস্কার করার কথা আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। তিনি কদম্ব তরুর মূলোত্থিত প্রতিমায় প্রবেশ করিলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবতারা তথায় তাঁহাকে স্তব করিতে আসিলেন, তদনন্তর পার্ব্বতীর স্তববাক্য শ্রবণানন্তর "রত্নযানে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিলেন" এবং তথায় অগ্রে প্রস্থিতা গোপিকা সহ রাধার সহিত তত্রত্য রাসমণ্ডলের মধ্যে বৃন্দাবনে মিলিত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে, এরূপ বেদ, মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণাদির বিরুদ্ধ অসঙ্গত প্রলাপোক্তি সুধীসমাজে কখন কোনরূপ শাস্ত্র বলিয়াই পরিগৃহীত হইতে পারে না।

উপরে যেরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণ আহরণ ও প্রদর্শন করিতে পারিয়াছি, উপসংহারে তাহাদের সংক্ষেপোক্তি করিতে গেলে এইরূপ বলা যাইবে যে, বৃষ্ণিবংশোদ্ভব বসুদেবতনয় কৃষ্ণের অবতারত্বে বৈদিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। (মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ স্মৃতিগ্রন্থেও কৃষ্ণের অবতারত্বের প্রমাণাভাব। মহাভারতের মূলাংশে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রথমে উল্লিখিত দেখা যায়। উহাতে বিশেষ করিয়া ভীষ্মের মুখে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিলে কৃষ্ণ ব্রহ্মচৈতন্যের এক অষ্টমাংশে নিষ্পন্ন বুঝিতে হয়। আর, ইহা গীতাংশে প্রকাশ যে, কৃষ্ণ যোগাবস্থায় আপনাকে সগুণ ব্রহ্ম ভাবিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন (৪র্থ অধ্যায়) যে, তিনি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া আত্মমায়ার সাহায্যে যুগে যুগে নিজ দেহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন অর্থাৎ অবতীর্ণ হন। গীতার অন্যত্র (১০ম অধ্যায়ে)

ভগবানের বহু বিভূতির মধ্যে বৃষ্ণিবংশোৎপন্ন বাসুদেব যে ভগবানের অন্যতম বিভূতি অর্থাৎ অংশ, তাহা গীতাকার ভগবানের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারতের পরিশিষ্ট খিল হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং বিষ্ণু বা তদীয় অংশ-বিশেষ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ দিকে মহাভারতের অনুগীতায় কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গীতার উপদেশ সকল তাঁহার যোগস্থ অবস্থায় কথিত হইয়াছিল। সে জন্য তখন (দ্বারকায় প্রত্যাগমন কালে) তাঁহার উহা পুনঃ স্মরণ করিয়া বলা সামর্থ্যাতীত। বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরাণে বিষ্ণুর অতি ক্ষুদ্র অংশে কৃষ্ণ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ বা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহা জানা গিয়াছে। অপ্রাচীন শ্রীমদ্ভাগবতের স্থলবিশেষে যদিও স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু অন্যত্র কৃষ্ণ তাঁহার অংশ বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব মহাভারতীয় এবং প্রাচীন ও অপ্রাচীন পৌরাণিক প্রমাণেই কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া অবধারিত হন। (যদি কেহ পূর্ণের অংশত্ব স্বীকার না করেন, সে স্বতন্ত্র কথা, তাহা এ প্রবন্ধে বিচার্য্য বিষয় নহে।) এদিকে জানা যায়, অর্ব্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার ঐ মতের বিপরীত মত স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—কৃষ্ণই নির্গুণ, অব্যক্ত জ্ঞানময়-বপু এবং পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই বিষ্ণু, নারায়ণ, বিরাট্ পুরুষ, তথা অভূতপূর্ব্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্টা রাধাপ্রকৃতি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই মত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতক লোক ভিন্ন বিদ্বজ্জনেরা কেহই বিশ্বাস করেন, এমত বোধ হয় না। পরন্তু বিস্ময়ের বিষয়, বঙ্গীয় নব্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক প্রখ্যাতনামা চৈতন্যদেব শাস্ত্রপারদর্শী ও সুপণ্ডিত হইয়াও কিরূপে যে অপ্রামাণিক ভাগবত সহ, এই পুরাণ নামের অযোগ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সম্যক্ আস্থা স্থাপন ও তদুক্ত গোপীকৃষ্ণ এবং রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-লীলা স্বীয় জীবনে পারিষদ-সাহায্যে অভিনয় করত শেষে স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ রূপান্তরিত-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অস্মদাদির বুদ্ধিগম্য নহে।)

পাঠকগণ! এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য বিষয় এই রহিয়াছে যে, যদি (কৃষ্ণের অবতারত্ব বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রে উল্লিখিত না থাকে অথচ মহাভারত ও পুরাণাদিতে উক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে না?

যদি ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নই বেদ বিভাগকর্ত্তা ছিলেন, যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্মসূত্র নামক বেদান্ত দর্শন রচনা করিয়াছিলেন, যিনি আবার ধর্ম্মসংহিতা প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্ম মীমাংসা সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত এই-রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পুরাণের প্রমাণ * বেদ ও স্মৃতির প্রমাণ অপেক্ষা হেয়, † আবার যদি সেই প্রাচীন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেই সমগ্র মহাভারত ও তাবৎ পুরাণের রচয়িতা বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে বেদ ও স্মৃতি বহির্ভূত কৃষ্ণের অবতারত্ব যে তিনি মহাভারত ও বিশেষ বিশেষ পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া মনে স্থান পাইতে পারে? ইদানীং অনেক গবেষণা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কেবল এক বা তিনখানি পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট পুরাণনিচয় তাঁহার শিষ্য, প্রশিষ্য ও অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঐরূপ হরিবংশ সহ সমগ্র মহাভারতও এক বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। ইহা হইলে মহাভারতের যে যে স্থলে এবং ঐরূপ পুরাণবিশেষের যে যে অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব কীর্ত্তিত আছে, তাহা যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই, তাহা অতি সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। এবং তাহা হইলে ঐ সকল স্থল পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অবধারণ করাও অসঙ্গত হয় না। (অধুনা কাহাকে কাহাকে এরূপও বলিতে শুনা যায় যে, কৃষ্ণের অবতারত্ব বেদব্যাস কর্ত্তৃক না হইয়া যদি অন্য কাহা কর্ত্তৃক রচিত হইয়াই থাকে, তাহা হইলেও উহা কেন গ্রহণীয় হইতে পারিবে না? তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ লোকের রচনা বা উক্তি যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহা অবশ্য গ্রাহ্য হইতে পারিবে।) কেননা ঋষি-প্রবর বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, বালকও যদি যুক্তিযুক্ত কিছু বলে, তাহা উপাদেয় হইতে পারে; পক্ষান্তরে ব্রহ্মাও যদি অযুক্তিযুক্ত বলেন, তাহা তৃণের ন্যায়

---

* এখানে মহাভারতও পুরাণের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত গণ্য হইয়াছে।

† শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা।—

ব্যাস সংহিতা।

অগ্রাহ্য। * তাৎপর্য্য এই,(ব্রহ্মার উক্তি যে বেদ, তাহা কদাচ অযৌক্তিক নহে, সে জন্য বাল-ভাষিত যুক্তিযুক্ত কথাও যাহা, বেদও তাহা অর্থাৎ বেদবৎ গ্রহণীয়। অতএব কৃষ্ণের অবতারত্ব যদি বেদসম্মত বা অন্য কথায় যুক্তিসহ হইত, তাহা হইলে মহাভারতের, হরিবংশের ও পুরাণাদির উক্তি কেন, সাধারণ লোকের উক্তিও অবশ্য সুধীগণের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু বিচারমুখে উহা যুক্তিবহির্ভূত এবং কাল্পনিক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। এদিকে দেখা যায়, অনতিপ্রাচীনকালীয় সমাজে এক শ্রেণীর লোক উদিত হইয়া উল্লিখিত কৃষ্ণের অবতারত্ব ও লীলানিচয় বেদ, স্মৃতি এবং যুক্তি বহির্ভূত হইলেও উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। অপিচ কৃষ্ণকে লীলাময় এবং অংশ বা পূর্ণ ভগবান্ রূপে অবধারণ পূর্ব্বক বৈদিক প্রথা পরিবর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণকেই উপাস্য দেবতা নির্দ্ধারণ ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও আচারাদি অবলম্বন করিয়া একটী দল বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। হিন্দু সমাজে উহা পূর্ব্বে ভাগবত † এবং পরবর্ত্তী কালে, কৃষ্ণসহ রাধা উপাস্য রূপে প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা হইতে, একবিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছে। পরে ঐ সম্প্রদায়দ্বয় হইতে ক্রমশঃ বিভিন্ন গুরু গোঁসাই নিযুক্ত হইয়া নানা গ্রন্থ রচনা ও মৌখিক উপদেশ দ্বারা ভারতের নানা স্থানে শুদ্ধ-কৃষ্ণাবতার, রাধাসহ কৃষ্ণাবতার এবং রাধামিশ্র যুগলাত্মক চৈতন্য বা গৌরাঙ্গাবতার মত, এবং তত্তদানুষঙ্গিক প্রকল্পিত নানাবিধ সাধন, ভজন ও বাহ্য আচারাদির নিয়ম হিন্দু নর নারীর মধ্যে উত্তরোত্তর প্রচার করিয়া বহু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের (তন্মধ্যে গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়েরও) সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এইরূপে সমাজের একপ্রকার দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকেরা বৈদিক ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম এবং আচারাদির বিনিময়ে অধুনা বিবিধ উপধর্ম্ম এবং আনুষঙ্গিক কল্পিত সাধন, ভজন ও বাহ্য আচারাদিতে প্রবৃত্ত থাকিয়া দুর্লভ জীবন যাপন করিতেছে। আবার দেখা যাইতেছে, কালক্রমে ঐ মূল ভাগবত ও বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে বহুবিধ ক্ষুদ্র ২ প্রশাখা উৎপন্ন হইয়া ইদানীন্তন সমাজে আরও নূতন নূতন ভাঙ্গা দল গঠিত হইতেছে। পরিতাপের বিষয়, এই সকল

---

* যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালভাষিতম্।
অন্যত্তৃণবদগ্রাহ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥—বৃহস্পতি।

† ৮২ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

দলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত অবতাররহস্য বা তথ্য বিবেকবুদ্ধি পরিচালন দ্বারা অবগত হইতে চেষ্টা করে, এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্পই। তদ্ভিন্ন, ঐ সকল সম্প্রদায় ও দলস্থ লোকেরা স্ব স্ব অবলম্বিত ধর্ম্ম যে কিরূপ শাস্ত্রমূলক এবং গুরু-পরম্পরাগত কি না, যজনের পরিণামই বা কি, তাহা জানিতে কোন চেষ্টাই করে না। অতএব উহাদিগের জন্য গীতার ভগবদুক্তি ও মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের শেষ উপদেশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের শাস্ত্রীয় অংশ আলোচনার উপসংহার করিতেছি।

গীতা—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

১৬ অঃ ২৩

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ বিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হয়, সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, সুখ প্রাপ্ত হয় না, উৎকৃষ্টা গতি—স্বর্গ বা মুক্তি (শঙ্কর) লাভ করিতেও সমর্থ হয় না।) ২৩

মনু।—

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥

মনু, ১২ অঃ ৯৪, ৯৫।

অর্থাৎ—"বেদই পিতৃ, দেব ও মনুষ্যের সনাতন চক্ষু; ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়, ইহা স্থির মীমাংসা। যে সকল স্মৃতি বেদবহির্ভূত, যে সকল শাস্ত্র কুদৃষ্টিপ্রেরিত, পরলোক সম্বন্ধে সে সমুদয় নিষ্ফল জানিবে। সে সকল শাস্ত্র তমঃকল্পিত মাত্র। যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে, পরন্তু পুরুষকল্পিত, তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে ও বিনষ্ট হইতেছে। আধুনিকতা হেতু তাহাদিগকে নিষ্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে।"

(শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত অনুবাদ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক আলোচনা

অতঃপর আমরা কৃষ্ণের অবতার-রহস্যের ঐতিহাসিক ভাগ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন, প্রবন্ধের প্রথমাংশের আলোচনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কৃষ্ণের অবতারত্ব বৈদিক বা স্মার্ত্তিক প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে; স্থতরাং বর্ত্তমান আলোচনায় আমাদিগকে মহাভারতীয় ও পৌরাণিক প্রমাণের আশ্রয় লইতে হইতেছে। ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, স্মার্ত্তিক কালের অবসানে মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্র আর্য্য-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, তবে কাহার কাহার মতে কোন কোন প্রাচীন পুরাণ তৎপূর্ব্বেও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাদের রচনা ও প্রচারের কাল লইয়া পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতভেদ বিদ্যমান আছে। এ দিকে আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তাঁহাদের অনুসরণকারী ভারতীয় কোন কোন কোবিদও কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয়ের কথা দূরে থাকুক, অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাসহীন। তাঁহারা প্রচার করেন, উঁহাদিগের বিবরণ মহাভারতে কল্পনা-প্রসূত এবং কাব্যাকারে বিবৃত। তাঁহারা ভাবেন, কুরুক্ষেত্র-সমর কুরু ও পাঞ্চাল দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল, উহাতে পাণ্ডব বা কৃষ্ণ বলিয়া কেহ লিপ্ত ছিল না। আমরা কিন্তু এরূপ অদ্ভুত মতে আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি। কেহ২ আবার বলেন, মহাভারত প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য, ইতিহাস নহে; এবং পুরাণও ঐরূপ। ফলতঃ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, মহাভারত ও পুরাণ কাব্যময় হইলেও উহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক ঐতিহাসিক সত্যও নিহিত আছে। সে জন্য আমরা উক্ত উভয়কে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে কৃষ্ণাবতার-রহস্যের ঐতিহাসিকতা যথাসাধ্য অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ—

মহাভারত (ও অন্যান্য শাস্ত্র) পাঠে অবগত হওয়া যায়, অতীব প্রাচীনকালে

দেব ও অসুর (দৈত্য ও দানব) গণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষভাব প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকায় উভয় দলে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ত বিরাজ করিত। কোন এক সময়ে অসুরগণ দেবগণ কর্তৃক নির্জ্জিত ও নিহত হইয়া মর্ত্তলোকে মানবাদি বহুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় ঘোরতর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অসুর-প্রধান কালনেমি ঐরূপে মর্ত্তে আসিয়া উগ্রসেনের ঔরসে কংসরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। তৎপূর্ব্বে ও পরে অনেক দৈত্যদানবেরাও হত হইয়া মর্ত্তে জন্ম লইয়া জরাসন্ধ, শিশুপাল, বাণ, নরকাসুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বহু বলদৃপ্ত প্রবল পরাক্রান্ত, ঘোর অত্যাচারী রাজার আকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এবং প্রজাপুঞ্জের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার সংঘটিত হইতে থাকায় পৃথিবী অত্যন্ত ভারাক্রান্তা হইয়া তৎপ্রতিকারার্থ দেবগণ সহ ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইয়া স্বীয় দুঃখবার্ত্তা আবেদন করিয়াছিলেন। অন্তর্যামী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর ভারাক্রান্তাবস্থা অবগত ছিলেন।) এক্ষণে পৃথিবীকে শরণাপন্ন দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, "বসুন্ধরে! তুমি যে নিমিত্ত আমার নিকটে আসিয়াছ, তৎসম্পাদনার্থ সমস্ত দেবগণকে নিযুক্ত করিব।" ব্রহ্মা এই বাক্য দ্বারা পৃথিবীকে আশ্বাসান্বিত করিয়া বিদায় করিলেন। (পরে ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে দেবগণ পৃথিবীর ভার অপনোদনের নিমিত্ত স্ব স্ব অংশে ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী মধুসূদনের নিকট গমন করিয়া "সেই পুরুষোত্তমকে ইন্দ্র পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, আপনি অংশ দ্বারা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হউন, হরিও তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন।" অনন্তর ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বসু, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের অংশে মহাপরাক্রান্ত পাণ্ডব ও অন্যান্য রাজন্যগণ এবং বিষ্ণুর অংশে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।) অন্য স্থানে উক্ত হইয়াছে, যিনি সনাতন নারায়ণ, তাঁহার অংশে মর্ত্তলোকে প্রতাপবান্ বাসুদেব অবতীর্ণ হইলেন। আদিপর্ব্ব, ৬৭ অঃ।

হরিবংশ পর্ব্বের ৫৪।৫৫ অধ্যায়ে এই শেষাংশ কিছু ভিন্নভাবে বর্ণিত দেখা যায়। যথা—দেবগণ স্ব স্ব অংশে মর্ত্তে পঞ্চ পাণ্ডবাদি রূপে অবতীর্ণ হইবার পরে দেবর্ষি নারদ নারায়ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "যখন দেবগণ স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তুমি কি হেতু বসুন্ধরার ভারোদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইলে না? যে সকল দেবতা অংশে অবতীর্ণ

হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের সহায় হইয়া কার্য্যে প্রেরণ করিলে, তবে তাঁহারা কার্য্যভার হইতে সমুত্তীর্ণ হইবেন। তোমার অংশাবতার না থাকাতে আমি দ্রুতপদে এই সুরসভায় আগমন করিতেছি। তোমাকে প্রেরণ করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

এইরূপ নারদের সাগ্রহ পরামর্শ ও অনুরোধে নারায়ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কংসাদি অসুরগণের মধ্যে যে যেরূপে বিনষ্ট হয়, আমি স্বয়ং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সেইরূপে বিনাশ করিব। আমার যোগবলে তাহাদিগের মায়া নাশ হইবে।" ইত্যাদি বলিয়া "লোকপিতামহ ব্রহ্মার নির্দ্দেশ অনুসারে গোকুলের রাজা বসুদেব ও কংস-ভগ্নী দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।" এই স্থলে উক্ত হইয়াছে, "ভগবান্ নারায়ণ দেবগণকে দেবতাশূন্য স্বর্গলোকে গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া স্বয়ং ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরভাগে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় সুমেরু পর্ব্বতের যে সুদুর্গম গুহা তাঁহার ত্রিপাদ বিক্রমে চিহ্নিত ছিল, যে গুহা প্রতিপর্ব্বেই পূজিত হইয়া থাকে, উদারধী নারায়ণ তথায় স্বীয় পূর্ব্বতন দেহ বিন্যস্ত করিয়া বসুদেব-গৃহে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেন।" এইরূপ বর্ণনায় হরিবংশে পৌরাণিক উপন্যাসের আকার পরিস্ফুট হয়। যাহা হউক, হরিবংশের অন্যত্র (বিষ্ণুপর্ব্বে) দেবকীর সপ্তম গর্ভে (অনন্তের অংশে) বলরাম এবং অষ্টম গর্ভে বিষ্ণুর অংশে অর্দ্ধরাত্র সময়ে অভিজিৎ নক্ষত্রে ও বিজয় মুহূর্ত্তে কৃষ্ণের জন্ম উল্লিখিত আছে। * অন্যত্র ব্রজগোপিকাসহ তদীয় বিহার ও রাসলীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের জন্মসময় বায়ুপুরাণেও ঠিক এইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—

অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী।
মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দ্দনঃ॥ ৯৬ অঃ

দেবক্যজনয়দ্বিষ্ণুং যশোদা তাং তু দারিকাম্।
মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রাপ্তে সার্দ্ধরাত্রে বিভূষিতে॥ ৪।১৪।
অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী।
মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দ্দনঃ॥
অব্যক্তঃ শাশ্বতঃ সূক্ষ্মো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ৪।১৭।

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে,—

প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।

উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥ ৫ অং ১ অঃ

অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী রাত্রিকালে আমি উৎপন্ন হইব।

এই সকল প্রমাণে কৃষ্ণের জন্মকাল তিথি-নক্ষত্রাদি দ্বারা সূচিত হইল বটে, কিন্তু বর্ষরীত্যনুসারে এখন হইতে কত পূর্ব্বে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা প্রগাঢ় জ্যোতিষিক গণনা ব্যতীত নির্ণয় করা যায় না।* সে অধ্যবসায় উপযুক্ত ব্যক্তির স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া আমরা তজ্জন্য অন্য প্রমাণের আশ্রয় লইতেছি। সে প্রমাণ আমাদের—

সুপ্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণী। ইহা একখানি ভারতের ইতিহাস গ্রন্থ। ১০৭০ শকাব্দে † অর্থাৎ এখন হইতে ৭৬৯ বৎসর অতীত হইল, কহ্লণাচার্য্য কাশ্মীর রাজবংশের ইতিবৃত্ত, বহু ইতিহাসাদি গ্রন্থ পাণ্ডিত্য সহকারে আলোচনা করিয়া, ইহাতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রয়োজনানুরোধে ইনি বলিয়াছেন, কাশ্মীরের

---

* বৈষ্ণবাচার্য্য জীবগোস্বামী স্বীয় "গোপাল চম্পূ"র (পূর্ব্বচম্পূ, তৃতীয় পূরণ) ৭৬ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

অষ্টাবিংশচতুর্যুগে কলিশিরঃ সম্মর্দ্য বৈবস্বতে

ভাদ্রান্তর্ব্বহুলাষ্টমীমনু বিধোঃ পুত্রে বিধোরুদ্গমে।

যোগে হর্ষণনাম্নি শুদ্ধবিধিভে পূর্ণঃ পরঃ শ্রীবিধু-

র্নন্দন্নন্দবধূমুদে স্বয়মুদৈদহ্নায় ধুন্বংস্তমঃ॥৭৬ ইত্যাদি

অনুবাদ—"বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে কলি শির সংমর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ কলির প্রথম ভাগ পরাভব করিয়া ভাদ্র মাসের অন্তর্গত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে, চন্দ্রের উদয় হইলে হর্ষণ নামক যোগে দোষস্পর্শ রহিত রোহিণী নক্ষত্রে আনন্দদায়ক অথচ পূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র * * * * প্রাদুর্ভূত হইলেন।" রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ কৃত।

কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া জীবগোস্বামী এই কৃষ্ণজন্মকাল যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। ইহাতে মোটামুটি এই জানা যায় যে, কৃষ্ণ বৈবস্বত মন্বন্তরের বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম ভাগ অতিক্রম করিয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে প্রথম ভাগ কলির কত গতাব্দ, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে কৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বুঝিতে হয়।

† লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।

সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥ ১।৫২

রাজা প্রথম গোনন্দ জরাসন্ধ, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, প্রথম গোনন্দ ও তৎপুত্র জরাসন্ধের পক্ষ হইয়া কৃষ্ণ ও যাদবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রমান্বয়ে নিহত হইয়াছিলেন। * কহ্লণ গোনন্দ-বংশানুচরিত পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, যে ১ম গোনন্দ কুরু পাণ্ডব-দিগের সমসাময়িক বিধায় কলির ৬৫৩ অব্দ গতে † উঁহাদের বিদ্যমানতার কাল। ভারত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, কুরু পাণ্ডবেরা এক অব্দে জন্মলাভ করেন নাই, সুতরাং গ্রন্থকার স্বীয় উক্তিতে যে "অভূবন্" ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি বা কেবল বিদ্যমানতা অর্থে গ্রহণ না করিয়া উঁহাদিগের অভ্যুদয় দ্যোতক মনে করা সঙ্গত হইবে। ‡ কহ্লণের নির্দ্ধারণ অনুসারে কলির গতাব্দ ৬৫৩, বর্ত্তমান ৫০১৮ গতাব্দ হইতে বিয়োগ করিলে ৪৩৬৫ অবশিষ্ট থাকে; অতএব এখন হইতে তত বৎসর পূর্ব্বেই কুরু পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল ইহা স্থির করিতে হইবে। আর ইহাকে খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিতে হইলে খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দ স্থির করা উচিত হয়। ইহার পরে পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান, তদনন্তর অক্ষক্রীড়া, যাহার ফলে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবদিগের ত্রয়োদশ বর্ষ নির্ব্বাসন, ইহার পরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উভয়ের হিতার্থ সন্ধির প্রস্তাব, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক তাহা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, তদনন্তর ভারত মহাসমরের জন্য যুদ্ধের উদ্যোগ, এই সকল কার্য্যে সর্ব্ব সমেত ২০ বৎসর অতিবাহিত হওয়া সুসম্ভব বিবেচনা হয়। অতএব কুরুক্ষেত্র সমরের কাল, কলির ৬৭৩ গতাব্দে

---

* যখন প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন সহকারী মিত্র রাজন্যদিগের মধ্যে কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। ইনিই বোধ হয় কহ্লণোক্ত প্রথম গোনন্দ। *

† শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভূবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥ ১।৫১।

‡ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদীয় বিধবা বিবাহ বিচার পুস্তকে অভূবন্ ক্রিয়ার ঐরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন।

---

* কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দো দরদাধিপতির্নৃপঃ।
দুর্য্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ॥

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৩৪ অঃ।

বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা খৃষ্টাব্দের অনুপাতে খৃঃ পূঃ ২৪২৮ অব্দ গণিত হয়। এই ভারত সমরের কাল লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু বিষ্ণুপুরাণোক্ত পরীক্ষিতের কাল নির্ণয় ব্যপদেশে বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণের জ্যোতিষিক উক্তি বিচার করত অনেক দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, ভারত মহাযুদ্ধের কাল খৃঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দের অধিক যেন কেহ মনে না করেন। * এরূপ দৃঢ় নির্দ্দেশ উপরি উক্ত কহ্লণাচার্য্যের নির্দ্দেশের সহিত তুলনায় বঙ্কিমের কাল অনেক অন্তর অর্থাৎ সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী হয়। এক্ষণে কাহার নির্দ্দেশ গ্রহণীয় হইবে? কহ্লণ যেরূপ হেতুবাদ দেখাইয়াছেন, তাহা বঙ্কিমবাবুর প্রদর্শিত পরীক্ষিতের পুরাণোক্ত রাশি-নক্ষত্রাশ্রিত কাল অবলম্বনে ভারত মহাসমরের কাল অবধারণ অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চয়বোধক, সুতরাং শ্রদ্ধেয় হইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষণে ভারতসমর কালে পাণ্ডব ও কৃষ্ণের বয়ঃক্রম কত হইয়াছিল, তাহা অবধারণের চেষ্টা করা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি মতে কৃষ্ণের বয়ঃক্রম শত বর্ষের অতীত হইলে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। † এই সময়ে তিনি দুর্ব্বাসা ও গান্ধারীর অভিশাপ স্মরণ করিয়া যোগস্থ অবস্থায় তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। গান্ধারী কৃষ্ণের প্রতি এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন যে, এখন (কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসান) হইতে ৩৬ বৎসর গত হইলে যেন তোমার বংশ, পুত্র ও অমাত্যাদির নিধন দেখিয়া বনচারী অবস্থায় মৃত্যু হয়। ‡ যদি কৃষ্ণের মৃত্যুকালীন বয়ঃক্রম শতাধিক বর্ষ স্থলে ১০২ বৎসর § ধরা যায়, তাহা হইলে উহার ৩৬ বৎসর

---

* তদ্রচিত কৃষ্ণচরিত ৫ পরিচ্ছেদ দেখ।

† ভারাবতারণার্থায় বর্ষাণামধিকং শতম্।
ভগবানবতীর্ণোঽত্র ত্রিদশৈঃ সংপ্রসাদিতঃ॥ বিষ্ণু পু, ৫ অং ৩৭ অঃ

‡ ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ॥
কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি॥ স্ত্রী পর্ব্ব, ২৫ অঃ

§ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মৃত্যুকালে শতাধিক অর্থে ১২৫ বৎসর বলেন, পরন্তু ইহা সঙ্গত মনে হয় না। সেরূপ হইলে মূলেই তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সম্ভব ছিল, ১৷২৷৩ বৎসর অধিক বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হয় নাই, ইহাই বুঝা উচিত।

পূর্ব্বে অর্থাৎ কৃষ্ণের (অর্জ্জুনেরও) ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রমে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল স্থির করিতে হইবে। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বয়ঃকালের সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও সুবিধার জন্য উঁহাদিগকে সমবয়স্ক বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। সুতরাং উঁহাদের জন্মকাল ৬০৭ কল্যব্দ=২৪৯৪ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতেছে।* কথিত আছে মহাসমরকালে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ ছিল, তখন পরীক্ষিৎ উত্তরার গর্ভে অবস্থিত। কৃষ্ণ তাঁহাকে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র লইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধের এক বৎসরের মধ্যে পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ হস্তিনায় অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অশ্বমেধের পরে কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে করিতে যথাকালে প্রভাস যুদ্ধা-বসানে স্বীয় মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে অর্জ্জুন দ্বারকায় আহূত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে অর্জ্জুন হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, পরীক্ষিৎকে হস্তিনা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানে গমন করিয়াছিলেন। তখন পরীক্ষিতের বয়স ৩৭।৩৮ বৎসর হওয়াই সম্ভাবিত। এই সময়কে যদি পরীক্ষিতের সময় ধরা হয়, তাহা হইলে উহা কলির ৭১১-১২ গতাব্দ অবধারণ করিতে হইবে। এক্ষণে জ্যোতিষ গণনায় কত দাঁড়ায়, তাহা বলিতে পারি না।

অতঃপর কৃষ্ণের যৌবনকাল অবধারণের চেষ্টা করা যাইতেছে।—

ইতিপূর্ব্বে হরিবংশের আলোচনায় (৩৩ পৃঃ) জানা গিয়াছে, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণান্তে ব্রজে আসিয়া স্বীয় কৈশোর বয়ঃ † সমুত্তীর্ণ অর্থাৎ ১৬ বৎসরের হইলে গোপযুবতীগণের সহিত কিছুদিন রমণপর ছিলেন। তদনন্তর প্রাপ্তযৌবন হইয়া তিনি বলদেবের সহিত বিদ্যার্জ্জনের জন্য অবন্তীপুরবাসী সন্দীপনি মুনির আলয়ে গিয়াছিলেন। ‡ তাঁহারা ৬৪ দিনে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গুরুদক্ষিণা

* শ্রুত হওয়া যায়, কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত কৃষ্ণজন্মের গ্রহ তারার সংস্থান বিচার করিয়া কৃষ্ণের একখানি জন্মপত্রিকা সম্প্রতি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা কৃষ্ণের জন্ম, কল্যব্দ ১৬৩৩ ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী বুধবারে স্থির করেন। কিন্তু তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ গণনা হইতে কৃষ্ণের জন্মকাল সহস্রাধিক বর্ষ অগ্রবর্ত্তী হয়। পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয় ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল যেরূপ জানা যায়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে, কৃষ্ণের এই জন্মকাল অবশ্য বিশ্বসনীয় নহে। অতএব বোধ হয়, হয়ত নব্য জ্যোতিষীদের গণনায় কোথাও ভ্রম প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

† কৈশোরমা পঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃ পরম্।—শ্রীধর, ভাগবত ১০ম। ১২ অঃ টীকা।

‡ স কৃষ্ণস্তত্র বলবান্ রৌহিণেয়েন সংগতঃ।
মথুরাং যাদবাকীর্ণাং পুরীং তাং সুখমাবসৎ ॥১

দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবার পরে পিতৃষ্বস্রীয় পাণ্ডবগণের তত্ত্ব লইবার জন্য অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, সে সময়ে কুন্তীসহ পাণ্ডবদিগের বারণাবতে বাস করার জন্য জতুগৃহ দাহের সহিত তাঁহারাও মৃত হইয়াছেন, এই জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাই অক্রূর প্রেরণের কারণ হইতে পারে। যাহা হউক, জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণ পরিচয়ে ছদ্ম ভাবে যখন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হয়। ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া উঁহাকে লাভ করেন। এ সময় পাণ্ডবেরাও অবশ্য সম্প্রাপ্ত-যৌবন। স্বয়ংবর সভায় বলদেব সহ কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, তিনি পাণ্ডবদিগকে প্রথম চিনিতে না পারিয়াও, দ্রৌপদীলাভে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অর্জ্জুনসহ অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত রাজন্যবর্গকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণ প্রচ্ছন্নভাবে অনুসন্ধান করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহাদের অভিনব বাসস্থানে গিয়া তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর, কৃষ্ণ ও অন্যান্য গুরুজনের মধ্যস্থতায় পাণ্ডবদিগের আংশিক রাজ্যলাভ, তৎপরে দিগ্বিজয়, তদনন্তর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন। ইহাকেই পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয়কাল বলা হইয়াছে। কথিত রাজসূয় যজ্ঞ কৃষ্ণের পরামর্শ ও বিশিষ্ট সহায়তায় সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার অল্প দিন পরেই ঈর্ষ্যাপরবশ-কৌরবদিগের দুরভিসন্ধিতে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় এবং তাহার ফলে ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী অরণ্যবাস ভোগ। তন্মধ্যে শেষ বৎসরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহ বিরাটরাজ-ভবনে ছদ্মবেশে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে এক বৎসর উপপ্লব্য নগরে রাজ্যহীন অবস্থায় থাকা কালে, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের যথোচিত চেষ্টা ব্যর্থীকৃত হইলে, ভারত মহাসমরের উদ্যোগ, তদনন্তর প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটন হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত মতে কৃষ্ণের বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে উল্লিখিত ব্যাপারসমূহ ক্রমান্বয়ে নিষ্পন্ন হইতে সম্ভবতঃ (২০ + ১০) ৩০ বৎসর ধরিয়া তাহা ঐ ৬৬ হইতে বাদ দিলে গুরুগৃহে যাইবার পূর্ব্বেই তিনি সম্প্রাপ্তযৌবন, ইহা সূচিত হইয়া থাকে।

প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু যুক্তো রাজশ্রিয়া জ্বলন্।
চচার মথুরাং বীরঃ সরত্নাকরভূষণাম্ ॥২
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সহিতৌ রামকেশবৌ।
গুরুং সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তিপুরবাসিনম্ ॥৩ (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৩৩ অঃ)

উপরি উক্ত রূপে শ্রীকৃষ্ণের যৌবনকাল হইতে শতবর্ষাধিক বর্ষ পরমায়ুঃ কাল পর্য্যন্ত পাণ্ডবদিগের সাহচর্য্যের উল্লেখ মাত্র করিয়া এক্ষণে তাঁহার অবতারত্বের পরিচয় ঐ কালে যেরূপ পাওয়া যায়, তাহার অনুধাবনের চেষ্টা করিব।

এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, (কৃষ্ণের জন্মাবধি বাল্যকাল পর্য্যন্তের ঘটনা-বলি ভারত ও পুরাণাদিতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত ও অমানুষিকত্বে পরিপূর্ণ। এই সকলে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণের অবতারত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐ সমস্তে আস্থাবান্ নহেন, তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য আমরা কৃষ্ণের যৌবন হইতে পরবর্ত্তী কালের ঘটনা কয়েকটী আলোচনা করিয়া দেখিব, তাহাতে কৃষ্ণের অবতার-রহস্যের ঐতিহাসিক ভাব কিরূপ ব্যঞ্জিত হয়।

প্রথমতঃ মহাভারতের সভাপর্ব্বে উক্ত আছে, রাজা যুধিষ্ঠির অতি সমারোহের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ ৪৩৫০ কল্যব্দে)। ঐ যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতীয় তাবৎ রাজন্যবর্গের সহিত দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ আমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভা বহু বেদবেদাঙ্গবেত্তা প্রাচীন ঋষি, মুনি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বারাও পরিশোভিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবদিগের মাতুলপুত্র এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের শ্যালক। রাজসূয় যজ্ঞসভায় আহূত রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকে প্রবল পরাক্রান্ত বীর, বিখ্যাত যোদ্ধা এবং শাস্ত্রজ্ঞও ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সভাস্থদিগের মধ্যে কাহাকে প্রথম অর্ঘ্য দেওয়া হইবে, পিতা-মহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করণানন্তর তদীয় উপদেশক্রমে কৃষ্ণকেই উক্ত অর্ঘ্যদানের সুযোগ্য পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠির ঐ অর্ঘ্য কৃষ্ণকেই প্রদান করিলেন, কৃষ্ণও তাহা গ্রহণ করিলেন। পরক্ষণে কৃষ্ণদ্বেষী * চেদিরাজ (যিনিও পাণ্ডবদিগের ন্যায় কৃষ্ণের পিতৃস্বসৃপুত্র) সভাস্থ কোন কোন রাজাদের মুখপাত্র হইয়া এই অর্ঘ্যদান ব্যাপার লইয়া ঘোরতর প্রতিবাদ করত কৃষ্ণকে

---

* রুক্মিণীর সহিত শিশুপালের বিবাহ অবধারণ হইবার পরে রুক্মিণীর অভিপ্রায় মত কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ দ্বারা হরণ করিয়া পশ্চাৎ (গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস বিধানে) তাঁহার পাণি-পীড়ন করিয়াছিলেন। ইহা কৃষ্ণ বিদ্বেষের অন্যতম কারণ হইতে পারে।

প্রথম অর্ঘ্যদানের নিতান্ত অযোগ্য পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তৎসহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরাদিকেও অত্যন্ত নিন্দাসূচক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহামতি প্রবীণ ভীষ্ম তৎপ্রত্যুত্তরে কৃষ্ণের বংশগৌরব, তেজ, বল, পরাক্রমাদি বিষয়ের উৎকর্ষ উল্লেখ করেন, অধিকন্তু সভাস্থ লোকের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বেদজ্ঞ বলিয়া কৃষ্ণ-পক্ষ যথোচিত সমর্থন করেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণাপেক্ষা বীর্য্যশালী ও বহুগুণসম্পন্ন আর কেহই সভায় উপস্থিত নাই। * ইত্যাদি। ভীষ্মের এই প্রত্যুত্তর মধ্যে কৃষ্ণ "ঈশ্বর" ও জগদ্‌গুরু ইহাও ব্যক্ত হইয়াছিল। এদিকে রাজা শিশুপালও উহার তীব্রতর প্রতিবাদ করিয়া কৃষ্ণকে তদীয় নানাবিধ কৃত-কার্য্যের উল্লেখ করিয়া পাপাচারী, নীচাশয় প্রভৃতি নিন্দাসূচক কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। কেবল তাহাই নহে, সভাস্থ কৃষ্ণদ্বেষী রাজন্যগণকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিয়া স্বয়ং সেনাপতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও তৎপক্ষীয় কৃষ্ণ-প্রমুখ রাজন্যগণকে বিনাশ ও তৎসঙ্গে যজ্ঞ পণ্ড করণের অভিপ্রায়ে যুদ্ধের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরন্তু শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া তৎকর্ত্তৃক অনতিবিলম্বে নিহত হন এবং সহযোগী যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করেন। উক্ত হইয়াছে, শিশুপাল নিহত হইলে উঁহার দেহ হইতে তেজোরাশি বহির্গত হইয়া কৃষ্ণের দেহ মধ্যে লীন হয়। (৩৫ অঃ) ইহা সভাস্থ ভূপতিগণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরন্তু, উল্লিখিত মহতী সভায় কৃষ্ণবিষয়ক তাদৃশ তীব্র প্রতিবাদ হইতে ইহা উপলব্ধ হয় যে, কৃষ্ণের শৈশবে ও বাল্যজীবনে যে সকল অতিমানুষিক (যাহাকে বঙ্কিম বাবু অতিপ্রকৃত শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন) কার্য্য সম্পাদিত হওয়া কথিত হইয়াছিল, তাহা গোকুলের গোপমণ্ডলীর ভিতর নিবদ্ধ থাকা ভিন্ন অন্যত্র ও সভ্যসমাজে কৃষ্ণের অবতারত্বের পরিচায়ক রূপে গৃহীত হয় নাই। অধিকন্তু যখন জানা যায় যে, উক্ত রাজসূয় যজ্ঞে সমাহূত ব্রাহ্মণদিগের পদপ্রক্ষালনের ভার কৃষ্ণ নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া, সাধারণ্যে না হউক, অনেকের মধ্যে পরিচিত থাকিলেও পদপ্রক্ষালনরূপ হীন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে অবশ্য ঘোরতর আপত্তি

---

* বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলঞ্চাপ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে॥ সভা প, ৩৮ অঃ

উপস্থিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কতিপয় লোকে কৃষ্ণকে অবতার রূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই রাজসূয় যজ্ঞের অব্যবহিত পরে অক্ষক্রীড়ার ব্যাপার, তাহা হইতে পাণ্ডবদিগের ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস ও অজ্ঞাতবাস, তদনন্তর এক বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-সমর উপস্থিত হয়। সমরের অব্যহিত পূর্ব্বে কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া নিজে মধ্যস্থ হইয়া সন্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কুরুপাণ্ডবদিগের প্রতি স্বীয় তুল্য-আত্মীয়তা, সহৃদয়তা এবং রাজনীতিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, বরং তাঁহাদের হিতকর সন্ধির প্রস্তাব দুর্য্যোধনাদির গ্রহণীয় না হওয়ায় তৎকর্তৃক তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখার যে উদ্যোগ হইয়াছিল, সুচতুর কৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় কোন শক্তিবিশেষ দ্বারা বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া কৌরবদিগের সকাশ হইতে চলিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। এই কালে কেবল বিদুর কৃষ্ণকে মহাপ্রভাবশালী ও সংসারের নিয়ন্তা অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলে পরাভব অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রকে, পরে দুর্য্যোধনাদিকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণের কোনরূপ অমানুষিকত্বে আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। (উদ্‌যোগ পর্ব্বের ভগবদ্‌যান পর্ব্ব দেখ) ইহাতে উপলব্ধি হয় যে, কৃষ্ণ তখনও অবতাররূপে সাধারণ্যে স্বীকৃত হন নাই।

ইহার পরে আমরা ভারত মহাসমরে কৃষ্ণ কি ভাবে বা কিরূপে লিপ্ত থাকিয়া কিরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবের তুল্যসম্পর্কীয় ছিলেন, এ জন্য কুরুক্ষেত্র সমরে উভয় যোদ্ধৃপক্ষের কোন পক্ষে যোগ দিতে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। পরে একপক্ষে যুদ্ধার্থ তাঁহার এক অক্ষৌহিণী সৈন্য দান ও প্রতিপক্ষে স্বয়ং যুদ্ধ ব্যতীত অন্যরূপে সহায়ক হইবেন অবধারিত হয়। দুর্য্যোধন সৈন্য লওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি সৈন্য লইয়াছিলেন, আর অর্জ্জুন একা কৃষ্ণকেই লইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের ঈদৃশ কার্য্যে তাঁহার নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অমানুষিকত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে গিয়া অর্জ্জুনের সারথ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া-

ছিলেন। তবে ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধকালে যুদ্ধ হইতে নির্লিপ্ত থাকার স্বীয় প্রতিজ্ঞা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া একবার চক্র লইয়া পদব্রজে ভীষ্মকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন উহা তৎক্ষণাৎ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে চক্র ব্যবহারে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনুষ্যোচিত ভ্রান্তিরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৎপরে যুদ্ধ ব্যাপারে তাঁহার এমন কোন কার্য্য দেখা যায় নাই, যাহা অমানুষিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তবে যখন উত্তরার গর্ভ নাশ করিবার জন্য অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রযুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা উহা রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা ভারতে ও অন্যত্র উল্লিখিত আছে। ফলতঃ এতাদৃশ ব্যাপার কবিকল্পনাবিজৃম্ভিত ভিন্ন আর কি মনে করা যাইতে পারিবে? যাহা হউক, এই গর্ভস্থ শিশু অর্থাৎ ভাবী পরীক্ষিৎ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে মৃতবৎ দেখিয়া পৌরনারীরা বিশেষতঃ উত্তরা রোদনপরায়ণা হইয়া যাহাতে শিশুটি জীবিত হইয়া উঠে তজ্জন্য কৃষ্ণকে বহু মিনতি ও অনুরোধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণও সকলকে আশ্বাস দিয়া পশ্চাৎ শিশুটিকে উজ্জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন। যে কার্য্য এক্ষণে ডাক্তারদের দৈনন্দিনী ঘটনা বলিলেও হয়, তাহা কৃষ্ণ সম্পাদন করিয়া সে সময়ে রাজপুরনারী ও অন্যান্যকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। যদিও ইহাতে অলৌকিকত্ব ছিল না, তথাপি এই ব্যাপারে পৌরনারীরা মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণের যেন ঐশী শক্তিরই পরিচয় পাইয়াছিল।

এইরূপ মহাভারতের স্থানে স্থানে—যেমন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা, বিনা ভোজনে সশিষ্য দুর্ব্বাসার আতিথ্য সৎকার ইত্যাদি—অনেক অনৈসর্গিক বর্ণনা আছে, তাহাদের ভিত্তি কবিকল্পনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ফলতঃ ইত্যাকার কার্য্যে কৃষ্ণের অবতারত্ব ভাব অল্প লোকের মনেই স্থান পাইয়াছিল, প্রতীতি হয়। অতএব ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, কৃষ্ণের দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন কোন বিশেষ ঘটনা জানা যায় নাই, যাহা সাধারণ্যে তাঁহার অবতারত্বের পরিচায়ক হইতে পারিয়াছিল; অন্য পক্ষে ইহা মনে করিতে পারা যায়, যদি কৃষ্ণের প্রকৃত ঐশী বা অমানুষী শক্তিই থাকিত, তাহা হইলে জরাসন্ধ ও কালযবন প্রভৃতির বধ এবং আত্মরক্ষার জন্য এত যুদ্ধ ও কৌশলবিস্তার করার আবশ্যক হইত না। তদ্ভিন্ন, সেরূপ শক্তিসম্পন্নের পক্ষে কুরু ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে

মৈত্রী সংস্থাপন, ভারতের ক্ষত্রিয়-কুল ধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্রের তথা প্রভাসের যুদ্ধ নিবারণ কি অসম্ভব হইত? আরও স্বীয় বন্ধুপুত্র অথচ প্রিয় ভাগিনেয় অভিমন্যুর তাদৃশ অসহায় অবস্থায় শত্রুব্যূহ মধ্যে মৃত্যু সংঘটন, তথা অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক পাণ্ডব ভ্রমে পাণ্ডবশিশুগণের লোমহর্ষণ গুপ্ত শিরশ্ছেদন কি নিবার্য্য হইতে পারিত না? অপিচ কৃষ্ণ ভগবচ্ছক্তি সম্পন্ন হইলে কালযবনকে দুর্দ্দম্য জ্ঞানে এবং জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা রাজধানী ত্যাগ করত দ্বারকায় রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্বগোষ্ঠী ও সৈন্যসামন্তসহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন না।* কিং বহুনা, স্বীয় পত্নীগণকে—অধিক নয়, প্রধানা মহিলা কয়েকজনকেও, রক্ষা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বে তাহার কোন অব্যর্থ উপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ হওয়া কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত? কদাচ নহে। যদি বল "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" কৃষ্ণের অবতারত্বের এই সকল হেতুবাদ আছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সকল কার্য্য একজন আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজার কর্ত্তব্য মধ্যেই ধরা যাইতে পারে। † অতএব কৃষ্ণ যদি ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহাকে কখন অমানুষ অর্থাৎ অবতার বলিয়া মনে করার কোন কারণ হইতে পারে না। যাহা হউক, বোধ হয়, কৃষ্ণের তথা কথিত অবতারত্ব বোধক কার্য্যনিচয় তাঁহার মৃত্যুর বহু পরবর্ত্তী কালে মূল মহাভারত, হরিবংশ ও বৈষ্ণব পুরাণাদিতে ক্রমশঃ কবিত্ব সহকারে বর্ণিত হইয়া বিনিবেশিত ও প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। নতুবা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে অত্যল্প সংখ্যক আত্মীয় ও স্বপক্ষীয় লোক ব্যতীত অপর সাধারণে অবতার বলিয়া যে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিহাস পৃথিবীর অন্যান্য

---

* এবং দ্বারাবতীঞ্চৈব পুরীং প্রাপ্য সবান্ধবাঃ।
সুখিনো ন্যবসন্ রাজন্ স্বর্গে দেবগণা ইব॥ ৩৪
কৃষ্ণোঽপি কালযবনং জ্ঞাত্বা কেশিনিসূদনঃ।
জরাসন্ধভয়াচ্চৈব পুরীং দ্বারাবতীং যযৌ॥ ৩৫

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৫১ অঃ

† নিগ্রহেণ চ পাপানাং সাধুনাং সংগ্রহেণ চ।
যজ্ঞৈর্দ্দানৈশ্চ রাজানো ভবন্তি শুচয়োঽমলাঃ। মহা, শা, ৯৭।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা তথাকথিত অবতার সম্বন্ধে যেরূপ সাক্ষ্য দেয়, তাহাও এইরূপ। সকলেই জানেন, সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্বার্থত্যাগী যীশু খ্রীষ্ট যতদিন ধরাধামে ছিলেন, ততদিন কেবল তাঁহার শিষ্য সেবকের মধ্যে কয়েকজন তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত এবং তদীয় ধর্ম্মোপদেশ ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। তিনি মানবলীলা সংবরণ করিবার অনেক পরে ঐ বিশ্বাস তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে সমাজস্থ লোকের মধ্যে ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়াছিল। আবার কতক লোক প্রথম প্রথম যীশুর ধর্ম্মমতে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার বিদ্বেষী বা শত্রুও হইয়াছিল। ঠিক এইরূপ ঘটনা আমাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঘটিয়াছিল মনে করিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, ইহা চিন্তার বিষয় হইতে পারে বটে, যে আর্য্যসমাজে বেদ অপৌরুষেয় ও শব্দব্রহ্ম বলিয়া সমাদৃত ছিল, ঐ বেদ ও স্মৃত্যাদিত ধর্ম্মকার্য্য ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং শিষ্টগণের অনুসেবিত সদাচার অবলম্বিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল, সেই সমাজে কিরূপে বা কি দুর্দ্দৈব বশতঃ ঐ পবিত্র বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র বহিভূর্ত কতকগুলি পুরাণাদি নামের শাস্ত্র, বিশেষতঃ তত্তদুক্ত উপধর্ম্ম ও আচারাদি লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিল? পরন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে প্রতীত হইবে যে, কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আর্য্যসমাজের এরূপ এক অনুকূল অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে প্রোক্তরূপ ঘোরতর পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে, অর্থাৎ পৌরাণিক কোন কোন উপধর্ম্ম ও তদুক্ত আচারাদি, বেদ ও সদাচার-সম্মত না হইলেও, আর্য্যসমাজে স্থান লাভে সমর্থ হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা আর্য্য সমাজের সেই শোচনীয় পরিবর্ত্তিত অবস্থার পরিচয়ের কিছু চেষ্টা করিব।

প্রাচীন আর্য্য-ইতিহাস-পাঠী অবগত আছেন, পুরাকালে এক সময়ে ভারত পরশুরাম কর্ত্তৃক প্রায়শঃ নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল, কাল পরিবর্ত্তনে সেই ক্ষত্রিয়কুল পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভারতে ক্ষাত্রধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই রাজন্যকুল পুনর্ব্বার অবসন্ন হইয়া পড়ে। পাঠকদিগের ইহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে, উপরি উক্ত ক্ষত্রিয়কুল-বিধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের যুদ্ধ ৩৫।৩৬ বর্ষ ব্যবধানে সংঘটিত হওয়ায় (অন্যান্য বহু খণ্ড-যুদ্ধের কথা না ধরিলেও) তাহার ফলে ভারতীয় রাজন্যকুল পরিক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ধেতু ভারত রাজ্য শাসনে ক্ষত্রিয় রাজার

বিরলতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন, ইহা অনুমেয় যে, তাদৃশ যুদ্ধজনিত বহু-লোক ক্ষয়ের পরে আর্য্য সমাজে বহু সঙ্কর বর্ণের (অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ) অপরিহার্য্যত্ব, তৎসঙ্গে পূর্ব্ব প্রচলিত বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও আচারগত নানাবিধ বিশৃঙ্খলত্বও উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ইহা প্রাচীন সমাজের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ বলিলেও, বোধ হয়, সত্যের অপলাপের ভয় নাই। এতদ্ভিন্ন, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন আর্য্যসমাজে কতক কতক চার্ব্বাকমত এবং শূন্যবাদ বৌদ্ধমত লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে অনেক অনেক বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জানা যায় ক্রকুচ্ছদ, কনকমুনি, কশ্যপ ও শাক্যসিংহ ইঁহারা ক্রমান্বয়ে খৃঃ পূঃ ৩১০১, ২০৯৯, ১০১৪ এবং ৬২৩ অব্দে জন্মলাভ করিয়া তত্তৎকালিক আর্য্য সমাজে বৌদ্ধ মত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, অনেকানেক হিন্দু নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের নাম এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ * করিয়া ৩২৬—২৯২ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ইনি পেশোয়ার হইতে বিহারের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। মহারাজ দ্বিতীয় অশোক খৃঃ পূঃ ২৫৫ অব্দে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সুমেরু হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দেশ পরাজয় করিয়াছিলেন। ইনি রাজত্ব করিবার চারি বৎসর পূর্ব্বে (২৫১ খৃঃ পূঃ অব্দে) বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং রাজা হইয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে নিয়োগ করেন। কথিত আছে, এই অশোক স্বীয় রাজ্যের নানা স্থানে ৮৪০০০ চৌরাশী সহস্র বুদ্ধচৈত্য নির্ম্মাণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নানা নিয়ম ও উপদেশ রচনা করিয়া তাহা প্রস্তরে ক্ষোদিত করত স্থানে স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎপরে ইহা ভিন্ন বৌদ্ধ সদৃশ জৈন ধর্ম্মও হিন্দু সমাজে উদিত ও প্রচলিত হইয়াছিল। প্রায় এই সময় হইতে ম্লেচ্ছশক্তিও ভারতে

* বিষ্ণু পুরাণের মতে চন্দ্রগুপ্ত, নন্দবংশীয়গণ চাণক্য কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইলে, রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তাহাতে যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্তের ব্যবধান কাল ১১১৫ বৎসর হয়। বিষ্ণু পু,৪অংশ,২৪অঃ৬।৭

ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে প্রথম ভারতে প্রবেশ করেন। এই সকল কারণ পরম্পরায় প্রাচীন ভারতে সুদীর্ঘ কালব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্ম তথা সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় কোনও ইতিহাসপাঠী অস্বীকার করিবেন না। উক্ত দীর্ঘকালব্যাপী ধর্ম্ম-বিপ্লব জনিত আর্য্যধর্ম্মের বিধ্বস্তাবস্থার মধ্যে হিন্দু সমাজে কুমারিল ভট্ট ও আচার্য্য শঙ্কর ক্রমান্বয়ে উদিত হইয়া যদি তাৎকালিক বিশৃঙ্খল ও লুপ্তপ্রায় বৈদিক ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন ও যথাসম্ভব শৃঙ্খলাবন্ধন করিয়া না যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রাচীন বৈদিক ও স্মৃত্যুদিত ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র পর্য্যন্ত ভারতে বিদ্যমান থাকিত কি না সন্দেহ? কুমারিলের ধর্ম্মান্দোলন, তদন্তে শঙ্করের দিগ্বিজয়ের ফলে অনেক বৌদ্ধ রাজগণ পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং অনেক বৌদ্ধধর্ম্মী ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সমাজ হইতে অনেকটা তিরোহিত হয়। পরন্তু বিস্ময়ের বিষয়, পরবর্ত্তী কালে হিন্দু সমাজের নেতৃগণ শ্রীকৃষ্ণের পরে গৌতম বুদ্ধদেবকে ভগবান্ বিষ্ণুর অন্যতম অংশাবতার রূপে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অপিচ, বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত সদাচার ও সুনীতিকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক ঔদার্য্যেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। তবে ইহা অবশ্য অতি সত্য যে, বহুকালব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ও সংঘর্ষে, তথা ক্ষত্রিয় রাজশাসনের বিরলতায়, সঙ্গে সঙ্গে ম্লেচ্ছ রাজশক্তির ও তৎসহ ম্লেচ্ছ ধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে ক্ষতিগ্রস্ত, অন্য কথায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দু সমাজে বেদাদি শাস্ত্র চর্চ্চা অত্যন্ত খর্ব্ব ও উপেক্ষিত, সুতরাং তৎসহ স্মার্ত্তিককালীয় যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুপালন পূর্ব্বাবধি সমাজে চলিয়া আসিতেছিল, তাহার বিশেষরূপ উপেক্ষা বা উচ্ছৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, হিন্দু সমাজের এই ঘোরতর দুঃসময়ে সমাজনেতৃ মনীষীরা আর্য্য ধর্ম্মানুশাসন ও ক্রিয়াকলাপ এবং প্রাচীন বংশানুচরিত তথা বীরত্বাদির কথা যথাসম্ভব পরিচয়ার্থে অপিচ পূর্ব্ব আচরিত সুনীতি ও সদাচার রক্ষার অভিপ্রায়ে ঐ সকল বিষয় কথোপ-কথন প্রণালীতে সমাজের নানা স্থানে সূত জাতীয় লোক দ্বারা প্রচার করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই কথোপকথন সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক পুরাণাদির আকার ধারণ করিয়াছে।

দেখা যায়, অধিকাংশ পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, * কোন কোন পুরাণ আবার দশলক্ষণযুক্ত, অপর কতকগুলি সমস্ত পঞ্চলক্ষণ-বিশিষ্টও নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুরাণ-কথিত ধর্ম্মমত অনুসারে উহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইলেও সকল পুরাণের যেন এক প্রকার উদ্দেশ্য প্রতীত হয়, অর্থাৎ সকল পুরাণই যেন প্রাচীনকালীয় বিস্মৃত-প্রায় ইতিবৃত্ত, ধর্ম্মানুশাসন ও আচার ব্যবহারাদি সামাজিকদিগের মনে জাগরিত করিয়া দিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন, ইহাও দৃষ্ট হয় যে, কাল পরিবর্ত্তনে সামাজিকদিগের যেরূপ রুচি ও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার উপযোগী অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আচার ও ব্যবহার পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্মাদির সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল কারণে পুরাণের রচয়িতা এক ব্যক্তি কখন হইতে পারে নাই; অথচ কথিত হইয়া থাকে, একা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক সকল পুরাণই সংরচিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, পুরাণ সকল কালে কালে একাধিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত বা সংগৃহীত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে, এ জন্য ধর্ম্ম ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত প্রকাশের স্থান হইয়াছে, এমন কি, এক পুরাণের এক স্থানে এক মত, অন্য স্থানে তদ্বিপরীত মতেরও অবতারণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন মত পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবশ্য প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিতে হয়। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ স্বীয় ও সামাজিকগণের সময়োচিত পরিবর্ত্তিত রুচির অনুরূপ নূতন নূতন ধর্ম্মভাব ও আচারাদি প্রসঙ্গ পুরাণ বিশেষের মধ্যে ২ সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রচার করিয়াছেন, ইহা অবধারণ করা সঙ্গত হইলে, কৃষ্ণবিষয়িণী বহু আখ্যায়িকা ও অসঙ্গত লীলাদিও মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণ কয়েকখানির মধ্যে ২ সন্নিবেশিত হইয়া হিন্দু সমাজের পৌরাণিক কালের মধ্যে মধ্যে প্রচারিত হওয়াও সম্ভাবিত হয়।

এদিকে মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণের প্রচার কাল নির্ণয় করিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হয়, অথচ তাহাতে নিশ্চিত উক্তির কোন আশা নাই। পাশ্চাত্য

---

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।—বিষ্ণুপুরাণ।

কোবিদগণ উহাদের প্রচারকাল যেরূপ অপ্রাচীন অনুমান করেন, * আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা প্রায়ই তদপেক্ষা প্রাচীনতর কাল বিবেচনা করিয়া থাকেন। স্থূল কথা, পূর্ব্বোক্ত হিন্দুসমাজের দীর্ঘ অধঃপতনের কালের মধ্যে এতাদৃশ বেদাদি শাস্ত্রের ও শিষ্টাচারের অননুমোদিত বর্ত্তমান আকারের সপ্রক্ষিপ্ত পুরাণ সকল (মহাভারতও) যে প্রচারিত এবং সমাজের সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধ হয়। এতাবতা আমরা মনে করিতে পারি, প্রাচীন বৈষ্ণব পুরাণ এবং মহাভারতের হরিবংশ হইতে অপ্রাচীন ভাগবত প্রচারের কাল পর্য্যন্ত সমাজে একা কৃষ্ণই দেবতা বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছিলেন, কেননা, তখন রাধাশক্তির কথা কেহ শুনে নাই। এজন্য দেখা যায়, ভারতের অনেক মন্দিরে কেবল কৃষ্ণমূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত এবং একাল পর্য্যন্ত পূজিত হইতেছে। † পরবর্ত্তী অপ্রাচীন কালে অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রচারের কাল হইতে, অন্য কথায় রাধাশক্তির আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা পদ্ধতি (অবশ্য বৈষ্ণব সমাজ বিশেষে) প্রচলিত হইয়াছে উপলব্ধি হয়। এই প্রস্তাবের শাস্ত্রীয় আলোচনা কালে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অপ্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রণয়ন বা প্রচারের কালের কোন কথা বলি নাই। উইলসন্ সাহেব এই পুরাণকে সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন "এখন যে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত প্রচলিত, না হইলেও অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন নহে।" ‡ পরন্তু অনেকে আবার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বয়স তত অধিক বলিয়াও স্বীকার করেন না। যাহা হউক, বঙ্কিম বাবুর কথা স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত হিন্দুসমাজে ৭০০ বৎসরের বেশী পূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই। ইহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই সময় হইতে কৃষ্ণ একা অবতার সুতরাং দেবতারূপে পূজিত

---

* ডাক্তার বুহ্লার (Dr. Bühler) বলেন, খৃঃ ৩য়—৫ম শতাব্দীর মধ্যে মহাভারত প্রচারিত ছিল। অধ্যাপক জাফোলি বলেন, মহাভারত কিছুতেই খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন নহে। উইলসন সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণ খৃঃ দশম শতাব্দীতে ও শ্রীমদ্ভাগবত খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত।

† বালেশ্বর জেলার রেমুনা গ্রামে কেবল দ্বিভুজ মুরলীধর গোপীনাথ মূর্ত্তি বারাণসী হইতে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

‡ কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

না হইয়া তাঁহার শক্তি রাধাও তাঁহার সঙ্গে পূজিতা হইতে আরম্ভ হইয়াছেন। সুতরাং এই যুগল মূর্ত্তির প্রতিমা-পূজা, ভজন, সাধনও সমাজে তদবধি প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, এই পুরাণ প্রচার কালে হিন্দু সামাজিকদিগের শাস্ত্রচর্চ্চা, সুরুচি ও ধর্ম্মশাসন জ্ঞান এত দূর অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তদ্বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অতি অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য এবং অনেক স্থলে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ও অশ্লীলতা পূর্ণ লীলা-উপন্যাস সকল তাহাদের সহজেই চিত্তাকর্ষক ও আদরের বস্তু হইতে পারিয়াছিল। বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি বিদ্বজ্জনের ধারণা এই যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উপর বিশ্বাস করিয়াই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক অনেকানেক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। * ইহার উপরে প্রবন্ধলেখক পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, কিঞ্চিদধিক চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে বিখ্যাত চৈতন্যদেব এই পুরাণের (ভাগবতেরও) উপরই সমধিক আস্থাবান্ হইয়া নিজের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসাধন প্রণালী সংগঠন ও তদনুমত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তখন হইতেই তাঁহার অবলম্বিত ও তৎপ্রবর্ত্তিত পরকীয়া-সাধন-নিষ্ঠা †

---

* কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

† চৈতন্যদেবের "শ্রীমুখের শ্লোকটী এই—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥"—অমিয় নিমাইচরিত, ৩য় খণ্ড, ১ অঃ।

এই উক্তিই কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় সুব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

"অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকীয়া ভাবে (ক) অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

(ক) "যাঁহারা অনুরাগে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা করেন না, আর ধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহ বিধি অনুসারে গৃহীত নহেন, তাঁহারাই পরকীয়া; যথা—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীগণ, (উজ্জ্বলনীলমণি হইতে)—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃতের টীকা।

স্বদারনিরত পুরুষ ও সাধ্বী নারীর পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিকী, এবং তাহা অনেক স্থলে বিপথ-প্রেরিকা হইলেও নব্য-বৈষ্ণব সমাজের অনুষ্ঠেয় হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, পরবর্ত্তী কালে ঐ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কৃষ্ণ অপেক্ষায়ও রাধা উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ শারী-শুক সংবাদে ইহা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াও আসিতেছে। তা ছাড়া, ইদানীং রাধামন্ত্রের সাধন ভজনাদিও প্রচলিত হইয়াছে।

আবার, আমাদের যাত্রাওয়ালা, কীর্ত্তনীয়া ও কবিওয়ালাগণ কৃষ্ণ ও রাধাকে সাধারণ নায়ক নায়িকা ভাবে গ্রহণ করত তাঁহাদের মধ্যে যে আশ্চর্য্য প্রেমের অস্তিত্ব ছিল, তাহাই নানাবিধ যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ, কীর্ত্তন ও গীতাদিতে সমাজে (বিশেষতঃ বঙ্গীয়) এ যাবৎ অবাধে প্রচার করিয়া আসিতেছে। তাহাদের ঐ গীতাবলি ও কীর্ত্তনের মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণের অবতারত্ব এবং রাধার তদীয় অবিচ্ছিন্ন শক্তিস্বরূপিণীত্ব শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যে হয় না, এমতও নহে; কিন্তু তাহা রসশূন্য বিধায় সাধারণের ততদূর চিত্তাকর্ষক হয় না। সেজন্য অধিক স্থলেই উহারা স্বয়ং চৈতন্যদেবের উপদেশানুরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর (পরকীয়া) নায়িকার অবৈধ-প্রেমব্যঞ্জক মধুর রসের ভাব, পদ বা গীতাবলি দ্বারা লোকের চিত্ত হরণে রত আছে। এ স্থলে আমাদের প্রসিদ্ধ কবি ও যাত্রাওয়ালাদিগের ২।৪টা পদ ও গীত পাঠকবর্গকে উপহার দিলে বোধ হয় প্রবন্ধের রসভঙ্গ না হইতে পারে, কেননা তাহাও ত কৃষ্ণ ছাড়া হইবে না।

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস গোপিকা-বিশেষের মুখে তাহার কৃষ্ণ-প্রেমার্ত্তাবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন স্বতন্ত্রী নয়।
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি, আর কার জানি হয়॥

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরি আস্বাদনের কারণ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

যে মোর করম, কপালে আছিলা, বিধি মিলাইল তায়।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, থাক ঘরে কুল লই ॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু, তিল তুলসী দিয়া ॥
পড়সী দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোকপাড়া।
চণ্ডীদাস কয়, কানুর পীরিতি, জাতি কুল শীল ছাড়া ॥

প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা দয়াল মিত্র গাইয়াছেন,—

কি কর কি কর শ্যাম নটবর, যাই সর নিজ কাজে।
আমরা গোকুলের গোপ ললনা, তুমি কি মনে জেনেও জাননা,
ছলনা ছাড়না ছুঁওনা ছুঁওনা, মরি মরি হরি লাজে ॥
চপল নয়ন শর বরিষণ, করোনি হৃদে বাজে,
মিনতি করি করে ধরি হরি, ক্ষমা কর পথ মাঝে,—
ওহে চতুর কালা ত্রিভঙ্গ, করোনি কখন রমণী সঙ্গ,
সর সর লাগে অঙ্গে অঙ্গ, হেন কি তোমারে সাজে ॥

প্রসিদ্ধ যাত্রাকার গোবিন্দ অধিকারী আসরে রায়াণপত্নী রাধার মুখে গাইতেছেন,—

ননদী তুই বলিস্ নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে ॥ ইত্যাদি।

ঐরূপ রাধার মানভঞ্জন উপলক্ষে দূতীর মুখে মধুকাণ গাইতেছেন,—

মোহন চূড়া লাগে ও পায়, প্যারী গো ঠেলিস্‌নে দু পায়,
কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায় ॥
সৃষ্টি স্থিতি যে করে লয়, সে হরি তোর চরণে লয়,
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী যা কর তা কি শোভা পায়? ইত্যাদি।

এইরূপ বহু পদাবলি, যাত্রার সঙ্গীত এবং কীর্ত্তন অঙ্গের গীত সকল যখন আসরে পল্লবিত ও হাবভাব সহকারে গীত হয়, তখন শ্রোতৃবর্গ স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে যে তাহাতে আমোদিত ও মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা বলা বাহুল্য। পরন্তু জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহারা গীতের আধ্যাত্মিক অর্থ পরিগ্রহ করিয়া কি ঐরূপ হন কিংবা সাধারণ নায়ক নায়িকার আচরণ মনে করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করেন?

ঐ গীতাদির সহজ অর্থই যে লোকে গ্রহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করে, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। ইহা অনল্প পরিতাপের বিষয়, আমাদের শিক্ষার দোষে সামাজিকগণের রুচি পূর্ব্বাবধি এরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক পদ বা গান তাদৃশ অবৈধ সুতরাং অপবিত্র হইলেও তাহা কাহারও মনে দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না। যাত্রার আসর ও বৈঠক ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতি বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীরা (ইহারা বৈষ্ণবের স্ত্রী নহে, অবৈধ সহচরী) আমাদের অন্তঃপুরনারীদিগের কর্ণকুহরে প্রত্যহ ঢালিয়া দিয়া অনায়াসে আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, ইহা কে না জানেন; কিন্তু সমাজের কেহই তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দেয় না! কোথায় ঈশ্বর ও দেব দেবীর পবিত্র নাম ও তৎপ্রতি ভক্তি উদ্দীপক গান শুনিয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হইবে, তাহার স্থলে রাধাকৃষ্ণের নামে কুরুচিবর্দ্ধক স্ত্রীপুরুষের অবৈধ প্রেমব্যঞ্জক গান নিয়ত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া লোকের চরিত্র অজ্ঞাতসারে কলুষিত হইতেছে। অথচ কেহই উহাতে দোষ দর্শন করিয়া তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন না। কে করিবে? যাঁহাদের নিকট সে আশা করিব, তাঁহারাও যে শিক্ষা-দোষে ইদানীং বিকৃতরুচি হইয়া পড়িয়াছেন!* সমাজে যে দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতীকার

* প্রসিদ্ধ "অমিয় নিমাইচরিত" রচয়িতার ভগবদ্ভজন বিষয়ে অভিমত এইরূপ,—

"শ্রীভগবানকে উপপতি বলিয়া ভজন করিবার আরও কারণ আছে। শ্রীভগবানের মধুর ভজনের সহিত উপপতি ভজনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। যথা, উপপতি ভজনের আনন্দে উন্মাদ করে, ভদ্রাভদ্র, বিপদাপদ, জ্ঞান থাকে না। ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। ভজনা দ্বারা উপপতিকে প্রাপ্তির অনেক বাধা ও নিশ্চিততা নাই। শ্রীভগবান্ ভজন সমন্ধেও তাহাই। তাই পতিরূপে শ্রীভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা স্বাভাবিক হইত না। উপপতিরূপে বর্ণনায় তাহাই হইয়াছে। বিশেষতঃ পতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাতে স্বার্থগন্ধ আছে। যেহেতু পতি প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত্তা ইত্যাদি। উপপতির সহিত যে সম্বন্ধ উহা বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা গ্রন্থিত।"

অন্য একজন সুশিক্ষিত গৌরাঙ্গপ্রেমিকের প্রকাশিত গ্রন্থবিশেষে পরকীয়া সাধন সম্বন্ধে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

"কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়াও আবার অপরের বিবাহিতা স্ত্রী। এটী বড় মধুর ভাব। সংসাররূপ আয়ানের (রায়াণের) সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও নিঃস্বার্থ প্রেমিকা রাধার শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ। বেদবিহিত পথের শীতলতা ও অনুরাগের সুতীব্র মধুরতা প্রদর্শন করাই পরকীয়া

করিয়া উহাকে প্রকৃতিস্থ করা কখনও কি কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইতে পারিবে? এদিকে গোপিকা এবং রাধা কৃষ্ণ উপলক্ষে স্ত্রী পুরুষের ঘৃণ্য প্রণয়ব্যঞ্জক বহু পদ পদার্থের আবর্জ্জনায় সাহিত্য দেহের যে অতিপুষ্টি ও মালিন্য সাধিত হইয়াছে, তাহা যে কখনও প্রকৃতিস্থ ও নিরাকৃত হইবে, তাহার আশা দুরাশা মাত্র। এদিকে আশ্চর্য্যের কথা এই, কতকগুলি বৈষ্ণব পণ্ডিত কৃষ্ণের প্রতি গোপিকাবৃন্দের বিশেষতঃ রাধিকার প্রেম নিঃস্বার্থ এবং কামদোষ বর্জ্জিত, সুতরাং তাদৃশ পরকীয়া প্রেম কৃষ্ণসাধক মাত্রের অনুকরণীয়, ইহা বুঝাইবার জন্য পুরাণাদি বর্ণিত রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, জলক্রীড়া প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং যে যে স্থানে সেরূপ ব্যাখ্যায় মূলের অর্থ আপনাদের অভিপ্রায়ানুরূপ ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না, তৎতৎ স্থলে কৃষ্ণের বিশেষণে ভগবান্, ইচ্ছাময়, নিষ্পাপ, জগতের পতি ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া অজ্ঞদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া থাকেন। পরন্তু মহাভারত ও পুরাণের গল্পাংশে যাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং মূলের অর্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, তাঁহাদের নিকট তাদৃশ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও বৈয়র্থ্য প্রকাশের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। লাভের মধ্যে এই হয়, পূর্ব্বে কৃষ্ণে পরমাত্মত্ব অথবা অবতারত্ব ভাবের যে বিতর্ক ছিল, তদ্দ্বারা তাহা দূরীভূত হইয়া তাঁহাকে একেবারে অসংযতেন্দ্রিয়-মনুষ্যত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় মাত্র। ইহাতে ধর্ম্মসাধনের নামে অধর্ম্ম ও ব্যভিচারেরও * প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার বিষময় ফলও বিভিন্ন বৈষ্ণব সমাজে স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষীভূত হইতে দেখা যায়।

আমরা কৃষ্ণের অবতার-রহস্যের ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় বর্ত্তমান কালে উপনীত হইয়াছি। পূর্ব্বে যে চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে চৈতন্যের জীবিত কালেই একটী ক্ষুদ্র দল পৃথক্‌ভূত হইয়া ঐ চৈতন্যেই রাধাকৃষ্ণের একত্র সমাবেশ বা আবির্ভাব বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকেই ভগবান্ ও ইষ্টদেব রূপে স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার

প্রেমের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনও নীচ বাসনা যুক্ত ইন্দ্রিয়ভাব লইয়া যাইলে এ প্রেম বুঝিবার উপায় নাই।"

* পর পুরুষের সহিত পর নারীর কোন প্রকার প্রসক্তি বা কামসম্বন্ধ স্থাপন আর্য্য ধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া তাহা ব্যভিচাররূপে গণ্য হয়।

ভজন সাধনের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এ স্থলে অনাবশ্যক।

উপসংহার।

এক্ষণে আমরা সমস্ত প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই উপলক্ষে পাঠকগণকে একবার স্মরণ করাইয়া দিই, ভারতাদি শাস্ত্রের প্রমাণ পর্য্যালোচনায় ইহা জানা যায় যে, আমাদের আলোচ্যমান কৃষ্ণ সুদূর কলির প্রারম্ভে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৪১১ অথবা খৃঃ পূঃ ২৪৯৪ অব্দ পূর্ব্বে মথুরা নগরীতে বৃষ্ণিবংশে জন্মলাভ করিয়া দৈবযোগে গোকুলের বৈশ্যরাজ নন্দের আলয়ে লালিত পালিত হইয়া শৈশব-জীবন গোপবালকগণের সহিত গোচারণে ও ক্রীড়ায় তথা পশুপক্ষী বধ ও সময়ে সময়ে যুদ্ধ কার্য্যেও অতিবাহিত করেন। তৎপরে যৌবনলাভানন্তর ভ্রাতৃসহ অবন্তীপুরে গুরুগৃহে বিদ্যাধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবদিগের তত্ত্ব লইয়া তাঁহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করত তাঁহাদের সম্পদে বিপদে নানারূপ সহায়তা করেন, অনেক সময়ে কূট রাজনীতি অতি নিপুণতার সহিত পরিচালন পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পালন এবং বহিঃশত্রু হইতে উহা রক্ষা এবং স্বকীয় প্রভাব ও বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক বিস্তর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া বহুশত্রু দমন ও বিনাশান্তে এবং ঘোরতর অত্যাচারী স্বীয় কুলপাংশুল যাদবগণের নিধন দেখিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার শতবর্ষাধিক জীবিত কাল মধ্যে তদীয় অল্পসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও স্বল্পবুদ্ধি জনগণ ব্যতীত তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ বা পূর্ণাবতার বলিয়া আর কেহ বিশ্বাস করে নাই। তাঁহার ইহলোক ত্যাগের দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ গত হওয়ার পরে অর্থাৎ মহাভারত ও পুরাণ প্রচার কালে আর্য্য সমাজের ভাগবত সম্প্রদায়ে * এক মাত্র কৃষ্ণ অবতার-

---

* প্রতীতি হয়, মহাভারতে (মোক্ষ প, ৩৪০ ৩৪৩ অঃ) নারদ মুখে মুনিদিগের অত্যন্ত বিস্ময়জনক নারায়ণ কথা বা ভাগবত ধর্ম্মের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত মূল ভাগবত সম্প্রদায়ের ইহাই উদ্ভাবক। সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বেদ ও স্মৃত্যাদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়া নারদপঞ্চরাত্র ও ভাগবতাদি দ্বারা অনুশাসিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা তাৎকালিক সমাজে প্রথমে হয় ত গোঁড়া বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তক ও পক্ষপাতী হইয়াছিল। কেননা জানা যায়, পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ইহাদের লক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তিত আছে. যথা—

রূপে প্রথমে সংপূজিত এবং পরে গোপিকাগণ সহ লীলাপরায়ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন, জানা যায়। আবার, এখন হইতে ৬।৭ শত বর্ষ পূর্ব্বে তিনি প্রেমাকৃষ্ট অন্যান্য গোপাঙ্গনা সহ রাধা নাম্নী প্রেমবিহ্বলা এক গোপিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া নানাবিধ প্রেমলীলায় নিমগ্ন ছিলেন, কথিত হয়। ক্রমে ঐ রাধা দেবী ভগবান্ কৃষ্ণের প্রধান প্রকৃতি-রূপে কীর্ত্তিত ও সম্প্রদায়-বিশেষে সংপূজিতও হইয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণই আবার চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে (সে দিন বলিলেও হয়) ঐ রাধাশক্তি সহ সংমিশ্রিত ভাবে বঙ্গের নবদ্বীপে পূর্ব্বোক্ত চৈতন্য বা গৌরাঙ্গ-দেব রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বিশেষ বিশ্বাস করিতেছেন। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র প্রমাণে (২১।৩৯ পৃঃ টীকা দেখ) প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কৃষ্ণ কৈবল্য অর্থাৎ পরমাত্মভাব লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরেও তাঁহার কি কোনরূপ পৃথক্ সত্তার সম্ভাবনা ছিল যে, চারিসহস্রাধিক বর্ষান্তে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ দেহে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছিলেন? ইহা নিতান্ত অযুক্ত হইলেও, বিস্ময়ের বিষয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ সুশিক্ষিত লোকেরাও উহাতে অন্ধবিশ্বাস করত চৈতন্যধর্ম্ম পালনে নিরত আছেন এবং অন্যকেও ঐরূপ থাকিতে বলিতেছেন। ভবিষ্যতে কৃষ্ণের পরিণতি আবার নূতন ভক্তবৃন্দের হস্তে কি প্রকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গর্ভে। যদিও চৈতন্য-দেবের অবতারত্ব ও লীলাপ্রসঙ্গ কৃষ্ণ-ভাব সংশ্লিষ্ট, তথাপি বর্ত্তমান প্রবন্ধে অবান্তর বিবেচনায় তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় ক্ষান্ত হইলাম।

সর্ব্বদেবান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ।
রতস্তদীয়সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে॥ (বিশ্বকোষ ধৃত ৯৯ অঃ)

বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের অবলম্বিত হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থকার এই পদ্মপুরাণোক্ত ভাগবতের লক্ষণকে কতক পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সমাপ্ত।

দ্রষ্টব্য :—৩৩ পৃঃ ১২ পং, '৬৭ অধ্যায়' স্থলে '২০ অধ্যায়' হইবে।